চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 229 Wednesday, 19 July, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ২২৯ সংখ্যা ❋ ২ শ্রাবণ, ১৪৩০, বুধবার, ১৯ জুলাই, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

সারা রাজ্যেই ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বেড়েছে। মৃত্যুর খবর সংবাদ পত্রে কিছু কিছু প্রকাশ পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে দরকার সচেতনতা। ...বিস্তারিত পাতা ৩

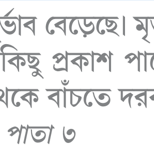

সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক উত্তরের বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আলিপুরদুয়ারে যান। এদিন মন্ত্রী ভুটান সীমান্ত গোবরজদি সেতু, বাসরা নদী বাঁধ পরিদর্শন করেন। ...বিস্তারিত পাতা ৫

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সিআরসিএস-সাহারা রিফান্ড পোর্টাল চালু করেছেন। এই পোর্টালটি ১০ কোটিরও বেশি আমানতকারীদের অর্থ ফেরতে সহায়তা করবে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

কলকাতা লিগে প্রিমিয়ার ডিভিশনের খেলা শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন। লিগে এখনও অবধি অন্যতম ধারাবাহিক দল মহমেডান স্পোর্টিং। ...বিস্তারিত পাতা ৮

জোটের নাম ‘ইন্ডিয়া’

মোদির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এককাট্টা বিরোধী দলগুলি

বেঙ্গালুরু, ১৮ জুলাইঃ ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্সের অস্তিত্ব আর থাকল না। বিরোধীদের জোটের নয়া নাম স্থির হয়ে গেল বেঙ্গালুরুর বৈঠকে। জানা গিয়েছে, বিরোধীরা নয়া জোটের নাম রেখেছে ‘ইন্ডিয়া’ বা ‘ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স’। বিজেপিকে গদিচ্যুত করতে দেশের তাবড় বিরোধী দলগুলি একত্রিত হয়েছে। পটনার পর বেঙ্গালুরুতে মিলিত হন রাহুল গান্ধি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, লালু প্রসাদ যাদব, নীতীশ কুমাররা। বেঙ্গালুরুতে আজ বিরোধীদের বৈঠকের দ্বিতীয় দিন। সেখানেই জোটের নয়া নামকরণ হয়েছে। এদিকে প্রশ্ন থাকছে, বিরোধী জোটের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে হবেন? এই নিয়ে বিরোধী দলগুলির মধ্যেই রয়েছে অনেক দর কষাকষি অঙ্ক। তবে সবথেকে বড় দল হিসেবে কংগ্রেসের ঝুলিতেই সেই পদ যাওয়ার কথা স্বাভাবিক অঙ্কে। যদিও বিরোধী দলের বৈঠকে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে স্পষ্ট করে দিলেন, ‘‘ক্ষমতা দখল বা প্রধানমন্ত্রী পদে আগ্রহ নেই কংগ্রেসের।’’ খাড়গের কথায়, ‘‘ভারতের চেতনাকে রক্ষা করতেই কংগ্রেস বিরোধীদের জোট করতে চায়।’’ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, ‘‘এই বৈঠকে আমাদের উদ্দেশ্য নিজেদের জন্য ক্ষমতা নিয়ে টনাটানি করা নয়। দেশের সংবিধান, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার রক্ষার জন্য এটা আমাদের এক প্রচেষ্টা।’’ এদিকে আজকে দিল্লিতে হতে চলা এনডিএ বৈঠক নিয়ে কটাক্ষ করেন কংগ্রেস সভাপতি। জোটধর্ম নিয়ে বিজেপিকে তোপ দেগে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, ‘‘ক্ষমতাসীন দলের সভাপতি ও দলের নেতারা পুরনো মিত্রদের সঙ্গে মান ভাঙাতে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে দৌড়াচ্ছেন। আমরা ২৬টি দল। ১১টি রাজ্যে সরকারে আছে আমাদের। বিজেপি নিজে থেকে তো আর ৩০৩টি আসন পায়নি। জোটসঙ্গীদের ভোট ব্যবহার করে তারপরে তাদের বাতিলের খাতায় ধরেছে তারা।’’ এর আগে গতকাল মমতা বিরোধী নেতাদের বলেছিলেন, ‘‘গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াই শুরু হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ মহাজোট ঠিকভাবে ঘটলে বিজেপির পতন অবশ্যম্ভাবী।

এজেন্সির জুজু দেখিয়ে বিজেপি সবার মুখ বন্ধ করতে চাইছে। সেটা দ্রুত বন্ধ করা দরকার। বিরোধীরা যে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে তাতে বিজেপি পরাস্ত হবেই। বিরোধীদের মুখ বন্ধ করতেই তো বিজেপি এজেন্সিকে কাজে লাগাচ্ছে। সেটা বন্ধ করা প্রয়োজন।’’ এই বৈঠককে ফলপ্রসু বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বলেছেন, ‘‘খুবই ভাল ও ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে। গঠনমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে...আজ আমরা যা আলোচনা করেছি, এর পরের ফলাফল হয়তো এদেশের মানুষের জন্য ভালো হতে পারে।’’ মমতা আরও বলেছেন, ‘‘আওয়ার ফেভারিট রাহুল গান্ধিজি। সবকিছু ইন্ডিয়ার ছাতার তলায় হবে। যদি কেউ আমাদের চ্যালেঞ্জ করতে চান, তাহলে ক্যাচ আস ইফ ইউ ক্যান (যদি ক্ষমতা থাকে আমাদের ধরে দেখাও)। ভারতকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে হবে।’’ কেজরিওয়াল বলেছেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী মোদি গত দশ বছর ধরে দেশ শাসন করার সুযোগ পেয়েছেন এবং তিনি দেশের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছেন। তিনি মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছেন, অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, এত মুদ্রাস্ফীতি, এত বেকারত্ব সব ক্ষেত্রে। আমি মনে করি, এখনই সঠিক সময়, এই দেশের মানুষ তাঁর থেকে মুক্তি চায়, তাই সবাইকে একত্রিত হতে হবে।’’ মঙ্গলবার বেলা ১২টা থেকে বেঙ্গালুরুর হোটেলে শুরু হয় বিজেপি বিরোধী দলগুলির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। একে-একে বৈঠকে যোগ দেন ২৬টি বিজেপি-বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ। যোগ দেন এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি, আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব, ডিএমকে প্রধান ও তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন প্রমুখ। বিরোধীদের বৈঠকে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, ‘‘আমরা এটা জানি যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে, আমাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। তবে এই পার্থক্য আদর্শগত নয়। এই পার্থক্যগুলি এত বড় নয়...।’’ বৈঠক শেষে পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি বলেন, ‘‘বর্তমানে আমাদের দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্র নিয়ে খেলা হচ্ছে। এ দেশের বৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। সেজন্য আমরা সবাই ‘আইডিয়া অফ ইন্ডিয়া’ বাঁচাতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি।’’ জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আব্দুল্লাহ বলেছেন, ‘‘আমরা কয়েক সপ্তাহ আগে পাটনায় যে প্রক্রিয়া শুরু করেছি, তারই ধারাবাহিকতায় এই বৈঠক। আমি মনে করি এই দেশে যা কিছু ভুল হচ্ছে, বিশেষ করে যেভাবে সংবিধানকে ক্ষয় করা হচ্ছে এবং এই দেশের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোকে ক্ষুন্ন করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এর বিরুদ্ধে সকল বিবেকবান দলকে একত্রিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।’’ সিপিআই (এম)-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি বলেছেন, ‘‘এই বৈঠকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা ভারতকে বাঁচাতে চাই, কারণ আমরা জানি ভারত কী। আমাদের দেশ প্রচণ্ড বহুমাত্রিক হামলার মধ্যে রয়েছে। দেশের উন্নতির জন্য পরিবর্তন করতে হলে বাঁচাতে হবে!’’ ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বলেছেন, ‘‘বিজেপি সরকার দেশে যে পরিস্থিতি তৈরি করেছে সে বিষয়ে আজকের বৈঠকটি গুরুত্বপূর্ণ।’’

সুপ্রিম কোর্টে হার রাজ্যের, বহাল রইল বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের দেওয়া রায়

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাইঃ একাদশ-দ্বাদশের ২০১৬ সালের পরীক্ষার ওএমআর শিট প্রকাশের নির্দেশ বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। ববিতা সরকারের দায়ের করা একটি মামলায় এই নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল এসএসসি, তবে শেষ রক্ষা হল না। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতাকে অবৈধভাবে চাকরি দেওয়া হয়েছে বলে আদালতে মামলা করেছিলেন ববিতা। সেই মামলায় তদন্তের শেষে অঙ্কিতার চাকরি ববিতাকে দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। পরে আরেক প্রার্থী জানান, তাঁর নম্বর ববিতার থেকে বেশি। তখন তাঁকে নিয়োগের নির্দেশ দেয় আদালত। কিন্তু হাল ছাড়তে নারাজ ববিতা। তিনি আদালতে ওএমআর শিট প্রকাশের দাবি জানান। দাবি মেনে এসএসসিকে ২১ জুলাইয়ের মধ্যে ২০১৬-র একাদশ-দ্বাদশের ওএমআর শিট প্রকাশ করতে নির্দেশ দেন বিচারপতি

গঙ্গোপাধ্যায়। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় এসএসসি। কিন্তু তাতে রায় বদল হয়নি। ববিতার আইনজীবী ফিরদৌস শামিম জানিয়েছেন, ২০১৬র পরীক্ষার ভিত্তিতে একাদশ দ্বাদশে প্রায় ৫০০০ জনের নিয়োগ হয়েছে। কমিশন আদালতকে জানিয়েছে এর মধ্যে ৯০৭ জনের ওএমআর শিটে কারচুপি হয়েছে। ওএমআর শিট প্রকাশ্যে এলেই জানা যাবে কাদের কাদের বাড়তি নম্বর দেওয়া হয়েছে। তখন তাদের বরখাস্তের নির্দেশ দিয়ে ববিতাকে নিয়োগের নির্দেশ দিতে পারবে আদালত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর এসএসসি-র হাতে রয়েছে আর ২টো দিন। তার মধ্যে তারা ওএমআর শিট প্রকাশ করে কি না সেটাই দেখার। সোমবার এক মামলায় আদালত অবমাননা ও আদালতে মিথ্যা তথ্য পেশ করায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পালের বেতন বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

আবার হবে পঞ্চায়েত ভোট? বিজেপি সাংসদের দায়ের করা মামলা ঘিরে শোরগোল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুলাইঃ পুরুলিয়ায় পঞ্চায়েত ভোট ‘বেআইনি’, ফের ভোট চেয়ে মামলা বিজেপির। পুরুলিয়া জেলায় পুনরায় নির্বাচন চেয়ে করা জনস্বার্থ মামলার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। পুরো জেলায় ফের নির্বাচন চেয়ে জনস্বার্থ মামলা করেছেন পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। ব্যালট বাক্স বদল-সহ একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে এই মামলা করা হয়েছে। অস্বচ্ছ নির্বাচনের কারচুপি হয়েছে। তাই নিরপেক্ষ তদন্তের আবেদনে মামলা করা হয়েছে। সদ্য শেষ হওয়া পঞ্চায়েত নির্বাচন, পরে পুনর্নির্বাচনের পর ফের একবার ভোটের দাবিতে হাইকোর্টে মামলা বিজেপি সাংসদের। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই রাজনৈতিক ময়দানে শোরগোল পড়েছে। ভোটের পর বিক্ষিপ্ত ভাবে রাজ্যের কিছু অংশে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছিল একাধিক জনস্বার্থ মামলা। কিন্তু এভাবে গোটা একটা জেলার পুনর্নির্বাচনের দাবি

জানানোর ঘটনা এই প্রথম। ভোটের দিনই সরব হয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ। পুরুলিয়া জেলাজুড়ে ভোট প্রক্রিয়া চললেও সেই ভাবে দেখা মেলেনি কেন্দ্রীয় বাহিনীর। তাই কেন্দ্রীয় বাহিনীর অনুপস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। ঝালদা থানার পুস্তি হাই স্কুলের ১০৩ নম্বর বুথে ভোট দেন তিনি এবং তারপরেই কেন্দ্রীয় বাহিনী অবস্থান নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।

দায়বদ্ধদের খুঁজতেই তদন্ত চেয়ে আবেদন করেছেন বিজেপি সাংসদ। নিরপেক্ষ তদন্তকারী সংস্থাকে তদন্তভার দেওয়ার আবেদন করা হয়েছে। ২০ জুলাই ডিভিশন বেঞ্চে শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে এই মামলার। সাংসদের আইনজীবী ব্রজেশ ঝা জানান, পুরো জেলাতে নতুন করে পঞ্চায়েত ভোট করার আবেদন করা হয়েছে আদালতের কাছে। একাধিক ব্লকে আনসিলড ব্যালট বাক্স গণনা হয়েছে। কাউন্টিং হলে

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ‘দুর্নীতি’, জেলাশাসককে তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুলাইঃ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে দুর্নীতি মামলায় জেলা শাসককে তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় প্রকল্পের নামে টাকা নয়ছয়ের অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানি ছিল প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে। এদিনের শুনানিতে একাধিক অভিযোগের প্রেক্ষিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসককে তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। ছয় সপ্তাহের মধ্যে সেই রিপোর্ট জমা দিতে হবে জেলাশাসককে। এদিনের শুনানিতে মামলাকারীর তরফে সওয়াল করা হয়, ন্যায্য ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না। অথচ যাঁরা এই প্রকল্পের আওতায় আসছেনই না, তাঁদের নামে টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এক ব্যক্তির বহু অ্যাকাউন্টে টাকা যাচ্ছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে টাকা বরাদ্দ হয়েছে, অথচ টাকা পৌঁছয়নি। আবার অন্য এলাকার লোকের নামে বাড়ি বরাদ্দ হয়েছে। মামলাকারীর অভিযোগ, জেলায় আবাস যোজনার প্রাপকদের যে তালিকা তৈরি করা হয়েছে, তাতে বিস্তর গরমিল রয়েছে। আরও অভিযোগ, ন্যায্য প্রাপকদের বঞ্চিত করে বেআইনিভাবে একাধিক ব্যক্তির নাম তালিকায় তোলা হয়েছে। এরপরই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসককে অভিযোগ খতিয়ে দেখে তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, এর আগে মুর্শিদাবাদের কান্দি পুরসভার আবাস যোজনা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। পুরসভার কাছে রিপোর্ট তলব করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট।

ভোট বয়কটের পরও ভোট পড়ল ৯৫ শতাংশ, পুলিশের ডিজিকে তদন্তের নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুলাইঃ স্থানীয়দের ভোট বয়কটের পরেও কী করে পড়ল ৯৫ শতাংশ ভোট? রাজ্য পুলিশের ডিজিকে তা তদন্ত করে জানাতে বলল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। ৩ আগস্টের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছেন তিনি। বিধাননগর লাগোয়া জ্যাংড়া-হাতিয়াড়া ২ নম্বর পঞ্চায়েতের আবদুল কালাম কলেজের একটি বুথে ভোট বয়কট করেছিলেন স্থানীয়রা। এলাকার অধিকাংশ মানুষ ভোট দিতে যাননি। যারা গিয়েছিলেন তাদেরও বাধা দিয়েছেন স্থানীয়রা। কিন্তু গণনার দিন দেখা যায় সেই বুথে পড়েছে ৯৫ শতাংশ ভোট। ভোট বয়কটের পরেও কী করে ওই বুথে বিপুল ভোট পড়ল তা নিয়ে অভিযোগ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয় মামলা। সেই মামলার শুনানিতে মঙ্গলবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করেন। এর পর তিনি রাজ্য পুলিশের ডিজি অমিত মালব্য ও আইজিকে এই ঘটনার তদন্ত করে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দেন। সঙ্গে এই মামলায় বিডিওকে তলব করেছেন বিচারপতি। বিচারপতির নির্দেশ অনুসারে একজন পুলিশ আধিকারিককে নিয়োগ করে এই ঘটনার তদন্ত করাতে হবে। কমিশনের নিয়ম অনুসারে কোনও বুথে ৯০ শতাংশের বেশি ভোট পড়লে সেই বুথের প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে রিপোর্ট চাওয়া হয়। এক্ষেত্রে কোনও রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল কি না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, ওই বুথে কোনও ভাবেই ৯৫ শতাংশ ভোট পড়তে পারে না। ভোটে কারচুপি করেছে শাসকদল। এমনকী গণনাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার সময় ব্যালট বাক্স বদলের অভিযোগও করছেন তাঁরা।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করল স্বাস্থ্য দফতর, জারি হল নয়া বিজ্ঞপ্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুলাইঃ স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ব্যবহার করে যাতে দুর্নীতি করা না যায় তার জন্য আরও কঠোর পদক্ষেপ করল স্বাস্থ্য দফতর। এই কার্ড নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এক বছরে কোনও বেসরকারি হাসপাতাল-নার্সিংহোমে দশবার স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে অনিয়ম ধরা পড়লে কার্ডটি ‘ব্লক’ হয়ে যাবে। সেটাও হবে অটোমেটিক ভাবেই। তার জেরে আর স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে পরিষেবা মিলবে না। এবার সফটওয়্যারে এমনই পরিবর্তন আনা হচ্ছে বলে স্বাস্থ্যভবনের বিজ্ঞপ্তি সূত্রে খবর। আবার যদি কোনও চিকিৎসক এই অনিয়মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন তাহলে তিনি আর স্বাস্থ্যসাথী রোগীর চিকিৎসা করতে পারবেন না বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। কেন এমন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল? স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, বহু বেসরকারি নার্সিংহোম এবং হাসপাতাল এই কার্ডকে সামনে রেখে দেদার টাকা লুটে নিচ্ছে। অর্থাৎ ভুয়ো বিল তৈরি করে তা করা হচ্ছে। এমন সব

অভিযোগ এসেছে স্বাস্থ্য দফতরের কাছে। আর যার সত্যিই চিকিৎসা প্রয়োজন তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা নিয়ে একটা চক্র কাজ করছে বলেও অভিযোগ। এদিকে জেলাভিত্তিক নজরদারি দলকে আরও সক্রিয় হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর স্বাস্থ্য দফতর নতুন একটা সফটওয়্যার তৈরি করেছে। যার মধ্যে সবটা ধরা পড়ে যাবে। এই অনিয়ম করে ধরা পড়লে কড়া শাস্তির মুখে প।তে হবে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি হাসপাতাল-নার্সিংহোমে। আর এই কাজ রোখার জন্য ২০০ সরকারি চিকিৎসককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যাতে তাঁরা বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলির অনিয়ম ধরতে পারে। এমনকী ‘এসওপি’ প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য দফতর। আগামী ১৮ আগস্ট ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যাতে অনিয়ম করে সরকারের টাকা তছরুপ করা না যায়। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী খবর, কোনও রোগীর চিকিৎসায় বাস্তবে যা খরচ হয়েছে তা বিকৃত করে মিথ্যা হিসাব দিয়ে ধরা পড়লে চরম শাস্তি পেতে হবে। আবার দিন-তারিখ বদল করে অনিয়ম করে ধরা পড়লে মাঝারি ধরনের শাস্তি মিলবে। আর একই খরচ একাধিকবার ধরা পড়লে জেল-জরিমানা পর্যন্ত হতে পারে। বেসরকারি নার্সিংহোম-হাসপাতালগুলিকে তিনটি রঙে তাদের অপরাধ চিহ্নিত করা হবে। লাল-গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে এই রঙ মিলবে। হলুদ-মাঝারি ধরনের অপরাধ করলে এই রঙ দেওয়া হবে। আর সবুজ-খুব কম অনিয়মের ক্ষেত্রে এই রঙ মিলবে।

‘কানে শোনা’ ও ‘কথা বলা’র
একমাত্র সমাধান

সেরা ও আধুনিক কানের মেশিন
DIGITAL | INVISIBLE | RECHARGEABLE
সব ধরণের কানের পরীক্ষা ও
‘স্পিচ থেরাপি’র(কথা বলার) সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া উপলব্ধ
SHROBONEE শ্রবণী TM
Your Hearing-Aid Specialist
কোলকাতা ঃ • শ্যামবাজার • টালা পোষ্ট অফিস • টালিগঞ্জ | জেলা ঃ • নিউটাউন • বনগাঁ • বসিরহাট • হাবরা • মল্লিক ফটক (হাওড়া) • কোন্নগর • আরামবাগ • ডায়মন্ড হারবার • আসানসোল • তমলুক • কাটোয়া • রামপুরহাট • রঘুনাথপুর (পুরুলিয়া) • কৃষ্ণনগর
কানের মেশিনের দাম জানতে visit ঃ www.shrobonee.com | www.calcuttahearing.com
ঃ 90883 66638 / 98300 74043

গুয়াহাটিতে উদ্ধার রঙিয়ার অপহৃত বালিকা, ধৃত মানব পাচারকারিণী

গুয়াহাটি, ১৮ জুলাই ঃ গুয়াহাটিতে মানব পাচারকারীদের কবল থেকে রঙিয়ার অপহৃত এক বালিকাকে উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজ হওয়ার নয় (৯) দিন পর গুয়াহাটি মহানগরের গড়চুকে একটি বন্ধ চিলেকোঠা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তাকে।জানা গেছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে সোমবার রাতে গুয়াহাটির গড়চুক পুলিশের দল এবং ছাত্র সংগঠন এবিএমএসইউ-এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে রঙিয়া. পুলিশ ওই চিলেকোঠায় হানা দিয়ে অপহৃতা নাবালিকাকে উদ্ধার করে। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে মানব পাচারের সঙ্গে জড়িত সাহিদা বেগম নামের জনৈক মহিলাকে। সাহিদা বেগম অপহৃতা বালিকাকে অরুণাচল প্রদেশে বিক্রির প্রস্তুতি চালিয়েছেল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। জানা গেছে, ধৃত সাহিদা বেগমকে জেরা অব্যাহত রেখেছে পুলিশ।

দুলিয়াজানে বিপুল পরিমাণের ড্রাগস উদ্ধার, আটক দুহ

দুলিয়াজান (অসম), ১৮ জুলাই ঃ ডিব্রুগড় জেলার অন্তর্গত দুলিয়াজানের ভাদৈ পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণের ড্রাগস। এর সঙ্গে আটক করা করা হয়েছে দুই মাদক পাচারকারীকে। ধৃত মাদক পাচারকারীকে তিনসুকিয়া জেলার পেঙেরি এলাকার জিতু বরুয়া এবং হিমন্তবিশ্ব বরুয়া বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।জানা গেছে, ডিগবয় থেকে দুলিয়াজানে আসার পথে ভাদৈ পাঁচআলির নগাজান তিনআলির কাছে এএস ২৩ জে ৯৫৯৬ নম্বরের একটি রয়্যাল এনফিল্ড বাইকের

সিপিএম এবং কংগ্রেস মিলেই তৃণমূলকে জিতিয়েছে, দাবি সুকান্তের

কলকাতা, ১৮ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে টানাপোড়েন চলছেই। সেই আবহেই পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর দাবি, সিপিএম এবং কংগ্রেস মিলেই তৃণমূলকে জিতিয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে।সুকান্তবাবুর দাবি, ছদ্মবেশে তৃণমূলের সঙ্গে লড়াই করছে সিপিএম এবং কংগ্রেস। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল, সিপিএম এবং কংগ্রেস জোট বেঁধে লড়াই করলেও তিনি অবাক হবেন না বলে জানালেন। বিজেপি-র সন্ধানদলের সঙ্গে গত বৃহস্পতিবার রাজভবনে যান সুকান্তবাবু। পরে বিধানসভায় অনন্ত মহারাজের মনোনয়ন জমা দেওয়ার মুহূর্তেও উপস্থিত ছিলেন। সেখান থেকে বেরিয়েই সংবাদমাধ্যমে মুখ খোলেন। সেখানে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি-র ধরাশায়ী হওয়ার প্রসঙ্গ উঠলে এক আসনে বসান তৃণমূল, সিপিএম এবং কংগ্রেসকে।

মহারাষ্ট্রে থানে-তে জিপে ধাক্কা মারল কন্টেনার ট্রাক মৃত্যু ৬ জনের, আহত ৮ জন

থানে, ১৮ জুলাই ঃ মহারাষ্ট্রের থানে জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবোঝাই জিপে ধাক্কা মারল একটি কন্টেনার ট্রাক। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের, এছাড়াও আরও ৮ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকাল ৬.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে থানে জেলার ভিওয়ান্ডি তালুকার পদঘা এলাকায় খাদোলি টার্নিংয়ে। সেই সময় ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছিল।পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ৬.৩০ মিনিট নাগাদ ভিওয়ান্ডি তালুকার পদঘা এলাকায় খাদোলি টার্নিংয়ে একটি জিপে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে একটি কন্টেনার ট্রাক। বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকটি ধাক্কা দিলে জিপটি প্রায় ১০০ মিটার পর্যন্ত ঘষটে যায়। মৃত্যু হয় ৬ জনের ও ৮ জন আহত হয়েছেন। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দর্শকদের আগ্রহে মেয়েদের ফুটবল বিশ্বকাপ, ইতিমধ্যেই গড়ে ফেলেছে রেকর্ড

সিডনি, ১৮ জুলাই ঃ অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে মহিলাদের ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি আর এক দিন। মাঠে বল গাানোর আগেই দর্শক আগ্রহের দিক থেকে মেয়েদের এই নবম বিশ্ব কাপের আসরটি রেকর্ড গড়ে ফেলেছে। বিশ্বকাপে প্রায় ১০ লাখের বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছে, যা ২০১৯ ফ্রান্স আসরের টিকিট সংখ্যাকে পেরিয়ে গেছে। বলা যেতে পারে,অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে এই ফিফা মহিলা বিশ্বকাপ ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি দর্শকের বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে।

ওমেন চান্ডির প্রয়াণে একজন নম্র ও নিবেদিতপ্রাণ নেতাকে হারালামঃপ্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ঃ কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ওমেন চান্ডির প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সকালে ওমেন চান্ডির প্রয়াণের দু ঃসংবাদ পাওয়ার পরই টুইট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লেখেন, ওমেন চান্ডিজি প্রয়াণ একজন নম্র ও নিবেদিতপ্রাণ নেতাকে হারালাম। ওমেন চান্ডির সঙ্গে নিজের একটি ছবি টুইটারে আপলোড করে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ওমেন চান্ডিজির প্রয়াণে আমরা একজন নম্র ও নিবেদিতপ্রাণ নেতাকে হারালাম, যিনি জনসেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং কেরলের অগ্রগতির জন্য কাজ করেছিলেন। ওমেন চান্ডির সঙ্গে কাটানো সময়ের স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী জানান, আমি তাঁর সঙ্গে কাটানো বিভিন্ন আলাপচারিতা স্মরণ করছি, বিশেষ করে সেই সময় যখন আমরা দু''জনেই নিজ নিজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলাম এবং পরে যখন আমি দিল্লিতে চলে আসি। এই দু ঃখের সময়ে তাঁর পরিবার ও অনুরাগীদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি। অন্যদিকে বেঙ্গালুরুতে প্রয়াত হয়েছেন কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ওমেন চান্ডি। মঙ্গলবার ভোর ৪.২৫ মিনিট নাগাদ বেঙ্গালুরুর ইন্দিরা নগরের চিন্ময়া মিশন হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে প্রবীণ এই রাজনৈতিক নেতার বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। মঙ্গলবার সকালে ওমেন চান্ডির মৃত্যুর দু ঃসংবাদ সর্বপ্রথম জানান তাঁর ছেলে চন্ডী ওমেন। এরপর কেরলের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কে সুধাকরণ টুইট করে জানান, কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ওমেন চান্ডি প্রয়াত।প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ওমেন চান্ডির প্রয়াণে শোকের আবহ কেরল-সহ দেশের রাজনৈতিক মহলে। শোকপ্রকাশ করে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারায় বিজয়ন জানিয়েছেন, ওমেন চান্ডি একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যিনি মানুষের জীবনে সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে শোকাহত। ওমেন চান্ডির প্রয়াণে কেরলে দু'দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে।ওমেন চান্ডির প্রয়াণে শোকাহত কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। খাড়গে শোকবার্তায় জানিয়েছেন, জনসাধারণের নেতা হিসেবে দীর্ঘ সময় মানুষের পাশে ছিলেন ওমেন চান্ডি, তাঁর প্রয়াণে ব্যথিত। প্রসঙ্গত, ২০০৪-২০০৬ এবং ২০১১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত দু'বার কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ওমেন চান্ডি। চান্ডি কে করুণাকরণ এবং এ কে অ্যান্টনির নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন সরকারে শ্রম, স্বরাষ্ট্র এবং অর্থমন্ত্রী হিসাবেও কাজ করেছিলেন ওমেন চান্ডি। তিনি কেরল বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। অন্যদিকে বেঙ্গালুরতে প্রয়াত হয়েছেন কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ওমেন চান্ডি। মঙ্গলবার ভোররাতে বেঙ্গালুরুর ইন্দিরা নগরের চিন্ময়া মিশন হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে প্রবীণ এই রাজনৈতিক নেতার বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। মঙ্গলবার সকালে ওমেন চান্ডির মৃত্যুর দু ঃসংবাদ সর্বপ্রথম জানান কেরলের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কে সুধাকরণ। তিনি টুইট করে জানান, কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ওমেন চান্ডি প্রয়াত।প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ওমেন চান্ডির প্রয়াণে শোকের আবহ দেশের রাজনৈতিক মহলে। শোকপ্রকাশ করে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারায় বিজয়ন জানিয়েছেন, ওমেন চান্ডি একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যিনি মানুষের জীবনে সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে শোকাহত। ওমেন চান্ডির প্রয়াণে শোকাহত কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। খাড়গে শোকবার্তায় জানিয়েছেন, জনসাধারণের নেতা হিসেবে দীর্ঘ সময় মানুষের পাশে ছিলেন ওমেন চান্ডি, তাঁর প্রয়াণে ব্যথিত। প্রসঙ্গত, দু'বার কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ওমেন চান্ডি।অন্যদিকে বেঙ্গালুরু, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমেন চান্ডির প্রয়াণে শোকস্তব্ধ কংগ্রেস শিবির। ওমেন চান্ডির প্রয়াণে কংগ্রেস শিবিরে নেমে এসেছে শোকের আবহ। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেনুগোপাল বলেছেন, ওমেন চান্ডির প্রয়াণে গোটা কংগ্রেস ও ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট অফ কেরলের বড়সড় ক্ষতি হয়ে গেল।মঙ্গলবার সকালে বেঙ্গালুরুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বেণুগোপাল বলেছেন, ওমেন চান্ডি ছিলেন মানুষের নেতা। তাঁর পরিশ্রমী মনোভাব ছিল। বর্তমান কেরল রাজনীতিতে তাঁর কর্মশৈলীর তুলনা নেই। তিনি কখনই নিজের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করেননি এবং শুধুমাত্র জনগণের জন্য কাজ করেছেন...এটি একটি বৃহত্তর স্তরের সভা (বিরোধীদের সভা), শোক প্রকাশের সঙ্গে আমরা সভাটি চালিয়ে যাব যা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চে বড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী, এনকাউন্টারে ৪ জঙ্গি নিকেশ

শ্রীনগর, ১৮ জুলাই ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে ৪ সন্ত্রাসবাদী। সোমবার রাত থেকে শুরু হওয়া এনকাউন্টারে ৪ সন্ত্রাসবাদীকে গুলি করে নিকেশ করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিশেষ ফোর্স, রাষ্ট্রীয় রাইফেলস ও জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। নিহত জঙ্গিরা সম্ভবত পাকিস্তানের বাসিন্দা, জঙ্গিদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী।মঙ্গলবার সকালে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার সিন্ধারা এলাকায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে ৪ সন্ত্রাসবাদী। সোমবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের প্রথম সংঘর্ষ শুরু হয়, রাতে নজরদারির জন্য অন্যান্য সরঞ্জামের পাশাপাশি ড্রোন ব্যবহার করা হয়। এরপর মঙ্গলবার ভোরে সুরক্ষা বাহিনী এবং সন্ত্রাসীদের মধ্যে ব্যাপক গুলি বিনিময় শুরু হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিশেষ বাহিনী, রাষ্ট্রীয় রাইফেলস এবং জম্মু ও কাশ্মীর-সহ অন্যান্য বাহিনী এই অভিযানে অংশ নিয়েছিল। অভিযানে নিহত সন্ত্রাসীরা সম্ভবত বিদেশী সন্ত্রাসী এবং তাদের পরিচয় নিশ্চিত করা হচ্ছে।

যমুনার জলস্তর ধীরে ধীরে নামছে দিল্লিতে, পৌঁছল ২০৫.৭১ মিটারে

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ঃ ধীরে ধীরে জলস্তর নামছে যমুনা নদীর। যমুনার জল নামতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন দিল্লিবাসী। মঙ্গলবার সকাল সাতটা নাগাদ যমুনার জলস্তর নেমে ২০৫.৭১ মিটারে পৌঁছয়, যদিও তা এখনও বিপদসীমার ওপরেই। এর আগে সোমবার রাত এগারোটা নাগাদ যমুনার জলস্তর ছিল ২০৬.০১ মিটার, রাত বারোটা নাগাদ যমুনার জলস্তর ছিল ২০৫.৭৫ মিটার, আর মঙ্গলবার সকাল সাতটা নাগাদ যমুনার জলস্তর নেমে ২০৫.৭১ মিটারে পৌঁছয়।ধীরে ধীরে জলস্তর নামলেও, ইতিমধ্যেই যমুনার জল ছুঁয়ে ফেলেছে তাজমহলের দেওয়াল। গত ৪৫ বছরে এই প্রথম বার তাজমহলের দেওয়াল ছুঁল যমুনার জল। শেষ বার ১৯৭৮ সালে নদীর জল ঢুকেছিল তাজমহল চত্বরে। প্রবল বৃষ্টি এবং যমুনার জলোচ্ছ্বাসে গত কয়েক দিন ধরেই বানভাসি দিল্লির বিভিন্ন এলাকা। যমুনার জলে ডুবে গিয়েছিল লালকেল্লার আশপাশ। প্লাবিত হয়েছিল দিল্লির সবচেয়ে বড় শ্মশান নিগমবোধ ঘাটও। এ বার সেই যমুনার জল ঢুকে পড়ল তাজমহল চত্বরে।দশেরা ঘাট সংলগ্ন এলাকাও প্লাবিত হয়েছে। ইতিমাদ উদ দৌলার সমাধিস্থলও প্লাবিত। রামবাগ, মেহতাব বাগ, জোহরা বাগ, চিনা কা রৌজার মতো স্মৃতিস্তম্ভও জলমগ্ন হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা এএসআই) তরফেজানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত ওই স্মৃতিস্তম্ভগুলির কোনও ক্ষতি হয়নি। তাজমহলের বেসমেন্টেও জল ঢোকেনি এখনও।

ভালো চাষের আশায় গ্রাম বাংলায় এখনও চলছে গরুর দৌড় প্রতিযোগিতা

জয়নগর, ১৮ জুলাই ঃ কালের বিবর্তনে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামের ঐতিহ্যবাহী বেশ কিছু খেলা বা প্রতিযোগিতা। তার মধ্যে অন্যতম মইছাড়া বা গরুর দৌড় প্রতিযোগিতা। ভালো চাষের আশায় প্রতিবছর বর্ষার প্রথম জল মাঠে জমলে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হত গ্রাম বাংলায়। মূল উদ্দেশ্যে ছিল চাষের কাজে নামার আগে গরুগুলির স্বাস্থ্য ঠিক কেমন আছে সেটা বুঝে নেওয়া। দিনে দিনে এই গরুর দৌড় প্রতিযোগিতা গ্রাম বাংলায় যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এখনও ভালো চাষের আশায় প্রতিবছর দক্ষিন ২৪ পরগনার জয়নগর, কুলতলি, ক্যানিং সহ আশপাশের এলাকায় এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আর এতে অংশগ্রহণ করতে গ্রামের জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চাষিরা নিজেদের গরু নিয়ে হাজির হয়।দুদিন ব্যাপী দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের বকুলতলা থানা এলাকার হানারবাটী ও বাগমারি গ্রামে এই মইছাড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করল হানারবাটী সোনালী সংঘ ও বাগমারি গ্রামবাসীবৃন্দরা। এই প্রতিযোগিতায় জয়নগর-সহ আশেপাশের এলাকা থেকে শতাধিক গরু নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন চাষিরা। সোমবার থেকে শুরু হয়েছে এই প্রতিযোগিতা। মঙ্গলবারের মধ্যে প্রতিযোগিতা শেষ না হলে চলবে পরের দিনও এমনটাই জানালেন উদ্যোক্তারা। এই গরুর দৌ। দেখতে এলাকার বহু মানুষ হাজির হয়েছেন সেখানে। দূর দুরান্ত থেকে মানুষ একত্রিত হওয়ায় সেখানে মেলার আকার ধারন করেছে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৯ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। আজ ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৯ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৫ ডলারের কাছাকাছি। যদিও মঙ্গলবারও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, মঙ্গলবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ কমে পৌঁছল ৩৪-এ, সক্রিয় রোগী বেড়ে ১,৪৫৩, ফের মৃত্যু-শূন্য

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ নিরন্তর কমছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৩৪ জন। সোমবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১,৪৫৩-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯১৫।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে

মোদী পদবি মন্তব্য মামলায় রাহুলের আর্জি শুনতে সম্মত সুপ্রিম কোর্ট, শুনানি আগামী ২১ জুলাই

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ঃ মোদী পদবি মন্তব্য মামলায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর আবেদন শুনতে সম্মত হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার শীর্ষ আদালত ঠিক করেছে, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর আবেদনের শুনানি হবে আগামী ২১ জুলাই। প্রসঙ্গত, ' অবমাননা' মামলায় দোষী সাব্যস্ত রাহুলকে দু'বছর জেলের যে সাজা গুজরাটের সুরাট ম্যাজিস্ট্রেট আদালত দিয়েছিল, তার উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে রাহুলের আবেদন গত ৭ জুলাই খারিজ করে দেয় গুজরাট হাইকোর্ট। গুজরাট হাইকোর্টের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন রাহুল গান্ধী।উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের প্রচারের সময় কর্নাটকের কোলারে ' পদবি তুলে আপত্তিকর মন্তব্যের দায়ে গত ২৩ মার্চ গুজরাটের সুরাট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক এইচএইচ বর্মা ২ বছর জেলের সাজা দিয়েছিলেন রাহুলকে। তবে ' মানহানি' মামলায় দোষী রাহুলের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আবেদনের জন্য তাঁকে ৩০ দিন সময় দিয়েছিলেন বিচারক। সুরাট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের রায়ের ভিত্তিতে ২৪ মার্চ লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা ভারতীয় সংবিধানের ১০২(১)-ই অনুচ্ছেদ এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (১৯৫১)-র ৮(৩) নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ করেছিলেন।এদিকে, মোদী পদবি অবমাননার মামলায় সাজা এড়াতে গুজরাট হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন রাহুল গান্ধী। কিন্তু, কংগ্রেস নেতার অস্বস্তি বাড়িয়ে সুরাটের দায়রা আদালতের রায় বহাল রাখে গুজরাট হাইকোর্ট। এরপরই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন রাহুল। রাহুলের ভবিষ্যত কী হতে চলেছে, তা এবার জানা যাবে আগামী ২১ জুলাই।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর আমেরিকা সফর ভারত-মার্কিন অংশীদারিত্বের শক্তি, গতিশীলতা বাড়িয়েছেঃনির্মলা সীতারামন

গান্ধীনগর, ১৮ জুলাই ঃ ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বের অঙ্গ হিসেবে অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নরদের তৃতীয় বৈঠক সোমবার গুজরাটের গান্ধীনগরে শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর ডঃ শক্তিকান্ত দাস এই বৈঠকে যৌথ সভাপতিত্ব করেছেন। উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন খাদ্য ও শক্তির নিরাপত্তাহীনতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর আহ্বান জানান।কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেন, আমরা যখন সামনের দিকে তাকাই, আমরা ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ফলাফল অর্জনের জন্য আমাদের (ভারত-মার্কিন) প্রতিশ্রুতি পুনঃনিশ্চিত করি। একে অপরের দক্ষতা এবং সংস্থানগুলিকে কাজে লাগিয়ে, আমরা সক্রিয়ভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দ্রুত উদ্ভাবন এবং সুস্থায়ী উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমেরিকা সফর ভারত-মার্কিন অংশীদারিত্বের শক্তি, গতিশীলতা বাড়িয়েছে।আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও স্বাস্থ্য, সুস্থায়ী অর্থব্যবস্থা ও পরিকাঠামো, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক গঠন কাঠামো, আন্তর্জাতিক কর ব্যবস্থা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মতো পাঁচটি বিষয়-নির্দিষ্ট অধিবেশন বসবে, দু'দিনের এই সম্মেলনে। জি-২০-র সদস্য দেশ, অতিথি দেশ এবং একাধিক আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রায় ৫০০ জন প্রতিনিধি, বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন।

কেরল তথা ভারতের চেতনার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন চান্ডিজিঃরাহুল গান্ধী

বেঙ্গালুরু, ১৮ জুলাই ঃ কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ওমেন চান্ডির প্রয়াণে শোকস্তব্ধ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। শোকপ্রকাশ করে রাহুল গান্ধী বলেছেন, কেরল তথা ভারতের চেতনার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন চান্ডিজি। মঙ্গলবার ভোর ৪.২৫ মিনিট নাগাদ বেঙ্গালুরুর একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমেন চান্ডি। তিনি ক্যানসারে ভুগছিলেন। দীর্ঘদিন ধরেই শারীরিক ভাবে অশক্ত হয়ে পড়েছিলেন ওমেন। সাম্প্রতিক অতীতে চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালুরুতেই থাকতে হচ্ছিল তাঁকে।এদিন সকালে হাসপাতাল থেকে ওমেন চান্ডির মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় কর্ণাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী টি জন্স-এর বাসভবনে, সেখানেই শায়িত থাকে চান্ডির নশ্বর দেহ। সেখানে পৌঁছে চান্ডিকে শেষশ্রদ্ধা জানান কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাাগে, দলের নেতা রাহুল গান্ধী, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারমাইয়া, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার প্রমুখ।পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল গান্ধী বলেছেন, কেরল তথা ভারতের চেতনা ছিলেন ওমেন চান্ডিজি। কেরলের জনগণের সত্যিকারের নেতা ছিলেন তিনি। তাঁর অভাব ভীষণভাবে উপলব্ধি করব আমরা। আমরা তাঁকে ভীষণ ভালোবাসতাম ও সর্বদা তাঁকে মনে রাখব। তাঁর পরিবার ও অনুরাগীদের প্রতি গভীর সমবেদনা।

পোর্ট ব্লেয়ার বিমানবন্দরের নতুন ইন্টিগ্রেটেড টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন, প্রধানমন্ত্রী বললেন উন্নত হবে যোগাযোগ

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পোর্ট ব্লেয়ারে বীর সাভারকর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি নতুন ইন্টিগ্রেটেড টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করেছেন। মঙ্গলবার সকালে দিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বীর সাভারকর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি নতুন ইন্টিগ্রেটেড টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী।এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আরও বেশি ফ্লাইট এবং আরও বেশি পর্যটক মানেই আরও বেশি কর্মসংস্থান। পোর্ট ব্লেয়ারের এই নতুন টার্মিনালের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণের সহজলভ্যতা উন্নত হবে, ব্যবসা করার সহজতা উন্নত হবে এবং যোগাযোগও উন্নত হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর কথায়, দীর্ঘকাল ধরে ভারতে উন্নয়নের পরিধি কয়েকটি বড় শহর এবং কয়েকটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কোনও কোনও দলের স্বার্থপর রাজনীতির কারণে উন্নয়নের সুফল দেশের দূর-দূরান্তে পৌঁছয়নি। প্রধানমন্ত্রী যোগ করেছেন, বিগত ৯ বছরে আমরা শুধুমাত্র পুরানো সরকারের ভুলগুলিই শুধরে নিইনি, মানুষের জন্য নতুন সুযোগ-সুবিধার পথও তুলে ধরেছি। এখন ভারতে উন্নয়নের একটি নতুন মডেল তৈরি হয়েছে। এটি 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর একটি মডেল।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, আমাদের আগের সরকারের ৯ বছরে আঃদামান ও নিকোবরে প্রায় ২৩ হাজার কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছিল। আমাদের সরকারের আমলে ৯ বছরে আন্দামান ও নিকোবরের উন্নয়নে প্রায় ৪৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট দেওয়া হয়েছে।প্রসঙ্গত, ৭১০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হওয়া নতুন ইন্টি গ্রেটেড টার্মিনাল ভবনটি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। দু'টি বোয়িং ৭৬৭-৪০০ এবং দু'টি এয়ারবাস ৩২১-এর মতো বিমান রাখার অ্যাপ্রন তৈরি করা হয়েছে এখানে। এখন এই বিমান বন্দরে একসঙ্গে ১০টি বিমান রাখা যাবে।

২১ জুলাই মুখ ভার থাকার আশঙ্কা আকাশের, চিন্তায় সমাবেশের উদ্যোক্তারা

কলকাতা, ১৮ জুলাই ঃসামনেই একুশে জুলাই। জেলায় জেলায় চলছে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। এরই মাঝে দু ঃসংবাদ শোনালো হাওয়া অফিস। চলতি সপ্তাহে মেঘলা থাকবে আকাশ। কোথাও কোথাও ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কাও রয়েছে।এই অবস্থায় ঝড়বৃষ্টির সতর্কতাও রাখতে শুরু কাছেন উদ্যোক্তারা। বেশ কিছুদিন ধরেই আকাশের মুখভার। মাঝমধ্যেই দু-এক পশলা বৃষ্টিতে ভিজছে শহর থেকে জেলা। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, আগামী ২৪ ঘণ্টা পর বৃষ্টি কিছুটা কমতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। দিনভর মেঘলাই থাকবে আকাশ। তবে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় অস্বস্তি জারি থাকবে।একুশে জুলাই বাড়বে বৃষ্টি। যদিও ভারীবৃষ্টির সম্ভাবনা চলতি সপ্তাহে নেই বলেই খবর। আপাতত তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন হবে না। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।জানা গিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। উপর দিকের পাঁচ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে বলেই খবর। ২৪ ঘণ্টা পর থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে।

২০ জুলাই শুরু মহিলাদের ফুটবল বিশ্বকাপ, ফেভারিটদের দেখে নেওয়া যাক

সিডনি, ১৮ জুলাই ঃআগামী ২০ জুলাই অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে বসছে মহিলাদের ফুটবল বিশ্বকাপ। মহিলাদের ফুটবল বিশ্বকাপে সর্বাধিক চারবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গত দু'বারই বিশ্বকাপের ট্রফি গিয়েছে মার্কিন মুলুকে। জার্মানি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দু'বার। একবার করে বিশ্বসেরা হয়েছে নরওয়ে আর জাপান।এবারও বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম প্রধান দাবিদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাছাড়া এবার নজর থাকবে লাতিন আমেরিকার দেশগুলির ওপরও। পুরুষদের ফুটবলে ব্রাজিল, আর্জেন্তিনার মতো দেশ দাপট দেখালেও মহিলাদের ফুটবলে কোনওদিন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়নি তারা। এবার মহিলাদের ফুটবলেও তারা নজর কাড়তে পারে কি না, সেটা দেখার অপেক্ষায় থাকবে ফুটবলপ্রেমীরা।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৯জুলাইঃবুধবার, ২শ্রাবণ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১২জুলাই ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২ শ্রাবণ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২ শ্রাবণ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২ শ্রাবণমাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩২.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯১শতকরা এবং ৫৫শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার । জোয়ার-সকাল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৬ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃদুর্দশায় থাকা কারোকে সাহায্য করতে আপনার শক্তি ব্যবহার করুন। সংসারে শান্তি।
বৃষভ রাশিঃআপনি শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকবেন এবং আজ অসাধারণ কিছু করতে পারেন।
মিথুন রাশিঃঅসীম জীবনের সমৃদ্ধশালী জাঁকজমক উপভোগ করে আপনার জীবনকে আরো মহিমান্বিত করে তুলুন। শুভদিন।
কর্কট রাশিঃশারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু করুন। সংসারে শান্তি হবে আজ
সিংহ রাশিঃদাঁতে যন্ত্রণা এবং পেটের গোলমাল আপনার জন্য কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। অবিলম্বে আরাম পেতে একজন ডাক্তারের উপদেশ নিন।।
কন্যা রাশিঃআপনার আবেগপ্রবণ স্বভাব আপনার স্বাস্থ্যে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।
তুলা রাশিঃআপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে থাকবেন। বিবাহের যোগ হবে।
বৃশ্চিক রাশিঃআজ আপনার জন্য খুব একটা উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন দিন নয় এবং আপনি ছোট ছোট বিষয়েই বিরক্ত হয়ে উঠবেন। আজ অর্থের আগমন আপনাকে অনেক আর্থিক ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে পারে। শুভদিন হবে
ধনু রাশিঃআজ আপনি পরোপকারের কাজে মানসিক শান্তি আর আরাম পাবেন।
মকর রাশিঃ বহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে। বেশি খরচ করা এবং সংেদহজনক আর্থিক পরিকল্পনা এড়িয়ে চলুন।
কুম্ভ রাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিবাহের যোগ হবে আজ।
মীন রাশিঃসীমাহীন শক্তি ও উদ্যম আপনাকে চেপে ধরবে এবং আপনি যে কোন প্রদত্ত সুযোগ আপনার সুবিধামত কাজে লাগাবেন। উপরি টাকা জমিবাড়িতে বিনিয়োগ করা উচিত।বিরক্ত করবে। উত্তেজনার

বিপর্যয়, জলবায়ু ও ঝুঁকি পূর্ণ যোগাযোগ বিষয়ক এক কর্মশালা হল কলকাতা প্রেস ক্লাবে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কলকাতা,১৮ জুলাই ঃ মঙ্গলবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে বিপর্যয় এবং জলবায়ু ও ঝুঁকি পূর্ণ যোগাযোগ বিষয়ক এক কর্মশালা হয়ে গেল। কলকাতা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত এবং ভারত জাপান ল্যাবরেটরি,জাপানের কিও বিশ্ব বিদ্যালয় ও রিকা ইন্সটিডিউটের সহায়তায় বির্পযয়ের মোকাবিলায় কি করা উচিত, সাংবাদিকদের ভূমিকা কতটা, কতটা ঝুঁকি নিয়ে বিপর্যয় মোকাবিলায় কাজ করতে হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয় এদিনের কর্মশালায়। আর এদিনের এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের মন্ত্রী জাভেদ খান, জাপানের কিও বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাজীব সাউ, কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেয়াশিষ শূর,আলিপুর আবহাওয়া অফিসের অধিকর্তা ডঃ সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়,বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের প্রাক্তন সচিব হিমাদ্রি মৈত্র সহ আরো অনেকে। এদিন রাজ্যের মন্ত্রী জাভেদ খান

বলেন,মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার রাজ্যে ক্ষমতা আসার পরে বিপর্যয় মোকাবিলার উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়। এই রাজ্যের ওপর দিয়ে আয়লা, আমফান, বুলবুল, ইয়াসের মতন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে গেছে। ক্ষতি হয়ে গেছে প্রচুর। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সুন্দরবন। আর এই বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজ্যের সরকার সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় যুবকদের প্রশিক্ষন দিয়ে এই বিপর্যয় মোকাবিলার টিম তৈরি করেছে।যারা সুন্দরবনে বিপর্যয় মোকাবিলায় কাজ করছে। আধুনিক প্রযুক্তিতে এখন আবহাওয়ার গতিবেগের উপর নজর রেখে বির্পযয়ের মোকাবিলা করনীয় কাজ গুলি অনেকটাই করা যাচ্ছে। সুন্দরবন এলাকার মানুষের বিপর্যয় আগেই নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গিয়ে প্রাণহানি কমাতে পারছে। এদিন এই কাজে স্থানীয় মিডিয়ার গুরুত্ব তুলে ধরলেন প্রফেসর রাজীব সাউ। তিনি এদিন বিভিন্ন তথ্য তুলে এই বিপর্যয় মোকাবিলায় করনীয় কাজ, সাংবাদিকদের ভূমিকা কতটা তা তুলে ধরেন।আলিপুর আবহাওয়া অফিসের অধিকর্তা ডঃ সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন আবহাওয়ার পরিবর্তন কেমন ভাবে হয় তা তুলে ধরেন।এদিন কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেয়াশিষ শূর বলেন, সাংবাদিকদের কাজ অবশ্যই ঝুঁকি পূর্ণ। তবে নিজের জীবনকে বাঁচিয়ে কিভাবে বিপর্যয়ের সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে সে দিকে নজর রাখতে হবে। উওর ২৪ পরগনা,দঃ২৪ পরগণা ও পূর্ব মেদিনীপুরে সবচেয়ে বেশি প্রাকৃতিক বিপর্যয় সামনে পড়ে তাই এই সব এলাকার মানুষকে সচেতন করতে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই জেলা গুলোতে প্রেস ক্লাব গুলোর মাধ্যমে বিপর্যয় মোকাবিলার সচেতনতা মূলক শিবির করার চিন্তা ভাবনা আছে।এদিন এই বিষয়ে একটি পুস্তিকা ও প্রকাশ করা হয় মন্ত্রীর হাত দিয়ে। এদিনের এই কর্মশালায় উওর ২৪ পরগনা, দঃ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তথ্য সংস্কৃতিক আধিকারিক, মহকুমা তথ্য সংস্কৃতিক আধিকারিকরা সহ এই তিন জেলার বহু সাংবাদিকরা অংশ নেন।

হাওড়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের বাধার মুখে পড়লো বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ জুলাই ঃ ট্রান্সফরমার তুলতে এসে ক্লাবের সদস্যরা সহ পাড়ার বাসিন্দাদের বাধার মুখে পড়তে হলো বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার কর্মীদের। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে হাওড়ার সাঁকরাইল ব্লকের থানমাকুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চন্দ্রবাটি স্কুল মাঠ এলাকায়। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, গত মার্চ মাস থেকে স্থানীয় একটি ক্লাবের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেয় ওই বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা। ক্লাব নাকি বিদ্যুৎ 'বিক্রি' করছে সেই কারণ দেখিয়ে ক্লাবের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পাশাপাশি মোটা টাকা জরিমানা করা হয়। স্থানীয় সূত্রের খবর, এরপর ক্লাবের তরফ থেকে বিভিন্ন দফতরে গিয়ে সামান্য পরিমাণ অর্থ কমলেও তাদের পক্ষে বাকি জরিমানা বাবদ টাকাও দেওয়া সম্ভব হয়নি। এরপর দীর্ঘ কয়েক মাস কেটে যাবার পর সোমবার বিদ্যু সরবরাহকারী সংস্থার কর্মীরা একটি ট্রান্সফরমার তুলতে আসে এবং জানায় পুনরায় নতুন করে বসানো হবে সেই ট্রান্সফরমার। এই নিয়ে এলাকাবাসী এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার কর্মীদের বচসা হয়। স্থানীয় মানুষ তাদের কাজে 'বাধা' দেন বলে অভিযোগ। ক্লাবের বিদ্যুৎ সংযোগ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি ওঠে। ঘটনাস্থলে নাজিরগঞ্জ তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ আসে। তাদের সাথে কথা হয় এলাকাবাসীর। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।

টিকিয়াপাড়া রেল ইয়ার্ড সংলগ্ন এলাকায় যুবকের দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ জুলাই ঃ টিকিয়াপাড়া রেল ইয়ার্ড সংলগ্ন এলাকায় যুবকের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায় রেল ইয়ার্ডের পাশের খালে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতের নাম বজরঙ্গি রাউত (৩৮)। মঙ্গলবার সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে আরপিএফ ও স্থানীয় থানার পুলিশ। খুন করে ফেলা হয়েছে না অন্য ঘটনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলো অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ জুলাই ঃ গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলো অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। ঘটনাটি ঘটেছে উলুবেড়িয়ার বৈকুন্ঠ পুরে ভাগীরথী নদীতে। হাওড়ার পিলখানায় বাড়ি হাওড়া হাট হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র মহ, নিজামুদ্দিন ও ৫জন বন্ধুর সঙ্গে স্কুল থেকে বেরিয়ে চলে আসে এবং স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী যথারীতি স্কুল ব্যাগ ও জুতো খুলে গঙ্গায় নামে,স্নান করার পর ৫জন বন্ধু পায়ে উঠে যেতে সক্ষম হয় এবং মহ, নিজামুদ্দিন গঙ্গায় .তলিয়ে খবর জানাজানি হতেই চারিদিকে লোকজন জমে যায় এবং ঘটনাস্থলে আসে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ, প্রায. দুই ঘণ্টা পর মহ, নিজামুদ্দিন এর দেহ নদীর পাড় থেকে উদ্ধার হয় । পুলিশ দেহটাকে ময়নাতদন্তেয় .মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

গৃহবধূর গলাকাটা রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ১৮ জুলাই ঃ এক গৃহবধূর গলাকাটা রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে। মৃতার নাম-অঞ্জলি নস্কর (৪০)। ক্যানিংয়ের থুমকাঠি উত্তর মিঠাখালি গ্রামের ঘটনা। মঙ্গলবার সকালে খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি ওই গৃহবধূর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। আগেও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। সূত্রের খবর, দেনাগ্রস্ত হয়ে পড়ার কারণেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন ওই মহিলা। ওই এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে স্বামী দিলীপ নস্করের সঙ্গেই থাকতেন অঞ্জলি। এদিন সকালে দিলীপ ঘরের বাইরে বের হলেই ঘরে থাকা ধারালো বটি দিয়ে ওই গৃহবধূ নিজেই নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করেছেন বলে দাবি পরিবারের। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার আই সি সৌগত ঘোষ নিজেই ঘটনাস্থলে যান। সঠিক কী কারণে এই ঘটনা, এটা খুন না-কি আত্মহত্যা সেই সব তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

হুগলির শ্রীপতিপুরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হলো

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলি, ১৮ জুলাই ঃ গত ১৫ ই জুলাই দুরন্ত বার্তায় প্রকাশিত হুগলির গ্রামাঞ্চলে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব, মানুষ আতঙ্কিত, খবরটি প্রকাশিত হওয়ার পরে হুগলির হরিপাল ব্লক প্রশাসন নড়েচড়ে বসলো। আজ শ্রীপতিপুর উত্তর প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন দুর্গা সমিতি প্রাঙ্গনে এক বিরাট ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হলো। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন হরিপাল ব্লকের যুগ্ম ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক তনিমা সিংহ রায়, হরিপাল ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক মুনমুন ঘোষ শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধি জ্যোতি ব্রত রায় রঘুনাথ মালিক নিতাই মোহন মুখার্জি স্বপন কুমার ঘোষ প্রমুখ। এছাড়াও ওই জনসচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন অঙ্গনওয়াড়ি আশা কর্মীরা সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের সুপারভাইজার সহ স্বাস্থ্য কর্মীবৃন্দ। উল্লেখ্য এবারে হুগলির শহরাঞ্চল অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে ইতিমধ্যে হুগলির চন্ডীতলা এক নম্বর ব্লক এবং হরিপাল ব্লকে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেশি,প্রতিদিনই নতুন নতুন ব্যক্তি ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হচ্ছেন। ইতিমধ্যেই চন্ডীতলা ১ নম্বর ব্লকের সাথে হরিপাল ব্লকে এ পর্যন্ত ১৬ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। হরিপাল ব্লকের শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ইলিপুর, জোরাধা বিশেষ করে শ্রীপতিপুর গ্রামে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। তাই এই ডেঙ্গু যাতে আর বেশি ছড়াতে না পারে তার জন্য হরিপাল ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে আজ এই জনসচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে জরুরি ভিত্তিতে ডেঙ্গু সংক্রমিত এলাকাগুলিতে স্প্রে করা হচ্ছে, মাইকিং করে মানুষকে সচেতনতার পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীরা

এলাকায. এলাকায. ঘুরছেন। আজকের এই শিবিরে হরিপালের জয়েন্ট বিডিও তনিমা সিংহ রায় এলাকার মানুষদের উদ্দেশ্যে বলেন আপনারা কোনো জায়গায় জল জমতে দেবেন না, গ্রামের পুকুর গুলিতে আবর্জনা ফেলবেন না মশারি টাঙিয়ে শুতে হবে। শিবিরে হরিপাল ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিসক মুনমুন ঘোষ বলেন ডেঙ্গু নিয়ে অযথা আতঙ্কিত না হয়ে যথাযথ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলুন। জ্বর হলে চিকিসকের পরামর্শ নিতে হবে প্রয়োজনে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে ডেঙ্গুর সংক্রমণ ঘটেছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে। শ্রীপতিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়ক নবকুমার পাত্র প্রত্যেক পরিবারের উদ্দেশ্যে বলেন যে যার নিজের বাড়িকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন জল জমা জায়গা উল্টে দিতে হবে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সকলকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। জয়েন্ট বিডিও তনিমা সিংহ রায় শিয়াখালা বাজার এলাকার সন্দেহ প্রবণ ডেঙ্গুর উস গুলি খুঁজে বার করে জে সি পি মেশিন দিয়ে আবর্জনাগুলি পরিস্কার করার জন্য পঞ্চায়েতের নুডাল অফিসার কল্যাণ সামুইকে অবহিত করেন। শিবিরে উপস্থিত আধিকারিকরা সব মিলিয়ে জরুরী ভিত্তিতে ডেঙ্গু সংক্রমণ রুখতে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে কাঙ্খিত বৃষ্টি অধরাই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুলাই ঃ উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি নেই, আগামী পাঁচ দিন ভারী বৃষ্টি না হলেও সমস্যা নেই উত্তরের। কিন্তু দক্ষিণে বৃষ্টির পূর্বাভাস মোটেই স্বস্তির নয়, আগামী পাঁচদিন দক্ষিণ থেকে উত্তরবঙ্গ-কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। চলবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। আপাতত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি মিটবে না। ধান চাষের জন্য প্রয়োজনীয় যে পরিমাণ বৃষ্টি দরকার, তার দেখা নেই দক্ষিণবঙ্গে। ফলে সমস্যায় পড়বেন চাষীরা। তাপমাত্রার যেমন হেরফের হবে না, তেমনই আর্দ্রতাও একই থাকবে বলে জানিয়েছেন আবহবিদরা। ২০ ও ২১ জুলাই উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি একটু বা।তে পারে, আবার দক্ষিণবঙ্গে ২১ জুলাই বৃষ্টি বা।তে পারে, সেই বৃষ্টি মোটেও ভারী হবে না। দক্ষিণবঙ্গে থেকেই যাবে বৃষ্টির ঘাটতি। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি।

সারম্ভে বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে বনমহোৎসবের সূচনা হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রী বিমান বন্দোপাধ্যায়, কৃষিমন্ত্রী শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ও মেয়র ফিরহাদ হাকিম, বনদফতরের পূর্ণ ও রাষ্ট্রমন্ত্রী যথাক্রমে শ্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও বীরবাহা হাঁসদা, ও বিধানসভার মুখ্যসচেতক নির্মল বসু প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এবারের ২৫ লক্ষ বৃক্ষরোপনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে। বাবুঘাটে ১২০০ ম্যানগ্রোভ চারা রোপন করা হবে।- তাপস রায়।

২১শের মঞ্চ থেকে কর্মীদের জন্য দিদির বার্তা থাকবে, এবারের বার্তা মোদী হটাও, বললেন অরূপ রায়

দুরন্ত বার্ত, হাওড়া, ১৮ জুলাই ঃ এবারেও ২১শে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে কর্মীদের জন্য দিদির বার্তা থাকবে। এবারের বার্তা মোদী হটাও। বললেন অরূপ রায়। ২১ জুলাই ধর্মতলায় তৃণমূলের ঐতিহাসিক শহীদ সমাবেশের সমর্থনে মঙ্গলবার বিকেলে হাওড়ায় এক বিশাল পদযাত্রার নেতৃত্ব দিয়ে ওই মন্তব্য করেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। এদিনের পদযাত্রার আয়োজন করে হাওড়া জেলা সদর পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল হকার্স ইউনিয়ন। এদিন বিকেল ৪টেয় হাওড়ার রেল মিউজিয়ামের সামনে থেকে ওই পদযাত্রা শুরু হয়। পদযাত্রার নেতৃত্ব দেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল হকার্স ইউনিয়নের হাওড়া জেলা সভাপতি বিকাশ শুক্লা, পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল হকার্স ইউনিয়নের মধ্য হাওড়া ইউনিটের সভাপতি সমর মুখার্জি (মনু), হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি সুরজি সাহা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিনের পদযাত্রা রেল মিউজিয়ামের সামনে থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ

এবারেও ২১শের মঞ্চ থেকে কর্মীদের জন্য দিদির বার্তা থাকবে।

পরিক্রমা করে। পদযাত্রায় কয়েক হাজার মানুষ অংশ নেন। অরূপ রায় বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরেই আমাদের গোটা দলের কর্মীরা চাঙ্গা। প্রত্যেক বছর ২১ জুলাই জনসমাগমের দিক থেকে আগের ২১ জুলাইকে ছাপিয়ে যায়। এবারও তাই হবে। ২১ জুলাইয়ের অতীতের ভী।রে ইতিহাসকে ছাপিয়ে এবার রেকর্ড সংখ্যক মানুষ আসবেন। এবার বার্তা থাকবে মোদী হটাও। জাতীয় ক্ষেত্রে একটা ঐক্যবদ্ধ জোট তৈরি হচ্ছে। আগামী দিনে এর সুফল নিশ্চয়ই আমরা পাব। মোদী সরকারকে ভারতবর্ষের মাটি থেকে উখাত করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা ল।াই করছি। সেই উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সফল হবে। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বে আমরা প্রধান ভূমিকা নেব এই নির্বাচনে।

জয়নগরে দুদিনের মৈ ছাড়া প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৮ জুলাই ঃ মৈ ছাড়া প্রতিযোগিতার শেষ দিনে জয়নগরে উপস্থিত জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। হানারবাটি সোনালি সংঘ ও গ্রামবাসীদের উদ্যোগে জয়নগর বিধানসভার হানারবাটি বাগমারী মধ্য ইদগাহের মাঠে দুদিনের মৈ ছাড়া প্রতিযোগিতার মঙ্গলবার শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জেলা জয়হিন্দ বাহিনীর সহ সভাপতি রাজু লস্কর, জয়নগর ২ নং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ওয়াহিদ মোল্লা,স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সাহানুর সরদার, মোরসালিন মোল্লা সহ আরো অনেকে। হারিয়ে যেতে বসা এই খেলাকে দেখতে কয়েক হাজার মানুষ বৃষ্টি উপেক্ষা করে উপস্থিত ছিলো মঙ্গলবার মাঠে।মূলত এক জো।া গরুকে একসাথে যে ভাবে জমিতে লাঙ্গল দেওয়ার মত সাজিয়ে এই দৌড়ে নামানো হয়। আশে পাশের এলাকা থেকে বহু গরুর মালিক এই মৈ ছা।া প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় তাদের গরুদের নিয়ে। আর হারিয়ে যেতে বসা এই খেলা দেখতে মানুষের ভী। ছিলো চোখে প।ার মতন। এদিন মাঠে উপস্থিত থেকে বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস এই খেলার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

আমতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডেঙ্গু সচেতনতা শিবির

অভিজি হাজরা, আমতা, হাওড়া, ১৮ জুলাই ঃ সারা রাজ্যেই ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বেড়েছে। মৃত্যুর খবর সংবাদ পত্রে কিছু কিছু প্রকাশ পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে দরকার সচেতনতা। সেকারণেই হাওড়ার আমতা আওড়গাছি প্রাথমিক বিদ্যালয় ডেঙ্গু প্রতিরোধে আয়োজন করেছিল ডেঙ্গু সচেতনতা শিবির। ছোট ছোট ছাত্র ছাত্রী দের পোস্টার ও চিত্র সহযোগে বোঝানো হয. ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ, কারণ ও প্রতিরোধ। প্রধান শিক্ষক প্রদীপ রঞ্জন রীত বলেন-ডেঙ্গু হল এডিস মশা বাহিত একটি ভাইরাল রোগ এখন রাজ্যেজুড়ে যার প্রকোপ দেখা যাচ্ছে। তাই এই রোগ প্রতিরোধে মশার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার কথাই বেশী করে বলা হয়।

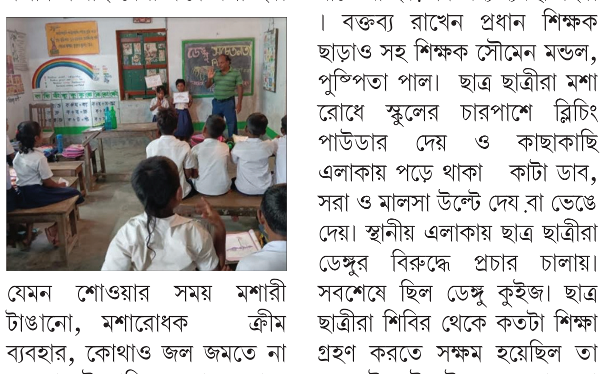

যেমন শোওয়ার সময় মশারী টাঙানো, মশারোধক ক্রীম ব্যবহার, কোথাও জল জমতে না দেওয়া. ইত্যাদি ।কথায় আছে প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর। রোগ হলে যথাযথ চিকিসা করাতে হবে।কিন্তু সব থেকে ভাল হল রোগ যাতে না হয .তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ। । বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষক ছাড়াও সহ শিক্ষক সৌমেন মন্ডল, পুস্পিতা পাল। ছাত্র ছাত্রীরা মশা রোধে স্কুলের চারপাশে ব্লিচিং পাউডার দেয় ও কাছাকাছি এলাকায় পড়ে থাকা কাটা ডাব, সরা ও মালসা উল্টে দেয .বা ভেঙে দেয়। স্থানীয় এলাকায় ছাত্র ছাত্রীরা ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে প্রচার চালায়। সবশেষে ছিল ডেঙ্গু কুইজ। ছাত্র ছাত্রীরা শিবির থেকে কতটা শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল তা বুঝতেই এই কুইজের ব্যবস্থা করা হয়।

নিয়োগের দাবি, বিকাশ ভবনের গেটে বিক্ষোভে সামিল চাকরিপ্রার্থীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুলাই ঃ মঙ্গলবার সপ্তাহের দ্বিতীয় কাজের দিনে আচমকা বিধান নগরে বিকাশ ভবনের ফটকের সামনে বিক্ষোভ শুরু হয়। বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এসএলএসটি নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর চাকরি প্রার্থীরা। পরে পুলিশ এসে তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। আইনি জটিলতা কাটিয়ে .সুপার নিউমেরারি' পোস্টে মেধা তালিকার সকলের নিযোগের দাবি জানিয়ে এসএলএসটি-র নবম থেকে দ্বাদশ চাকরি প্রার্থীদের বিকাশ ভবনের গেটের সামনে এই বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ এসে তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। এর পর পুলিশের ব্যবস্থায় তিনজনের একটি প্রতিনিধি দল বিকাশ ভবনে স্মারকলিপি জমা দিতে যান। এই বিক্ষোভের কারণে বিকাশ ভবনের সামনে প্রচুর পুলিশ মোতায়ন করা হয়। এক আন্দোলনকারী দাবি করেন, আমরা এসএলএসটি-র নবম থেকে দ্বাদশ চাকরিপ্রার্থী। গত ৮৫০ দিনেরও বেশি গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধরনা অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছি। সরকার বারে বারে আমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিক্ষামন্ত্রী আমাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। কিন্তু বারে বারে আমাদের শুধুই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন সবাই। প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতির নামে প্রতারণা চলছে এবার। সরকার

সদিচ্ছা দেখিয়ে. সুপ্রিম কোর্টের আইনি জটিলতা কাটিয়ে সুপার নিউমেরারি পোস্ট নিয়োগের জন্য যে ছাড়পত্র সেটা সরকার করাচ্ছে না, বা সদিচ্ছা দেখাচ্ছেন না'। আজকে আন্দোলনকারীরা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তাঁদের দাবি যে সুপার নিউমেরারি পোস্টে দ্রুত আইনি জটিলতা কাটিয়ে সুপ্রিম কোর্ট থেকে ছাড়পত্র এনে তাঁদের এই পোস্টে নিয়োগ দিন। এই দাবি নিয়ে তাঁদের আজকের এই বিক্ষোভ বলে জানান আঃেদালনকারীরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগেও এসএলএসটি-র চাকরিপ্রার্থীদের বিকাশ ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে দেখা গিয়েছে। আর তা নিয়ে রণক্ষেত্র হয়েছে করুণাময়ী এলাকা। এছাড়াও এক মাস আগে এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীরা ধর্মতলায় তাঁদের বিক্ষোভস্থলের কাছে এসএসসি-র শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, এসএসসি থাকলেও গত সাতবছর ধরে তাঁদের বিভাগে কোনও নতুন নিয়োগ হয়নি। নিজেদের ভূমিকা পালনে এসএসসি ব্যর্থ, এমনটাই দাবি করে প্রতীকী শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পালন করেন চাকরিপ্রার্থীরা। অন্যদিকে কিছুদিন আগেই হাতে থালা, মুখে কালি মেখে প্রতিবাদ করেছিলেন তাঁরা। মহিলাদের পরনে ছিল কালো পোশাক। স্লোগান উঠেছিল, চাকরি চাই, অন্ন চাই। মেয়ো রোডে ধর্ণামঞ্চে মুখে কালি মেখে প্রতিবাদ জানান এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীরা।

মত প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা, প্রতিবাদ আবুটা-র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুলাই ঃ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও শিক্ষক-সহ অন্যান্য কর্মচারীরা সংবাদ মাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত বিষয়ে মতামত প্রকাশ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এর প্রতিবাদ করল সারা বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (আবুটা)। মঙ্গলবার সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গৌতম মাইতি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করেন, আবুটা এই চরম অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করছে এবং অবিলম্বে এই কালা নির্দেশিকা প্রত্যাহার করার দাবি জানাচ্ছে। আবুটা মনে করে এধরণের পদক্ষেপ ভারতীয় .সংবিধান স্বীকৃত সকল নাগরিকের বাকস্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকার-এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাছাড়া এই অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্বীকৃত একাডেমিক স্বাধীনতা খর্ব করার নগ্ন অপপ্রয়াস। রেনেসাঁর মহান আদর্শ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালযের শিক্ষা ও গবেষণার উকর্ষের অন্যতম উপাদান হল একটি গণতান্ত্রিক শিক্ষার আবহ যার চালিকা শক্তি শিক্ষকদের একাডেমিক স্বাধীনতা। মুক্ত জ্ঞান চর্চার কেঃ দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা এমন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তারা কারাধ্যক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে কারাগার আর শিক্ষকদের তার কয়েদী বানিয়েছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালযে .শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় তার সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে দেশের উন্নয়নের জন্য আর সুশিক্ষিত মানব সম্পদ তৈরি করবেনা, তৈরি করবে ঝাঁকে ঝাঁকে কয়েদি!

আরামবাগে স্কুলের ইলেকট্রিক বিলের টাকা কে মেটাবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় শিক্ষকেরা

বনস্পতি দে, আরামবাগ, ১৮ জুলাই ঃ ভোট আসে ভোট যায় কিন্তু স্কুলের ইলেকট্রিক বিলের টাকা কে মেটাবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় শিক্ষকেরা। রাজ্যজুড়ে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হয়েছে। আর যে সমস্ত জায়গায় ভোটের জন্য বুথ কেন্দ্র হয়েছিল তা বেশিরভাগটাই স্কুলে। ভোটের একদিন আগে থেকে ভোটকর্মীরা স্কুলে থেকেছেন এবং সেখানে থাকার জন্য লাইট, পাখা সহ যাবতীয় জিনিস ব্যবহার হয়েছিল। এছাড়াও কেন্দ্রীয় বাহিনী ভোটের সময়ে টানা বিভিন্ন স্কুলে ঘাঁটি করেন। এর ফলে বিদ্যুবিলের জন্য বড় অঙ্কের টাকা সমস্ত বিদ্যালয় গুলিতে বিল আসে। বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকেরা বলছেন এত খরচা কে দেবেন এবং কোথা থেকে এই টাকা তারা মিটাবে। সময. মত ইলেকট্রিক দফতরে বিল পেমেন্ট না করলে বিদ্যু বিচ্ছিন্ন করে দেবে দফতর। তখন ছোট ছোট খুদে পড়ুয়া থেকে স্কুলের সকল কর্মীরা চরম সমস্যায় পড়বে। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত ভোটে শুধু বুথ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ বিল ছাড়াও স্কুলে যাবতীয়. জিনিস অনেক নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি বেশ কিছু জায়গায়

অশান্তির ঘটনায় বিদ্যালয়গুলির সরঞ্জাম ভাঙ্গা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী অনেক বিদ্যালয়ে থাকার কারণে স্কুলে পঠন-পাঠান সেভাবে দেখা যাচ্ছে না। ভোটের কারণে মূল সমস্যায় পড়ছে স্কুলের পড়ুয়ারা ও শিক্ষক শিক্ষিকা। স্কুলের কর্তৃপক্ষ জানান, দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি নিয়ে কৌতুহল আছে। স্কুল বিল্ডিং এবং যাবতীয় জিনিস দিতে হবে সরকারি কাজে তা স্বীকার করে নিয়েছেন কিন্তু ইলেকট্রিক বিল এবং যাবতীয় ক্ষয় ক্ষতির ভোটের পর কোনও সুরাহা মেলেনা বলে অভিযোগ। বিগত দিনে ভোটের সময় সমস্ত খরচা বহন করেছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ । তাদের অভিযোগ স্কুল ফান্ডে কোনও টাকা নেই এই সমস্ত খরচা দিতে গেলে বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে নিতে হচ্ছে। এর ফলে অভিভাবক-অভিভাবিকারা ক্ষুব্ধ হচ্ছেন। তারা বলছেন, এই টাকা আমরা কেন দেব। তাদের আবেদন সরকার বা নির্বাচন কমিশনের বিষয়টি নজর দেওয়া উচিত। অন্যদিকে অভিভাবকরা জানান, ভোটের পর বিদ্যুৎ খরচার দায় কেন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা নেবে। এত টাকা ফি যদি পড়ুয়াদের দেওয়া হয়, তাহলে আমরা কোথায় টাকা পাব। তাই বিষয়টি প্রশাসন দফতরে দেখা উচিত। তাহলে প্রশ্ন সরকারের তরফ থেকে যে সমস্ত বিদ্যালয়ে ভোট কেন্দ্র হয়েছিল তারা কি আদৌ টাকা দেবে? না ছাত্র-ছাত্রীদের ঘাড়ে বসাবে এই খরচা। আপাতত সেদিকেই তাকিয়ে সকলে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২২৯ সংখ্যা, বুধবার, ২ শ্রাবণ , ১৪৩০

সনিয়ার নৈশভোজে মমতা

সম্পাদকীয়

সনিয়া গান্ধির নৈশ ভোজে উপস্থিত হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আগে ঠিক করেছিলেন যে নৈশভোজে যোগদান করবেন না। বাঙ্গালুরুতে পৌঁছে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। তিনি সনিয়ার ডাকা নৈশভোজে অংশ গ্রহণ করেন। সনিয়া গান্ধিও নেত্রী মমতা বন্দোপ্যাধায়কে পাশে নিয়ে বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন। সনিয়া মমতা পাশাপাশি থেকে এদিন বিজেপি বিরোধী জোটের বৈঠক শুরু হল। কংগ্রেস সম্পর্কে আগে যে অ্যালার্জি দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তা এখন দূর হতে শুরু করে দিয়েছে। কংগ্রেসকে পাশে নিয়ে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে লড়াই করতে প্রস্তুত মমতা সেটা পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিলেন। প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে এদিন বিরোধী জোটের বৈঠক হয়েছে। সবাই বলতে শুরু করে দিয়েছে যে ইতিবাচক বৈঠক হয়েছে। ২০২৪ সালে লোকসভার রণকৌশল গ্রহণ করতে সব বিরোধী দলগুলি প্রস্তুত হতে শুরু করেছে। এদিকে এনডিএ গোষ্ঠীও তৈরি হয়েছে বৈঠক করতে। তারাও বৈঠক শুরু করে দিয়েছে। দেবগৌড়া থেকে শুরু করে শিন্ডের শিবসেনার দলও অংশ গ্রহণ করছে। মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রী শিণ্ডেও এনডিএ জোটের বৈঠকে অংশ গ্রহণ করছেন। বিজেপি বিরোধী জোট শক্তিশালী হওয়ার ফলে এখন বাধ্য হয়ে এনডিএ গোষ্ঠী বৈঠক ডাকে। তারাও এখন থেকে আগামি লোকসভার নির্বাচনে রণকৌশল গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে এনডিএ জোটকে আরও শক্তিশালী করতে চেষ্টা করছেন বিজেপি দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা। তিনি বলছেন যে ২৬টি দল এবারে এনডিএ বৈঠকে যোগদান করছে। এদিকে কংগ্রেস দল থেকে বলা হয়েছে জনতার লড়াইয়ের ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হবে। বিজেপি বিরোধী জোটের নাম যদি ইউপিএ রাখা হয় তাহলে সনিয়া এবং মমতার কোনও আপত্তি নেই সেটা পরিস্কার করে তাঁরা বলে দিয়েছেন। কংগ্রেস থেকে বলা হয়েছে মোদির বিরুদ্ধে কাউকে খাঁড়া না করে আম জনতার লড়াই হিসাবে সবার কাছে বার্তা দেওয়া হবে। মোদির বিরুদ্ধে আমজনতা লড়াই করবে বলে প্রচার করা হবে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি, সাধারণ মানুষের সমস্যা, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপরে আঘাত এবং কেন্দ্রীয় সংস্থার অপববহারকে সমানে রেখে প্রচার করা হবে। এদিন সম্মেলন কক্ষের সমানে একটি বিশাল ব্যানার দেখতে পাওয়া গেল ‘ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড’। এদিকে সিপিএম দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় স্তরে কংগ্রেসের সঙ্গে বাম দল থাকওে তারা কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে থাকছে না। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে দূরত্ব বজার রাখার সিদ্ধান্তে অটল। বাম দল কোনও কালে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ করেনি। কেন্দ্রীয় রাজনীতি থেকে শুরু করে রাজ্য রাজনাতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের সুবিধাবাদী নীতির বিরোধিতা করে এসেছে। সেটাই বজায় থাকবে বাম দলের। তারা কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসকে বাইরে রেখে রাজনীতি করবে। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও রকম রাজনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করতে ইচ্ছুক নয় বাম দলের নেতারা। বিজেপি দলের বিরুদ্ধে লোকসভায় নির্বাচন করতে বাম দল ইতিমধ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। রাজ্য স্তরে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সন্ত্রাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও হয়েছে। বাম দলের প্রার্থীদের ওপরে ভীতি প্রদর্শন থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত এলাকা জুড়ে তৃণমূলী সন্ত্রাস নিয়ে আলোচনা হয়েছে রাজ্য স্তরে। এদিকে বিজেপি দলের নেতা এবং রাজ্য বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী এখন বলতে শুরু করেছেন যে বাম এবং কংগ্রেস ত্যাগ করে পৃথক মঞ্চ গড়ে তুলুন তাতে বিজেপি দল সমর্থন দেবে। কংগ্রেস এবং বাম দল এখন দেউলিয়ার রাজনীতি করতে শুরু করে দিয়েছে। কংগ্রেস বাম দলের বহু কর্মী মারা গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের দুস্কৃতিদের দ্বারা। সেই কারণে তৃণমূল কংগ্রেসের গুণ্ডা বাহিনীকে ক্ষমা করা হবে না। সেই সন্ত্রাসবাদীদল তৃণূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বাম দলের নেতা প্রকাশ কারাত এবং সীতারাম ইয়েচুরি। এদেরকে বয়কট করা উচিত। বাম এবং কংগ্রেস দলের নিচু স্তরের কর্মীদের এর বিরোধিতা করা উচিত। এত হানাহানির পরেই বাম কংগ্রেস দল তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছে। এদিকে বিজেপি দলের এক নেতা বলেছেন যে জগাখিচুড়ি দল। জনতা দলের মতো এই দলের পতন ঘটবে। বেঁচে থাকার ইচ্ছা নিয়ে এরা এখন এক জোট হতে শুরু করেছে। একক শক্তিকে কেন্দ্রীয় রাজনীতি স্তরে লড়াই করার কোনও ক্ষমতা রাখে না। এদিকে কংগ্রেস দলের পঞ্চশীল নীতিকে গ্রহণ করে লোকসভার নির্বাচনে লড়াই করার ডাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এদিকে রাজ্য সিপিএম দলের নেতা মহম্মদ সেলিম বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদিকে কখনও কুর্তা কখ ন আম পাঠান মুখ্যমন্ত্রী। গুজরাত দাঙ্গা পরেও মোদি জেতার সময় নেত্রী মমতা ফুল পাঠিয়েছিলেন। তাহলে সমঝোতা কাদের সঙ্গে করা হল তা নিয়ে ভাবতে হবে ভবিষ্যতে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এখন গদিকে টিকিয়ে রাখতে বিজেপি বিরোধী জোটে অংশ গ্রহণ করলেন। তারপরের চিত্রটা হচ্ছে তিনি জিতে গেলেই একেবারে বিপরীত দিকে হাঁটতে শুরু করে দেবেন। বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন পরিবারতন্ত্রকে টিকিয়ে রাকার চেষ্টা করছেন নেত্রী মমতা। বাম এবং কংগ্রেসের নিচু তলার কর্মীদের সঙ্গে কোনও সেটিং নেই। বাম এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীরা দল থেকে বের হয়ে এসে একটি আলাদা মঞ্চ প্রস্তুত করুক। বাংলা থেকে স্বৈরতন্ত্রকে দূর করতে হবে। এদিকে কংগ্রেস দলের নেতা অধীর চৌধুরী বলেছেন বেঙ্গালুরুতে যা হচ্ছে তার সঙ্গে রাজ্য রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত ভোট লুট করেছে। রক্ত নিয়ে খেলেছে। কংগ্রেস নেতৃত্ব বলে দেয়নি যে মমতার নামে জয়ধ্বনি করতে হবে। সিপিএম দলের নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেছেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত থেকে বাঁচার জন্য বিজেপিতে যোগ দিয়ে কোনও লাভ হবে না। মানুষ সব বুঝে গিয়েছে। সারদা, নারদার কোনও কিনারা হল না। বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধিতায় আন্তরিকতা দেখালে এতদিনে অপরাধীদের জেলে থাকতে হতো। বিজেপি তৃণমূল লোক দেখানো বিরোধিতা। ভিতরে ঐক্য রয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

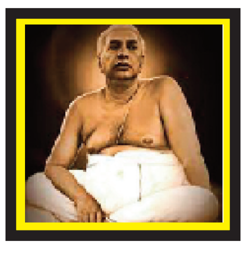

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি

ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর বাণী

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম।

বিপ্লবী বাঘা যতীনের রাজনৈতিক জীবন দর্শন

রবীন্দ্রকুমার শীল

(পুর্ব প্রকাশের পর)

১৯০৭-০৯ সালে বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক ডাকাতি করেন এবং যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ রাখ তেন। তখন যতীন্দ্রনাথ একজন আসামি হয়ে কারাগারে ছিলেন হাওড়া গ্যাং মামলার অভিযুক্ত হয়ে। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং তাঁর বন্ধু হরিকুমার চক্রবর্তী ছিলেন কলকাতা অনুশীলন সমিতির হরিনাভী শাখার সদস্য। ইঁনারা ২৪ পরগনার চিড়িংপোতার ফণি চক্রবর্তীর কাছ থেকে যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জানতে পারেন। ফণি চক্রবর্তী দার্জিলিংয়েই যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় ঘটে গিয়েছিল। ১৯১১ সালে হাওড়া গ্যাং মামলা থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং হরিকুমার চক্রবর্তী দেখা করলেন। নলিনী কান্ত কর এবং অতুল কৃষ্ণ ঘোষ আগেই থেকে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় ছিল। কারণ ইঁনারা কুষ্টিয়ার যদুবেড়িয়ার বাসিন্দা এবং কলকাতা অনুশীলন সমিতির সদস্য। ১৯০৯ সালে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জির সঙ্গে ইঁনারা গ্রাম কায়াতে মিলিত হয়েছিলেন। ১৯১৩-১৪ সাল পর্যন্ত অনুশীলন সমিতির সদস্য যদু গোপাল মুখার্জির সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের সরাসরি কোনও যোগাযোগ ছিল না। তাঁর বন্ধু নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মুখ দিয়ে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জানতে পেরে তিনি বাঘা যতীনের ভক্ত হয়ে পড়েন। ১৯১১-১২ সালের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ একটি বিরাট গোষ্ঠী গড়ে তুললেন সঙ্গে থাকলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, হরিকুমার চক্রবর্তী, নলিনীকান্ত কর এবং অতুলকৃষ্ণ ঘোষ। ১৯১৩ সালে বর্ধমান এবং মেদিনীপুরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিল। সেখ ানকার অসহায় মানুষদের সাহায্য করতে বিপ্লবীরা এগিয়ে যেতে শুরু করলো। মাখনলাল সেন, অশ্বিনীকুমার রায়, অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, যতীন্দ্রনাথ মুখর্জি, যদুগোপাল মুখার্জি, মতিলাল রায় সহ আরও অনেকে ‘দেশ-সেবক’ এবং ‘সমাজ-সেবক’ হয়ে দুর্গত এলাকায় উপস্থিত হয়ে সেবার কাজে ব্রতী হলেন। ঠিক সেই সময়ে কাঁথিতে যদুগোপাল মুখার্জির সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ ঘটল।

১৯১৩ সালে দুর্গতদের সেবা করে কলকাতায় ফিরে এলেন বিপ্লবী দলের রাজনৈতিক মিশনটি। সমস্ত বিপ্লবী দলের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার লক্ষ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করারা কথা ভাবতে শুরু করে দিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি। বরিশাল গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখার্জি (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) নোয়াখালিতে রয়েছেন নরেন ঘোষ চৌধুরী যিনি সেই সময়ে দুটি গোষ্ঠী পরিচালনা করতেন। এর সদর দফতর ছিল বরিশালে আর শাখা অফিস ছিল কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম এবং সিলেটে। ১৯১৪ সালে সব বিপ্লবী দলের মধ্যে একটি সমন্বয় গড়ে তোলার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল। ফরিদপুর জেলার ইদিলপুরের নিখিল রঞ্জন গুহ, সাধনা সমাজের হেমেন্দ্র কিশোর আচার্য চৌধুরী (ময়মনসিং) এবং উত্তরবঙ্গের গোষ্ঠীর যতীন্দ্রনাথ ১৯১৫ সালে মার্চ মাসে শঙ্কর ঘোষ লেনের বাড়ির ছাদে একটি বৈঠক ডাকলেন। সেখানে উপস্থিত হলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, যদুগোপাল মুখার্জি, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ গোষ্ঠী। অপর গোষ্ঠীর সদস্য নরেন ঘোষ চৌধুরী, যোগেন বসু এবং মনোরঞ্জন গুপ্ত উপস্থিত হলেন। সেখানে আলোচনা হল বিদেশি অস্ত্র বিশেষ করে জার্মান সরকারের সহযোগিতায় একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানো। সুতরা এখন থেকে কোন দল ভাগাভাগি চলবে না। সবাইকে একত্রে কাজ করতে হবে। যতীন্দ্রনাখ মুখার্জির নেতৃত্বে সব বিপ্লবী কাজ হবে। তাঁকে বাংলার বিপ্লবী নেতা করা হচ্ছে। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ বেনারসে রয়েছেন। তাঁর শূন্য স্থান পূরণ করবেন যতীন্দ্রনাথ। ১০.৩.১৯১৭ সালে পুলিশ গোয়েন্দা কর্তা টেগার্ট তাঁর ‘‘Mr. Tegart in his lengthy Note on ‘ The situation In Chandar-nagore, dt. 10.03.1917 have used the term ‘ Western Bengal Party’ with reference to these revolutionaries.’’। এই দলটির নামকরণ হল ‘ওয়েস্টার্ন বেঙ্গল পার্টি’।

যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি এবং তাঁর সহযোদ্ধার ‘আত্মোন্নতি সমিতি’র নেতা বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করে দিলেন। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে ব্রিটিশ সরকারকে ভারত থেকে বিতারিত করার পরিকল্পনা রচিত হতে থাকে। ১৯১৪ সালে বরিশাল গোষ্ঠী আত্মোন্নতি সমিতির সঙ্গে এক যোগে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। তার ফলে কলকাতার রডা কোম্পানির অস্ত্র লুণ্ঠন হল (২৬ আগস্ট ১৯১৪ সালে)। এই অস্ত্র লুণ্ঠনের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল ঢাকার ‘মুক্তি সঙ্ঘ’ এর সদস্যরা। যতীন্দ্রনাথকে বিপ্লবী সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে সফল

করতে এই অস্ত্র লুণ্ঠন হয়। মাদারিপুরের পূর্ণ দাস যতীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ হলেন। মাদারিপুর ষড়যন্ত্র মামলা (১৭ জানুয়ারি থেকে ১৯ এপ্রিল, ১৯১৪ সাল) তুলে নিল সরকার। পুর্ণ দাসের নেতৃত্বে ১৯১৩ সালে ভারাকাইর, গোপালপুর, কাওয়াকুরি প্রভৃতি স্থানে ডাকাতি করা হল। তাঁর অনুসরণকারী চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, নরেন দাশগুপ্ত, রাধাচরণ প্রামানিক এবং পতিতপাবন ঘোষ কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করলেন এবং যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে শুরু করে দিলেন।

১৯১৪-১৫ সালে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সারা ভারত জুড়ে সেনা অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। চন্দননগরের বিপ্লবী দল এবং ঢাকার অনুশীলন দলের সদস্যরা অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ‘শ্রমজীবী সমবায়’ দলে মিশে কলকাতার বহুবাজারে ১৯০৮ সালে একটি দফতর খ ুললো। তারপরে হ্যারিসন রোড (বর্তমানে মহাত্মা গ্যান্ধি রোড) সংযোগ স্থলে একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান খোলা হল। এটি বাংলার সমস্ত বিপ্লবীদের মিলন স্থল হিসাবে পরিগণিত হল। অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় চন্দননগরের মতিলাল রায়, শিরীষ চন্দ্র ঘোষ, অনুশীলন সমিতির প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী এবং অমৃতলাল হাজরার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করলেন। শ্রীরামপুরের সতীশ সেন গুপ্ত এর মাধমে সমবায় সমিতি সদস্যরা কলকাতার ‘আত্মোন্নতি সমিতি’র সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করলো। ‘শ্রমজীবী সমবায়’ এর অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথে সম্পর্ক সম্পর্ক নিবিড় হল। সেই সময় থেকে শুরু হয়ে গেল চন্দননগরের রাসবিহারীর বসুর মাধ্যমে পাঞ্জাব এবং উত্তর যুক্তপ্রদেশ বিপ্লবীদের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের যোগাযোগ। ১৯১৩ সালে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটি বনে অমরেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ এবং রাসবিহারী বসুর ভারতের সশস্ত্র সেনা অভ্যুত্থান নিয়ে বিস্তারিতভাবে গোপন আলোচনা করলেন। রাসবিহারীর পরিকল্পনায় যতীন্দ্রনাথ সায় দিলেন এবং তাঁকে বাংলার দায়িত্ব গ্রহণ করার কথা বলেন রাসবিহারী। রাসবিহারী বেনারসে আসার আমন্ত্রণ করলেন যতীন্দ্রনাথকে। যতীন্দ্রনাথ দু’বার বেনারসে গিয়েছিলেন। একবার রাসবিহারীর সঙ্গে ১৯১৩-১৪ সালে ডিসেম্বর- জানুয়ারি মাসে। বেনারসে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড দেখতে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ। তারপরে ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসে যতীন্দ্রনাথ রাসবিহারীর পঞ্জাব যাত্রার আগেই তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন বেনারসে বিপ্লবী নির্দেশ গ্রহণ করতে। ১৯১৪-১৯১৫ সালে দেখ তে পাওয়া গেল যে বাংলার অদ্বিতীয় নেতায় পরিণত হয়েছেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

যতীন্দ্রনাথের দল ঢাকার অনুশীলন সমিতির সঙ্গে হাত মেলালো। ডক্তর যদুগোপাল মুখার্জি’র সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন অমৃতলাল হাজরা এবং বীরেন সেন। অপর দিকে যদুগোপাল মুখার্জি, আশু দাস, বিনয় দত্ত এবং অতুল ঘোষ দল তৈরি করে বিপ্লবী কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব না হলেও ব্রিটিশ সরকারকে বিতারিত করতে সবাই একমত হয়েছিল। ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে নলিনীকিশোর গুহ, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী এবং রবীন্দ্র মোহন সেন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিয়ালদহের ‘আর্য নিবাস’-এ আলোচনা বসলেন। সেখানে রাজনৈতিক ডাকাতিতে অনুশীলন সমিতি এবং বিপ্লবী আন্দোলনকে জোরদার করতে গেলে আর্থিক শক্তিবৃদ্ধি এবং বিপ্লবী মানসিকতার সমৃদ্ধি এবং বুঁজোয়াদের বিরদ্ধে সন্ত্রাস সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হল। কিন্তু এই বৈঠকে সমস্ত বিষয়ে সমাধান করা সম্ভব হল না। সমস্যার সমধান করতে আবার দ্বিতীয় বৈঠকের আয়োজন করা হল ছিদাম মুদি লেনে অবস্থিত অতুল ঘোষের বাড়িতে। কিন্তু এই বৈঠক হল না। বুঁজোয়াদের একটি গুপ্তচরের খবরের ওপরে ভিত্তি করে অনুশীলন সমিতির নলিনীকিশোর গুহ, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী এবং রবীন্দ্র মোহন সেন গ্রেফতার হলে গেলেন। ১৯১৪-১৯১৫ সালে অনুশীলন সমিতির যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল বিপ্লবী দলের সমন্বয় সাধন করতে তা কিন্তু আর করা সম্ভব হল না ১৯১৬-১৭ সালেও। অনুশীলন সমিতির প্রধান নেতাদের গ্রেফতার করার ফলে বহু বিপ্লবীরা আত্মগোপন করতে শুরু করেছিল। কেউ কেউ আবার চন্দননগরে গা ঢাকা দিল। আত্মগোপন কালেই বিপ্লবী দলগুলিকে নির্দেশ দিতে শুরু করেন নেতারা।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ দেখা দিল। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠতে শুরু করলো। ভারতের বিপ্লবীরা সেখান থেকে তাদের বিপ্লবী সংগ্রামকে আরও বেশি শক্তিশালী করার চেষ্টা করতে শুরু করলো। বিদেশি অস্ত্র এবং অর্থের ওপরে নির্ভর করতে শুরু করে দিল। এদিকে রাসবিহারীর পেশোয়ার থেকে বাংলার সেনা অভ্যুত্থান ব্যর্থ হল (ফেব্রুয়ারি ১৯১৫)। যতীন্দ্রনাথ তখন দ্বিতীয় সেনা অভ্যুত্থানে প্রতি আকর্ষিত হতে শুরু করে দিয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথ চিন্তা করতে শুরু করে দিলেন ব্রিটিশ সরকারের চির শত্রু জার্মানের সাহায্য ছাড়া ভারতে সেনা অভ্যুত্থান করা একেবারে অসম্ভব। ভারতের বিপ্লবীরা যে প্রথম জার্মানের সহযোগিতা নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম করতে চেয়েছিলেন তার প্রেরণা লাভ করেছিল লেখক বার্নহাণ্ডির রচিত বই ‘‘German and the next war (অক্টোবর ১৯১১)’’ থেকে। এই নিয়ে ভারত সরকারের অপরাধ গোয়েন্দা বিভাগের অধিকর্তার ব্যক্তিগত সচিব জে. সি কের, আইসিএস ১৯০৭-১৩ সাল অবধি এই নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৭ সালে। রিপোর্টরি নাম হচ্ছে ‘‘J.C. Ker : Political Trouble In India : 1907-1917 (Cal-cutta,1917)’’ । এখানে তিনি লিখছেন- (ক্রমশ)

এশিয়ার প্রথম মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গাঙ্গুলী

১৮ জুলাই ১৮৬১ সালে জন্ম ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় এর। এশিয়ার প্রথম মহিলা ডাক্তার এই বাংলা থেকেই হয়। এবছর তাঁর ১৬৩ তম জন্মদিন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে আজকের প্রতিবেদন) এশিয়ার প্রথম মহিলা চিকিৎসক মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। আর মেডিকেল কলেজ কলকাতা হচ্ছে এশিয়ার প্রথম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। এই মেডিকেল কলেজে মহিলা ছাত্র নেওয়া হতো না। মহিলাদের ডাক্তারি পড়ার কোনও অধিকার ছিল না। বাংলার গর্ভনরের বিশেষ অনুমতি নিয়ে কাদম্বিনী মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়তে শুরু করলেন। তিনি ডাক্তারি পরীক্ষা দিলেন। ছোটবেলা থেকেই কাদম্বিনী চিকিৎসক হতে চেয়েছিলেন। কলকাতা মেডিকেল জলেজে ভর্তি হলেন। সেখান থেকে চিকিৎসা বিদ্যায় পাশ করে বিদেশে ডাক্তারি পড়তে চলে গেলেন। সেখান থেকে তিনি ডাক্তারি পাশ করে কলকাতায় ফিরে এলেন। টিকিৎসা জগতে তিনি একটি মাইলস্টোন প্রতিষ্ঠা করে গেলেন। তারপর থেকেই মেডিকেল কলেজে মহিলারা ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেতে থাকে। তাঁর চিকিৎসক হওয়ার নেপথ্যে একটি কারণ রয়েছে। সেটা হচ্ছে তাঁর শিক্ষক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এর স্ত্রী ছিলেন খুবই অসুস্থ। পরে তিনি এক পুত্র রেখে পরলোকগমন করেন। তাঁর একটি পুত্র সন্তান ছিল। সেই পুত্র সন্তান ছিলেন খ ুবই রোগগ্রস্ত। প্রায় সময়ে দ্বরকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে সন্তানের স্বাস্থ্যের দিকে বেশি করে নজর দিতে হতো। তার ফলে তাঁর মহিলা শিক্ষা আন্দোলন সাময়িক ব্যাহত হতো। শিক্ষক দ্বারকানাথের কষ্টকে লাঘব করা জন্য কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তিনি চিকিৎসক হবেন এবং শিক্ষক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিবাহ করবেন। শিক্ষক দ্বারকানাথ এই বিবাহের ব্যাপারে একেবারে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু কাদম্বিনীর গোঁ এর কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন তিনি। তার ফলে চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়কে বিবাহ করতে বাধ্য হন। সেই সময়ে এই বিবাহ নিয়ে সারা কলকাতা একেবারে তোলপার হয়ে গিয়েছিল। বিচলিত হয়ে গিয়েছিল গোটা সমাজ। এই অসম বয়সী বিবাহকে রোধ করাতে সমাজ বহু প্রচেষ্টা করে। কিন্তু কোনও প্রচেষ্টা ফলপ্রসূত লাভ করেনি। বিবাহকে সমাজ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। যদি এই বিবাহ ব্রাহ্ম ধর্মমতে হয়েছিল। নারী মুক্তি নিয়ে

আন্দোলন যেমন বাংলার মহিলারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন পাশাপাশি আবার কবি সাহিত্যিক এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। বহু কবি সাহিত্যিক তখন তাদের রচনার মধ্যে দিয়ে নারী মুক্তির জয়গান গেয়ে গিয়েছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য হলেন কবি মাইকেল মধুসূদন। তিনি ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্য রচনা করে নারী মুক্তির জয়গান গাইলেন। নারী শক্তির জাগরণ ঘটালেন। ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’ রচনা করে তিনি ভারতীয় মহিলাদের শৌর্য কীর্তির প্রকাশ ঘটালেন। গিরিশ ঘোষ প্রথম মহিলা অভিনীত নাটক পরিবেশন করতে শুরু করলেন। ‘নটী বিনোদিনী’ বাংলার রঙ্গ মঞ্চে এসে উপস্থিত হলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব নারী মুক্তির জয়গান গেয়ে গিয়েছেন। রানী রাসমনির নাম অতি অবশ্যই করতে হয়। তিনি বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ সুসম্পন্ন করতে অর্থ দান করেন। রানী রাসমনি নারী শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের পাশে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং বিধবা বিবাহ প্রচলন করার ব্যাপরে সহমত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরের নামকে স্মরণ করতেনন। ব্রিটিশ শাসক লর্ড বেন্টিঙ্ক সেই সময়ে বাংলার সমাজ সংস্কারকদের পাশে গিয়ে উপস্থিত হন। মতিলাল শীলও এক সময়ে বিধবা বিবাহ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও নারী মুক্তিকে সমর্থন করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রও নারী মুক্তিকে সমর্থন করতে শুরু করেছিলেন। তঁর রচিত বহু উপন্যাসে নারীরা প্রধান চরিত্র রূপে উপস্থিত হতে থাকে। রানি স্বর্ণময়ী দেবীও নারী মুক্তি এবং শিক্ষা ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। আচার্য জগদীশ বসুর স্ত্রী অবলা বসুও নারী জাতির মুক্তির ব্যাাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তারপরে রয়েছেন মহিলা কবি কামিনী রায়। তিনি তো মহিলা কবি হিসাবে সেই সময়ে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। প্রিয়ংবদা দেবীও বাংলার উল্লেখযোগ্য মহিলা কবি ছিলেন। প্রথম দিকে মহিলারা কবি পদ্য লেখার ওপরে বেশি করে ঝোঁক দিয়েছিলেন। তারপরে মহিলারা গদ্য সাহিত্য রচনা করতে আগ্রহী হয়। মহিলা ক্রমশ মাথা উঁচু করে চলতে শেখার পর দেখতে পাওয়া গেল তারা বহু পত্রিকা সম্পাদনা করে প্রকাশ করতে শুরু করেছে। সেই সব পত্রিকাতে শুধু মহিলাদের লেখা থাকতো তা নয়, বহু পুরুষদের লেখায় সমৃদ্ধ থাকতো। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময়ে ঠাকুর বাড়ির অন্দর মহলে মহিলা শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যবস্থা গড়ে তুলে ছিলেন। বাংলার বহু পণ্ডিতেরা এসে উপস্থিত হয়ে ঠাকুর বাড়ির সেখানকার মহিলাদের শিক্ষা দান করতেন। নারী মুক্তি আন্দোলনকে আর সক্রিয় করতে তুলে যিনি এগিয়ে এসেছিলেন তিনি হচ্ছেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি বাগবজারে একটি মহিলা স্কুল নির্মাণ করেন। সেখানে মহিলাদের পাঠ দেওয়ার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। মহিলারা যাতে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে তার জন্য তিনি কুটির শিল্প এবং হস্ত শিল্পের ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছিলেন। তিনি কুটির শিল্প প্রশিক্ষণে মহিলারা যাতে অংশ গ্রহণ করে উপার্জন করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে সেই সময়কার বাজার উপযোগী পণ্য মহিলা যাতে ঘরে প্রস্তুত করতে পারে তার দিকে নজর দিতে শুরু করেন। মহিলারা যদি নিজস্ব শক্তিতে উপার্জন করতে পারে। পুরুষ শাসিত সমাজ এই সব রোজগেরে মহিলাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না এটা উপলব্ধি করেই কারিগরি শিক্ষা দেওয়ার গিকে অগ্রসর হয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। আবার বিদ্যাসাগর বহু বিবাহ রোধ করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এই বিষয়ে বেশি দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারেননি কারণ তখন তিনি গবির মানুষদের চিকিৎসা দেওয়ার দিকে নজর রাখতে শুরু করেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ওপরে বেশি করে জোর দিতে থাকেন। বিহারের (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড) কারমাটারে উপস্থিত হয়ে সেখ ানকার সাঁওতাল মানুষদের চিকিৎসা দিতে থাকলেন। বিদ্যাসাগর শেষ জীবনে চিকিৎসক জগতে হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন।

হেরিটেজ

জোড়াবাগান ট্রাফিক গার্ড ভবন

জোড়া বাগান ট্রাফিক গার্ড ভবন। হেরিজেট ভবন। ১৭ শতকের গোড়ার দিকে এই অঞ্চলে দুটি বাগানের মালিক ছিলেন গোবিন্দরাম মিত্র এবং উমির চাঁদ। তাঁরা বিশাল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। বিশাল এলাকা জুড়ে দুটি বাগান থাকার ফলে এর নাম হল জোড়া বাগান। জোড়াবাগান ট্রাফিক গার্ড ভবনচির মালিক ছিলেন ভাগ্যকুলের জমিদার বংশের রাজা জানকীনাথ রায় (১৮৪৮-১৯৪১)। এদের জমিদারি ছিল বর্তমানে বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার অন্তর্গত। ১৯৭০ সালে নকশাল আন্দোলনের সময় এটি কেন্দ্রীয় বাহিনীর বাসস্থান ছিল। জোড়াবাগান থানা ভবনটি থেকে বর্তমানে ১০২ শোবাভাজার স্ট্রিটের এই বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয় জোড়াবাগান ট্রাফিক গার্ড ভবনটি। লাল ইটের তৈরি ভবনটির সংস্কার করা হয়েছিল ২০২১ সালে। গোবিন্দরাম থেকে শুরু করে জানকীনাথ সুতানুটি গ্রামের জোড়াবাগান এলাকার ১৭ এবং ১৮ শতকে মধ্যমণি হিসাবে বিরাজ করতেন। ইঁনারা শুধু ব্যবসা করতেন তা নয়, দানধ্যানও করতেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে ইঁনাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। কুমোরটুলির মিত্র বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দরাম ছিলেন এই পথের পথ প্রদর্শক। তাঁকে বিষ নজরে দেখতেন কলকাতার কালেক্টর সাহেব হলওয়েল। তিনি গোবিন্দরাম সম্পর্কে বদনাম করতে শুরু করেন। ‘ব্ল্যাক ডেপুটি’ হয়ে হাতিয়ে নিয়েছেন লক্ষ লক্ষ টাকা বলে প্রচার করতে শুরু করেন সাহেব হলওয়েল। কিন্তু আম জনতা গোবিন্দরামকে সমর্থন করতো। পাঞ্জাবি উমিচাঁদ নুন ও আফিমের ব্যবসা করে প্রচুর টাকা করেন। কিন্তু তিনি সিরাজের বিরদ্ধে দাঁড়িয়ে সাহেবদের সাহায্য করেছিলেন? তবে রবার্ট ক্লাইভ তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছিলেন। লোকমুখে একটি ছড়া প্রচলন আছে-‘‘ গোবিন্দরামের ছড়ি / বনমালী সরকারের বাড়ী/ উমিচাঁদের দাড়ি / হুজুরিমলের কড়ি।’ বনমালি সরকারের একটি বিশাল বাড়িও আছে। তিনি বানেশ্বর শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। (কলকাতা পুলিশের সৌজন্যে)

সম্পাদক সমীপেষু

ইউক্রেন যুদ্ধ থামছে না কেন?

ইউক্রেন যুদ্ধ থামছে না কেন? বরং বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে রাশিয়ার সেনারা কিভ শহরের চারদিকে এসে উপস্থিত হয়েছে। রুশ বাহিনীকে রুখতে ইউক্রেন সেনারা আত্মঘাতী হামলা করতে শুরু করেছে। তার ফলে রাশিয়ার বিশাল ক্ষতিগ্রস্তের মুখে পড়ে গিয়েছে। কিন্তু পিছিয়ে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই রাশিয়ার বাহিনীর। মস্কো থেকে বলে দেওয়া হয়েছে যে কোনও উপায়ে কিভ দখল করতে হবে। কিভ মস্কোর চাই। অস্ত্র নামিয়ে রাখা চলবে না বলে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক আদেশ দিয়েছে। এদিকে রাশিয়া ভারি ক্ষেপনাস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করেছে। কিভ শহরে যেভাবে ইউক্রেন সেনারা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। তাকে ভাঙতে গেলে শক্তিশালী ক্ষেপনাস্ত্র প্রয়োজন বলে মনে করছে রুশ সেনারা। সেই কারণে তারা ক্ষেপনাস্ত্র ৪০০ ব্যবহার করতে পিছু পা হচেছ না। ইউক্রেনে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বারবার শান্তিপূর্ণ বৈঠকের কথা বলে চলেছেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট পুতিন সেই কথায় কান দিচ্ছেন না। কিন্তু কেন? বিশ্ব জুড়ে মানুষের প্রশ্ন সেখানেই।

অলোক বিশ্বাস, হাবরা, উত্তর ২৪ জ্বরগণা।

উত্তরবঙ্গে বন্যা নিয়ে ভুটান ও কেন্দ্রকে দুষলেন সেচমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৮ জুলাই ঃ কেন্দ্রীয় সরকার সদর্থক ভূমিকা নিচ্ছে না, ভুটানের সাথে কথা বলছে না। ভুটান অবৈজ্ঞানিক ভাবে পাহাড় কাটছে এবং সেখান থেকে জল এসে আলিপুরদুয়ার জেলার বিস্তর এলাকা বন্যা কবলিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার ভুটানের সাথে এই বিষয়ে কথা বলছে না। ভুটান সীমান্ত জয়গাঁতে বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে এসে একথা জানান রাজ্যের সেচমন্ত্রী। উত্তরের বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার আসেন সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। মঙ্গলবার প্রথমেই আলিপুরদুয়ার এক নম্বর ব্লকের জলদাপাড়া সংলগ্ন শালকুমারের সিসামারা নদীর বাঁধ পরিদর্শন করেন মন্ত্রী। তারপর সেখান থেকে কালচিনি ব্লকের উদ্দেশ্যে রওনা দেন মন্ত্রী। এদিন মন্ত্রী আলিপুরদুয়ার জেলার ভুটান সীমান্ত গোবরজদি সেতু, বাসরা নদী বাঁধ পরিদর্শন করেন। এদিন মন্ত্রী বলেন, ভুটান অবৈজ্ঞানিক ভাবে পাহাড় কাটছে আর জল ভুটান পাহাড় থেকে আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রবেশ করছে। ওদের কোনো পলিসি নেই ওদের জল কোথায় যাবে। ভুটান একটা রাষ্ট্র, ওদের সাথে কেন্দ্রীয় সরকার কথা বলতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ওদের সাথে কথা বলছে না। কোনো সদর্থক ভূমিকা নিচ্ছে না। এদিন আলিপুরদুয়ারে দাঁড়িয়ে সেচমন্ত্রী জানান, মানুষ যেসব জায়গায় সমস্যায় পড়েছেন সেগুলি চিহ্নিত করেছে প্রশাসন। কাজও শুরু হয়েছে। কোচবিহারের ৪৮টি জায়গার ক্ষতি হয়েছে। আলিপুরদুয়ারে ১৩টি জায়গা ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে। সেখানেও কাজ শুরু হয়েছে। সেচমন্ত্রীর কথায়, ভুটানের জল আলিপুরদুয়ারের উপর এসে পড়ে। এই সমস্যার কথা মুখ্যমন্ত্রী বহুবার কেন্দ্রকে জানিয়েছেন। কিন্তু কোনও উত্তর আসেনি। ভুটান না জানিয়েই জল ছাড়লে তার প্রভাব তো পড়বেই। এটা তো আর রাজ্যের বিষয় নয়। ভুটান আগে থেকে জানলে পদক্ষেপ করা যেত। কেমন করে মোকাবিলা করা হবে? মানুষের সাহায্যে সেচমন্ত্রী কিছু ব্যবস্থা করেছেন। তাই তিনি জানান, তাঁরা বৃষ্টি মাপার জন্য মেশিন বসাচ্ছেন। তবে বানারহাট এবং জলপাইগুড়ি খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। চাষবাসের তেমন ক্ষতি হয়নি। বেশ কিছু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পর্যাপ্ত ত্রাণ জেলাশাসকদের কাছে আছে। যা মানুষজনকে দেওয়া হবে। সাংবাদিক বৈঠক করে সেচমন্ত্রী বলেন, এখন হঠাৎ করে হড়পা বান এলে বিপদ হবে। জলমগ্ন এলাকাগুলিতে জল কমেছে। মানুষের সমস্যা থাকলে সেটা আমরা দেখছি। সব রিপোর্টই যাবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। এদিকে সেচমন্ত্রীর সমালোচনা করেছেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, আগে তো বামফ্রন্ট সরকারকে দোষারোপ করতেন। মুখ্যমন্ত্রী বলতেন, ম্যান মেড বন্যা। এখন তো তাঁরাই সরকারে আসীন। আর উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি সামলাতে ব্যর্থ। এখন আবার কেন্দ্রীয় সরকার ও ভুটান সরকারের উপর দোষ চাপাচ্ছেন।

নিজের বাড়িতে বোমা মারার ষড়যন্ত্র

গ্রেফতার সিপিএম প্রার্থী ও কর্মী

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৮ জুলাইঃ ভোটের আগে জামালপুর ব্লকের উত্তর মোহনপুর নিবাসী সিপিএমের প্রার্থী দম্পতি সুশান্ত মন্ডল ও দেবিকা দেবনাথ অভিযোগ করেছিলেন তাদের বাড়িতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বোমা ফেলে তাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। অভিযোগ পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় জামালপুর থানার পুলিশ এবং তারা ২টি তাজা বোমা উদ্ধার করে সেখান থেকে। এরপর তদন্তে নামে জামালপুর থানা। সেই তদন্ত করতে গিয়ে তারা রাম সরকার নামে এক সন্দেহভাজন ফুচকা বিক্রেতার উপর নজর রাখে এবং সূত্র মারফত কিছু তথ্য পেয়ে তাকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরবর্তী দিনে থানায় দেখা করতে বলে। ওই ফুচকা বিক্রেতাও একজন সিপিএম কর্মী। জামালপুর পুলিশের দাবী, তাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময়ই সে স্বীকার করে যে ওই বোমা সে ফেলেছিল সিপিএমের প্রার্থী সুশান্ত মন্ডল ও দেবিকা দেবনাথের নির্দেশে। ভোটে জিততে মানুষের সহানুভূতি আদায় ও শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে কোনঠাসা করতেই তারা এই ষড়যন্ত্র করেছিল। ঘটনার দিন রাতে এলাকার দোলেরডাঙ্গায় সিপিএমের পার্টি অফিস সন্নিহিত অঞ্চলে রাত্রিকালীন একটি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা চলছিল। রাম ওখানে ফুচকা বিক্রি করছিল। সেই সময়েই তার কাছে বোমাগুলি পৌঁছে দেন সুশান্ত বাবু। সে বাড়ি ফিরে আসার সময় দুটি বোমা তাদের দরজার সামনে রেখে একটি বোমা ফাটিয়ে নিজের বাড়িতে ঢুকে যায়। এই সমস্ত কথা সে পুলিশি জেরায় স্বীকার করেছে বলে জামালপুর থানা সূত্রে জানা যায়। বোমা ফাটার ঘটনায় সিপিএমের প্রার্থী পক্ষে জামালপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগও করা হয়। তারই ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ রাম সরকারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গ্রেফতার করে তাকে আদালতে তুলে ১০দিন তাদের হেফাজতে চাইলে আদালত তাকে ৭ দিন পুলিশি হেফাজতে দেয়। যদিও এই বিষয় নিয়ে মুখে কুলুপ সিপিএম ব্লক নেতৃত্বের। তারা এটি বিচারাধীন বলে মন্তব্য করতে চান নি। এদিকে এই ঘটনায় সিপিএমকে তীব্র আক্রমণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। জামালপুরের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান জানিয়েছেন, ঘটনা ঘটার সময়ই তিনি বলেছিলেন এটি সিপিএমের সাজানো ঘটনা। এখন সেটা প্রমাণ হয়ে গেলো। কিন্তু এত সন্ত্রাসের আবহ তৈরি করেও তাদের লাভের লাভ কিছুই হয় নি। মানুষ তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আমরা চাই এই দলটির ও তাদের নেতাদের ন্যূনতম লজ্জা বলে কিছু নেই। তিনি চান অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের পুলিশ গ্রেফতার করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করুক। পুলিশ-প্রশাসনের প্রতি তাদের আস্থা আছে বলে তিনি জানান। সিপিআইএমের প্রাক্তন বিধায়ক সমর হাজরাও এ বিষয়ে প্রাথমিক কোনো প্রতিক্রিয়া না দিয়ে তিনি জানান, দল ভালোভাবে পর্যালোচনা করে তারপর তারা বক্তব্য দেবেন। সিপিএম নেতা সুকুমার মিত্র বিচারাধীন বিষয় বলে এড়িয়ে গেলেও তিনি বলেন, এই ধরনের কোনো ঘটনা কেউ ঘটালে দল তার পাশে থাকবে না। সুশান্ত মন্ডল ও দেবিকা দেবনাথ দলের সেভাবে কেউই নাকি গুরুত্বপূর্ণ নয়। দল পঞ্চায়েতে সাধারণ মানুষকে গুরুত্ব দিয়ে প্রার্থী নির্বাচন করেছিলো। তবে তারা সিপিএম কর্মী সেটা তিনি স্বীকার করে নেন। এদিকে ফুচকা বিক্রেতা রাম সরকারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিপিএমের প্রার্থী সুশান্ত মন্ডলকে গ্রেফতার করে জামালপুর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার তাকে ডাক্তারি পরীক্ষার পর নিজেদের হেফাজতে নিতে চেয়ে আদালতে পেশ করা হয়।

বিজেপি নেতার বাড়ি ভস্মীভূত

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ১৮ জুলাই ঃ রাজনৈতিক হিংসার জেরে ফের একবার খবরের শিরোনামে পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরি। সোমবার দুপুরে তৃণমূল কর্মীর গায়ে আগুন লাগানোর ঘটনার পর রাতে বিজেপি কর্মীর বাড়ি পোড়ানোর অভিযোগ। ঘটনা খেজুরির টিকাশি এলাকার। বিজেপির স্থানীয় মণ্ডল সহ সম্পাদক গোপাল পালের বাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল। তবে লাভ হয়নি। এই ঘটনায় তৃণমূলের দিকে অভিযোগের আঙুল বিজেপির। আক্রান্ত গোপালবাবুর দাবি, এলাকায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে তৃণমূলের এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে। ওদিকে সেই ঘটনার দায় এসে পড়ে বিজেপি ঘাড়ে। সোমবার গভীর রাতে পেশায় ব্যবসায়ী গোপালবাবুর বাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। খবর যায় দমকলে। কিন্তু ততে কোনও লাভ হয়নি। খড়-মাটির বাড়ি মুহূর্তে ভস্মীভূত হয়ে যায়। বিজেপির দাবি, গোপালবাবুর বাড়িতে আগুন দিয়েছে তৃণমূলের লোকেরা। ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই এলাকায় বেলাগাম সন্ত্রাস চালাচ্ছে তারা। এলাকা থেকে বিরোধীদের উৎখাত করতে তারা এই কাজ করেছে। পাল্টা তৃণমূলের দাবি, এই অগ্নিকাণ্ডে তাদের হাত নেই। দুর্ঘটনাবশত আগুন লেগে থাকতে পারে। রাজনৈতিক হিংসার পরিবেশের সুযোগ নিয়ে তাদের ঘাড়ে দায় ঠেলা হচ্ছে। সোমবার দুপুরে এই টিকাশি গ্রাম পঞ্চায়েতের কলনদান এলাকায় জমি বিবাদের জেরে তৃণমূলকর্মী নরেন্দ্রনাথ মাজিকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। তৃণমূলের দাবি, হামলায় জড়িত বিজেপি। তার পর কয়েক ঘণ্টা কাটতে না কাটতে ভস্মীভূত হয়ে গেল বিজেপি নেতার বাড়ি। তদন্ত শুরু করেছে খেজুরি থানার পুলিশ।

কলেজ ছাত্রীকে হেনস্থা করার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ জুলাই ঃ সোমবার বিকেলে কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন শীউলি হেমব্রম নামে ওমেন্স কলেজের এক ছাত্রী। বাড়ি ফিরতে তিনি একটি বেসরকারি বাসে উঠেছিলেন। কিন্তু বেসরকারি বাসের কন্ডাক্টর কিছুতেই স্টুডেন্ট ভাড়া নিচ্ছিলেন না। এই নিয়ে বচসা হয়। ছাত্রীটি কন্ডাক্টরকে জানান স্টুডেন্ট ভাড়া নেওয়ার নিয়ম রয়েছে। এর পর ক্ষুব্ধ হয়ে বাস কন্ডাক্টর নির্দিষ্ট স্টপেজে না নামিয়ে অনেক দূরে একটি ফাঁকা জায়গায় নামিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে ছাত্রীটি কোনও গাড়ি না পেয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরে সব কথা পরিবারের লোকেদের জানান। এরপরই ক্ষুব্ধ পরিবার সহ গ্রামবাসী মানুষজন মঙ্গলবার কেন্দুপুকুরে পথ অবরোধ করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে আলোচনা করে অবরোধ তুলে দেয়।

ভূমি সম্মান লাভ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৮ জুলাই ঃ ভূমি সম্মানে ভূষিত হল বাঁকুড়া। জেলার ভূমি সংক্রান্ত সমস্ত নথি ডিজিটালাইজড করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে এই সম্মান। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনের প্রেরিত সদস্যদের হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেন। এই সম্মান প্রাপ্তিতে জেলা শাসককে রাধিকা আইয়ার ভূমি দফতরের সমস্ত কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। গত বৎসর কেন্দ্রীয় সরকার দেশের সমস্ত ভূমির যাবতীয় তথ্য ডিজিটালাইজড করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই মোতাবেক সমস্ত জেলাকে এই কাজ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেন। এই কাজে দেশের ৭৫টি জেলা সফল হয়। সেরা হিসেবে প্লাটিনাম, সোনা ও রূপা এই তিন বিভাগ পুরস্কৃত হয়। সফলতার নিরিখে ৯৯ শতাংশ সফল প্লাটিনাম, ৯৫ শতাংশ ও তদুর্ধ সোনা এবং ৯০ শতাংশ ও তদুর্ধ রূপা নির্ধারিত হয়। বাঁকুড়া জেলা ১০০ শতাংশ সফল হওয়ার নজির সৃষ্টি করে। বাঁকুড়া জেলা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া প্লাটিনাম সম্মানে ভূষিত হয়।

নতুন উপাচার্য

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১৮ জুলাই ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নিলেন দেবব্রত মিত্র। তিনি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। মঙ্গলবার দুপুরে তিনি বালুরঘাটে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসে এসে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যেখানে নতুন উপাচার্যের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার পঙ্কজ কুণ্ডু সহ অন্য অধ্যাপকরা। তাঁরা নতুন উপাচার্যকে সংবর্ধনা জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব অচলাবস্থা রয়েছে তা খতিয়ে দেখে কাজ করার আশ্বাস দিয়েছেন দেবব্রতবাবু। জানা গিয়েছে, প্রায় ৪ মাস উপাচার্যহীন ছিল দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলা ভাগ নয়

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই ঃ বাংলা ভাগের বিরোধিতা করে বৃক্ষ প্রতিবাদ মিছিল আয়োজন করল আমরা বাঙালি সংগঠন। মঙ্গলবার দুপুরে শিলিগুড়ির প্রধান ডাকঘরের সামনে থেকে এই প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এই মিছিল থেকে বাংলা ভাগের বিরোধিতা করা হয়। আমরা বাঙালি সংগঠনের অভিযোগ, উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য কিংবা কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়ে বাংলাকে ভাগ করার চক্রান্ত করা হচ্ছে এরই বিরোধিতা করে এদিনের এই বিক্ষোভ মিছিল বলে জানা যায়।

e-Tender Notice

P.O-cum-DWO, BCW & TD, Purulia invites e-tender of 2023-24.

NIT NO.	Tender Id	End date
NIT-3(e)	2023_DM_548141_1	25.07.2023
NIT-2 (e) (4th Call)	2023_DM_548113_1	01.08.2023

Details may be seen on website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-P.O-cum-D.W.O.
B.C.W, Purulia

শ্লীলতাহানির দায়ে গ্রেফতার চিকিৎসক

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১৮ জুলাই ঃ এক দু'জন নয়, পরপর পাঁচজনকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ! তার মধ্যে আবার একজন নাবালিকাও রয়েছে। একই দিনে রোগী দেখার সময় ৫ জনকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠলো এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। পুলিশ অভিযুক্ত চিকিৎসককে গ্রেফতারও করেছে। শুরু হয়েছে বিভাগীয় তদন্তও। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। অভিযোগ, হাসপাতালে কর্মরত মেডিসিন বিভাগের এক চিকিৎসক এমন কাজ করেছেন। সোমবার গভীর রাতে শালবনী থানার পুলিশ অভিযুক্ত চিকিৎসককে গ্রেফতার করে। ধৃতের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি সহ পকসো আইনে মামলাও রুজু করেছে পুলিশ। পুলিশ ও রোগীর পরিজন সূত্রে জানা যায়, ফিমেল মেডিসিন ওয়ার্ডে সোমবার সকালে রাউন্ডে গিয়েছিলেন ওই চিকিৎসক। তখনই এক নাবালিকা সহ আরও ৪ জন মহিলাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। বিষয়টি জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন রোগী ও তাঁদের পরিজনেরা। শালবনী থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। তারপরই পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। হাসপাতালের বিএমওএইচ স্বর্ণালী দাস বলেন, তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা স্বাস্থ্য দপ্তর নেবে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সৌম্যশঙ্কর ষড়ঙ্গী বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পরেই তিনজনের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটিতে ডেপুটি সিএমওএইচ ১, ২ এবং নার্সিং হেলথ অফিসার রয়েছেন। বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে জেলার পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার বলেন, শ্লীলতাহানির অভিযোগে সোমবার গভীররাতে গ্রেফতার করা হয়েছে ওই চিকিৎসককে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

একুশের প্রস্তুতিসভা

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ১৮ জুলাই ঃ ২১ শে জুলাইকে সামনে রেখে হলদিয়া পুরসভার ২৫ নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো প্রস্তুতি সভা। সভায় উপস্থিত ছিলেন তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সদস্য অর্নব দেবনাথ, ২৫ নং ওয়ার্ড সভাপতি দেবপ্রসাদ বিষয়ী, সহ-সভাপতি শঙ্কর প্রসাদ ভূঞ্যা, ওয়ার্ড যুব কনভেনার বিশ্বজিৎ মন্ডল, বঙ্গজননী বাহিনীর যুগ্ম কনভেনার আরতি মাইতি, তৃপ্তি আঢ্য, ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নেতৃত্ব বানেশ্বর রাজ, সেক সামিম-সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। অর্নব দেবনাথ ২১ জুলাই শহীদ দিবস সম্পর্কে সকলের সামনে বক্তব্য তুলে ধরেন এবং ২১ শে জুলাই কলকাতায় শহীদ দিবসে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএলটি-১২৫-ডব্লুপি-ওটি-০৫-২৩, তারিখঃ ১৮.০৭.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং. ইএলটি-১২৫-ডব্লুপি-ওটি-০৫-২৩-এর পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **স্থান সহ কাজের নাম:** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনে বিভিন্ন শাখায় ট্র্যাক নবীকরণ কাজ সম্পর্কিত [illegible] ব্যবস্থা। **কাজের আনুমানিক ব্যয়:** ১,৭১,৮৭,৬১৬ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে:** ২,০৫,৯০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য:** শূন্য, **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমা:** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ২৪ (চব্বিশ) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়:** ০৯.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টা। **টেন্ডার খোলা:** টেন্ডার বন্ধের পরে যে কোনও সময় টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য টেন্ডারদাতারা **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।

HWH-164/2023-24

পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TARAKESWAR MUNICIPALITY
P.O. – TARAKESWAR * DIST. – HOOGHLY**

Memo No. Adm/1C-23/173 **Dt. 18.07.23**

NOTICE

This is to notify that Tarakeswar Municipality approved SWM Bye-Law (Municipality Solid Waste Management Bye-Law, 2023) on 17.02.23 as draft resolution. The Municipality is hereby inviting public opinion regarding SWM Bye-Law (Municipality Solid Waste Management Bye- Law, 2023) in writing with 15 day's timeline from 19 th July 2023 to 2 nd August 2023. After resolving all the concerns received from the public within the stipulated time period the BOC of the Municipality will finally adopt and passed the SWM Bye-Law (Municipality Solid Waste Management Bye-Law, 2023) resolution.

Sd/-Chairman
Tarakeswar Municipality

Office of the Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity
MASHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 07-PS/Ch1/2023-24 dt: 18/07/2023.** Last Date of Bid Submission: **01/08/2023, 11.00Hrs.** Date of Opening: **03/08/2023, 11.00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Executive Officer, Mashat, Hooghly. Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Chanditala-I Panchayat samity

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP at the "Dhanadhanya Auditorium", Alipore, Kolkata on 24-07-2023 in c/w "Mahanayaker Smarane- Uttam Kumar Award Ceremony 2023" (Primary Internet Feed)". **[Job No. KIT/RW/053 of 23-24]. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-036/KIT/Q of 23-24).** Bid Submission Closing : **21.07.2023 up to 03.00 PM.** 2. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP at the "Dhanadhanya Auditorium", Alipore, Kolkata on 24-07-2023 in c/w "Mahanayaker Smarane- Uttam Kumar Award Ceremony 2023" (Secondary Internet Feed)". **[Job No. KIT/RW/054 of 23-24]. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-037/KIT/Q of 23-24).** Bid Submission Closing : **21.07.2023 up to 03.00 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-Executive Engineer,
PWD, Kolkata IT Division

SBI

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি বিধাননগর শাখা, কোড নং ঃ ১৫৭৪৫
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত আধিকারিকের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ জয়ন্ত কুমার ভৌমিক, **e-mail ID :** sbi.15745@sbi.co.in মোবাইল নং ঃ +৯১৯৬৭৪৭১০৮১৬

(দেখুন বন্দোবস্ত ধারা ৮(৬) ও ধারা ৯(১)) বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ে

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ সুদ নিরাপত্তা আইন, ২০০২ সঙ্গে পড়তে হবে বন্দোবস্ত ধারা ৮(৬) ও ধারা (১) সুদ নিরাপত্তা (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২।

তারিখ ও সময় ই-নিলামের ঃ তারিখ ঃ ০৩.০৮.২০২৩।

সময় ঃ ২৪০ মিনিট সকাল ১১.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৩.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। প্রতি দরের ক্ষেত্রে সীমাহীন বর্ধিত ১০ মিনিট।

দর-পূর্ব ইএমডি জমা করার শেষ তারিখ ঃ ''আগ্রহী দরদাতারা জমা করতে পারেন দর-পূর্ব ইএমডি এমএসটিসি-তে ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার পূর্বে। দর-পূর্ব ইএমডি ক্রেডিট প্রদান করা হবে দরদাতাদের কেবলমাত্র এমএসটিসি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রদানের রিসিপ্ট পাওয়ার পর এবং তা আপডেট করার তথ্যাবলী ই-নিলাম ওয়েবসাইটে। ব্যাঙ্কের পদধিতি অনুসারে এই কাজে কিছু সময় লাগতে পারে এবং দরদাতারা, নিজেদের আগ্রহে তা করবেন, তাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে জমা করতে দর-পূর্ব ইএমডি রাশি জমা করতে অগ্রিম শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়ানোর জন্য।''

এতদ্বারা জনস্বার্থে এবং বিশেষভাগে গ্রাহক এবং জামিনদারদের সূচিত করা যায় যে নিম্নবর্নিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী/ দায়বদ্ধ রয়েছে সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে, যার শারিরীক অধিগ্রহণ করেছেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র অনুমোদিত আধিকারিক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত ঋণদাতা, যা বিক্রয় করা হবে **''যেখানে রয়েছে''**, **''যাকিছু রয়েছে''**, এবং **''সেখানে যাকিছু রয়েছে''** ভিত্তিতে ০৩.০৮.২০২৩ তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকায় পুণরুদ্ধার করতে টাকা. ২১,৭১,১৫৮.০০ ১৮.০৭.২০২৩ তারিখে সঙ্গে সুদ এবং এবং পরবর্তী ব্যয় যা বকেয়া রয়েছে সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে **মে. এ সি এন্টারপ্রাইজ, মালিক ঃ অরূপ কুমার চক্রবর্তী (অ্যাকা. নং. ৩২২৫০২৫৪৬৫৫)।**

সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময় ঃ ৩১.০৭.২০২৩। সময় সকাল ১১.০০ ঘটিকা থেকে দুপুর ২.০০ ঘটিকা।

ক্র. নং.	স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষুদ্র বিবরণ সঙ্গে জ্ঞাত দায় সহকারে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না মূল্য
১	মূল সম্পত্তি (বাগান জমি) পরিমাপ ০৯.০৫ ডেসিমেল বা ০৫ কাঠা ০৮ ছটাক সঙ্গে সমস্ত ব্যবহারিক অধিকার যা রয়েছে মৌজা-হানসিয়া, জেএল নং. ২৪, তৌজি নং.০৩, খতিয়ান নং. ১, এলআর খতিয়ান নং. ১৭০, আরএস ও এলআর দাগ নং.-১৯৪, চড়কতলা মোড়া, পোস্ট-শ্যামনগর, থানা-জগদ্দল, অধীন কাউগাছি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩১২৭। **মালিক ঃ শ্রী অরূপ কুমার চক্রবর্তী (মালিক)। অধিগ্রহণের ধরণ ঃ শারিরীক**	টাকা. ২৬,২৫,০০০.০০	টাকা. ২,৬২,৫০০.০০
		দর বর্ধিত রাশি ঃ ১০,০০০.০০	

বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী বিক্রয়ের, জানতে দয়াকরে দেখুন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া প্রদত্ত লিংক, সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট -**https://www.sbi.co.in** ও ই-নিলাম পদ্ধতি পরিচালনা, দয়াকরে দেখুন মে. এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিংক **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** ও-**https://tenders.gov.in**।

তারিখ ঃ ১৯.০৭.২০২৩,
স্থান ঃ কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি বিধাননগর শাখা, কোড নং ঃ ১৫৭৪৫, জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/ ১৬, ভি.আই.পি. রোড, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৫৪

গাড়ির ই-নিলাম ইবিক্রয় পোর্টালে

অনুমোদিত আধিকারিকের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ জয়ন্ত কুমার ভৌমিক, **e-mail ID : sbi.15745@sbi.co.in** মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৭১০৮১৬

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি (দেখুন বন্দোবস্ত ধারা ৬(২)

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ সঙ্গে পড়তে হবে বন্দোবস্ত ধারা ৬(২) নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২।

তারিখ ও সময় ই-নিলামের ঃ তারিখ ঃ ২৬.০৭.২০২৩

সময় ঃ ৩০০ মিনিট সকাল ১১.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত সীমাহীন বর্ধিত ৫ মিনিট সময় প্রতি দরের ক্ষেত্রে।

দর-পূর্ব ইএমডি জমার শেষ তারিখ ঃ ''আগ্রহী দরদাতারা জমা করতে পারবেন দর-পূর্ব ইএমডি এমএসটিসি-তে ই-নিলাম বন্ধের পূর্বে। দর-পূর্ব ইএমডি জমার ক্রেডিট দরদাতারা পাবেন এমএসটিসি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মূল্যপ্রাপ্তির পর এবং ওই তথ্য ই-নিলাম ওয়েবসাইটে আপডেট হওয়ার পর। ব্যাঙ্কের পদ্ধতির জন্য এই ক্ষেত্রে কিছুটা সময় লাগতে পারে এবং দরদাতাদের নিজেদের আগ্রহ হেতু, পরামর্শ দেওয়া যায় দর-পূর্ব ইএমডি রাশি জমা করতে আগে থেকে শেষ মুহূর্তের সমস্যা থেকে বিরত থাকতে।''

পরিদর্শনের তারিখ ঃ ২৫.০৭.২০২৩

ক্র. নং.	সম্পত্তির আইডি	গাড়ির বিবরণ	নির্মান	বাজেয়াপ্ত তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য
১	এসবিআইএন৩৭৩২৫০৭৭৫৬৩আর	হুন্ডাই এক্সসেন্ট, ডব্লুবি২৫এইচ২৩৪৬	২০১৭	২২.০২.২০২০	৬৬০০০
২	এসবিআইএন৩৬৪৯৬৯০৮৩৭৩এস	ফোর্ড ফিগো অ্যাস্পায়ার, ডব্লুবি২৫জি৫৪৯১	২০১৭	১৯.১২.২০২০	৮৫০০০
৩	এসবিআইএন৩৬৩৭২৬৬৬১৮৫টি	ফোর্ড ফিগো অ্যাস্পায়ার, ডব্লুবি০৪এইচ০২০৯	২০১৬	২৯.০৭.২০২১	১২৮০০০
৪	এসবিআইএন৩৬৫৪৪৯৯৮৪০১বি	মারুতি সুইফট ডিজায়ার ট্যুর, ডব্লুবি২৫জি৫৬২১	২০১৭	২৭.০৬.২০২২	২০০০০০
৫	এসবিআইএন৩৬৭০৬৬৪২৯৪১জে	অল্টো ৮০০ এলএক্সআই, ডব্লুবি২৫জি৬৪৯৭	২০১৭	২৮.০৭.২০২২	৯৯০০০
৬	এসবিআইএন৩৬৩১৪২৮৮০০৯এস	টাটা ইন্ডিগো ইসিএস ডব্লুবি৮৯২০২৩	২০১৬	০২.০৮.২০২২	১৫২০০০
৭	এসবিআইএন৩৬৭৩০৯৯০৪০৯এ	হুন্ডাই এক্সসেন্ট, ডব্লুবি০৭জে৪০৪০	২০১৭	১২.১২.২০২২	১২০০০০
৮	এসবিআইএন৩৭৪৪৩৭৬৮৮১৬বি	ফোর্ড ফিগো অ্যাস্পায়ার, ডব্লুবি২৫এইচ২৯২১	২০১৭	২০.০৪.২০২৩	২৩৫০০০
৯	এসবিআইএন৩৬৪৫৮৬৮৪০৮৪এ	ফোর্ড ফিগো অ্যাস্পায়ার, ডব্লুবি০৪এইচ০২২৯	২০১৭	২১.০৪.২০২৩	২১৩০০০
১০	এসবিআইএন৩৭২৭৪১২২১৮৩আর	হুন্ডাই এক্সসেন্ট, ডব্লুবি১৯জে২০০৬	২০১৭	০৪.০৪.২০২৩	২৩৫০০০
১১	এসবিআইএন৩৭২২১১৩৭২৮২টি	হুন্ডাই এক্সসেন্ট, ডব্লুবি২৫এইচ০৮৭৫	২০১৭	০৬.০৪.২০২৩	২৩৫০০০
১২	এসবিআইএন৩৭৭৪৩৫৬০৩৫১আর	হুন্ডাই ইওন, ডব্লুবি২৫এইচ৭২৪৮	২০১৮	২২.০৪.২০২৩	১৬৫০০০
১৩	এসবিআইএন৩৮১৭৫১৯৮৫৮৯এস	হুন্ডাই এক্সসেন্ট, ডব্লুবি২৫জে৩১৭৪	২০১৯	০৪.০৫.২০২৩	২৫৭০০০
১৪	এসবিআইএন৩৭০৯৭৩৪৪৪৮০টি	হুন্ডাই এক্সসেন্ট, ডব্লুবি২৩ই২২৭৮	২০১৭	০৫.০৫.২০২৩	২৫৭০০০
১৫	এসবিআইএন৩৭১০৭৫৯১৩৯৬এস	সুইফট ডিজায়ার ট্যুর এস, ডব্লুবি২৩ই২৫৯০	২০১৭	০৫.০৬.২০২৩	৩৫০০০০
১৬	এসবিআইএন৩৭৪৪৪৭৪৫৮৮৭এম	ফোর্ড ফিগো অ্যাস্পায়ার, ডব্লুবি২৫এইচ৩২৬৭	২০১৭	১২.০৫.২০২৩	১৪০০০০
১৭	এসবিআইএন৩৭৩৭৫৮১৭৬৪৭পি	সুইফট ডিজায়ার ট্যুর এস, ডব্লুবি০৭জে৫২৭০	২০১৭	১৪.০৬.২০২৩	৩৫০০০০
১৮	এসবিআইএন৩৭৬৪৪৫৬৩৮০৯পি	সুইফট ডিজায়ার ট্যুর এস, ডব্লুবি০৭জে৫৮০৩	২০১৮	১৬.০৬.২০২৩	৩২৫০০০
১৯	এসবিআইএন৩৭৭৬৭১৮৬২৯৫পি	হুন্ডাই এক্সসেন্ট, ডব্লুবি০৭জে৬২২৮	২০১৮	১৬.০৬.২০২৩	২৪০০০০
২০	এসবিআইএন৩৬১৯২৬৫২৯৯৩বি	সুইফট ডিজায়ার ট্যুর ডিজেল, ডব্লুবি২৫জি৩৭৯১	২০১৬	১৭.০৬.২০২৩	২৫০০০০
২১	এসবিআইএন৪০০৫৬৩০১৬১৮এস	টাটা ইন্ডিগো ইসিএস, ডব্লুবি২৫এফ২৫৭৬	২০১৬	২২.০২.২০১৭	৪৫০০০
২২	এসবিআইএন৩৬৫২১৪৪১৭৯৮এস	ফোর্ড ফিগো অ্যাস্পায়ার, ডব্লুবি২৫জি৫৮৯২	২০১৭	২৪.০৪.২০২৩	২৪০০০০
২৩	এসবিআইএন৩৭৫৪৫৯৭২৮০৩এস	টাটা জেস্ট এক্সই কিউজেইটি, ডব্লুবি০৭জে৫৪৯৯	২০১৮	২১.০৪.২০২৩	১৫৫০০০

বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী বিক্রয়ের, জানতে দয়াকরে দেখুন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া প্রদত্ত লিংক, সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট - **www.sbi.co.in** ও ই-নিলাম পরিচালনার প্রক্রিয়া জানতে দয়াকরে দেখুন মে. এমএসটিসি লি. লিংক ঃ **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp**

তারিখ ঃ ১৯.০৭.২০২৩,
স্থান ঃ কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং. ডিসিএম /পার্ক/ই-অকশন/২০২৩, তারিখঃ ১৮.০৭.২০২৩, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, [illegible] কলকাতা-৭০০ ০১৪ নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী শিয়ালদহ ডিভিশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ প্রকাশিত হয়েছে। [illegible] অকশন শুরুঃ ২৫.০৭.২০২৩ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট। সম্ভাব্য বিডদাতাদের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

SDAH-114/2023-24

পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং-জেএইচএস/ ডে. সিএমএম/২০২৩-২৪/১২ তারিখ ১৫.০৭.২০২৩

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডেপু. চিফ মেটিরিয়াল ম্যানেজার, সাধারণ স্টোর ডিপো, ঝাঁসি আহ্বান করছেন উল্লেখিত ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার।

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	কাজের নাম	পরিমান
১	৫১২৩৫৩৮৯	যোগান এবং স্থাপন ০১টি পিসি বোর্ড এলএসটিএমএজি৫০ (পিসিবি কার্ড) পার্ট নং. ৪০৭১১৩৪.জেড ট্রান্স স্টিল ৫০০০ ফোর্নিস নির্মাতা এমআইজি / এমএজি ওয়েল্ডিং মেশিনের জন্য উপযুক্ত। নির্মাতা-ফোর্নিস বা সমমানের।	০১টি

টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ১১.০৮.২০২৩, ইএমডি ঃ শূন্য, দ্রষ্টব্য ঃ ১. সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্যাবলী উপরোক্ত ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডারের পাওয়া যাবে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে www.ireps.gov.in। **(২)** ই-দরপত্র ছাড়া অন্য কোন দরপত্র গ্রহণযোগ্য নহে উপরোক্ত টেন্ডারের ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে, ঠিকাদারদের অনুরোধ নিজেদের রেজিস্টার করাতে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ডিজিটাল সিগনেচার শংসাপত্র সহকারে যা জারি করবে সিসিএ অধীন আইটি আইন ২০০০। **(৩)** দর আর্থিক পাতায় উল্লেখ থাকতে হবে এবং তা স্বাক্ষরিত থাকতে হবে তাহাই কেবল বিবেচিত হবে এবং অন্য কোন ধরণের আর্থিক সংযুক্তি অন্য যে কোন ফর্ম / চিঠিতে যদি সংযুক্ত থাকে তাহলে তা সরাসরি বাতিল হবে এবং বিবেচিত হবে না। **(৪)** সংযুক্ত করা নথিপত্রের ওপর স্বাক্ষর থাকতে হবে।

1124/23 FA

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @northcentralrailway @CPRONCR

চ্যাম্পিয়ান কমার্শিয়াল কো. লিমিটেড

রেজিস্টার অফিস ঃ পি-১৫, নিউ সি.আই.টি. রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৭৩
কর্পোরেট অফিস ঃ ৩০৫, অ্যাম্বাসি সেন্টার, নরিম্যান পয়েন্ট, মুম্বাই-৪০০০২১
CIN : L51909WB1982PLC034891

বিজ্ঞপ্তি

বার্ষিক সাধারণ সভা

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় **৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা 'চ্যাম্পিয়ান কর্মাশিয়াল কো. লিমিটেড'** কোম্পানির সদস্যদের অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার ১১ আগস্ট, ২০২৩ বেলা ০২.৩০ ঘটিকায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/ অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম), আলোচনার বিস্তারিত রয়েছে নোটিসে তারিখ ২৯ মে, ২০২৩। আমরা সম্পূর্ন করেছি বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩ বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিস মেল করা।
আরও জ্ঞাত করানো যায় যে অনুসারী ধারা ৯১ কোম্পানি আইন,২০১৩, সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক কোম্পানির বন্ধ থাকবে ০৯ আগস্ট, ২০২৩ থেকে ১৪ আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ)।
যদি কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে সদস্যরা দেখতে পারেন-http://www.championcommercial.in/investors পরিবর্ত হিসাবে, সদস্যরা যোগাযোগ করতে পারেন বোর্ড / কোম্পানি সচিবের সাথে-investor.relations@singhaniagroup.com এবং-www.championcommerceial.in।

চ্যাম্পিয়ান কমার্শিয়াল কো. লিমিটেড-এর পক্ষে
বোর্ডের পরিচালনবর্গের আদেশানুসারে
গৌরব সিংঘানিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 01186568

স্থান ঃ মুম্বই
তারিখ ঃ ১৯ জুলাই, ২০২৩

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **D.G. (Mechanical)/Roads, KMC** invites online Quotation in two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/ASPH/P.B./SAB-Q2/2023-24
Name of work : **Manufacturing & fitting, fixing of Drum driving sprockets with shaft for DM-50 plant at Asphaltum Deptt., Palmer Bazar**; Estimated Cost : **Quotation**; Earnest Money : ₹ **10,000/-**; Period of Completion : **15 Days**; Last date and time of submission of bid : **31.07.2023 upto 1 pm**; Bid opening date and time for technical proposal : **02.08.2023 at 1 pm**; The bid forms and other details are available on and from **17.07.2023 (6 pm)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Deputy Chief Engineer (M)/SCD, KMC** invites e-tender online item rate bid system for the following work :
NIT No. : KMC/SCD(N)/2023-24/08
Name of work : **Overhauling & repairing of damaged spare parts and servicing of jetting machine No. WB-03C-0381 of S.C.D. (North)**; Estimated Value of Tender : **NA**; Period of Completion : **14 Days**; Last date & time of submission of bid : **27.07.2023 (2 pm)**; The bid forms and other details will be available on and from **20.07.2023 (9 am)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **D.G. (Bustee), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/EEBS/HQ/XIII/116/23-24/075 (1st Call)
Name of work : **Construction of bustee sanitary latrines at B.L. Saha Road and its surrounding bustee area in Ward No. 116, Br.-XIII**; Estimated Amount : ₹ **2,75,941.76 (Incl. GST & LWC)**; Earnest Money : ₹ **5,600/-**; Period of Completion : **120 Days**; Last date and time of submission of bid : **03.08.2023 upto 11 Hrs.**; Bid opening date and time for technical proposal : **05.08.2023 at 11 Hrs.**; The bid forms and other details are available on and from **21.07.2023 (17 Hrs.)** from the website **https://wbtenders.gov.in & https://www.kmcgov.in**

The **E.E. (Water Supply), West, KMC** invites e-tender for the following work :
NIT No. : KMC/WS/W77-06/T-07/23-24
Name of work : **Restoration of F.W. supply at different spots near 11/2/H/7 M.M. Ali Road, 8A Monilal Banerjee Road and surrounding slum area in Ward No. 77**; Estimated Amount : ₹ **1,95,254/-**; Earnest Money : ₹ **3,950/-**; Period of Completion : **15 Days**; Last date of receipt/opening of tender (Online) : **31.07.2023 at 11 am / 02.08.2023 at 11 am**; The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **E.E. (M) / Jai Hind Jal Prakalpa, KMC** invites e-tender online in two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/WS/TPS/17/2023-2024
Name of the work : **Maintenance by removal of bushes and plants inside premises at Patuli B.P.S.**; Estimated Amount : ₹ **1,32,000/-**; Earnest Money : ₹ **2,700/-**; Period of Completion : **365 Days**; Last date and time of submission of bid : **01.08.2023 upto 2 pm**; For detailed inforamation please visit website **https://wbtenders.gov.in**

The **E.E. (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-tender for the following works :
(1) NIT No. : KMC/WS/GRWW/PH-I/eT-04/2023-24
Name of work : **Installation of new 700mm dia BFV valve against damaged one in the outlet valve of filter bed No. A-2 with lifting & lowering arrangement including construction of M.S. ladder with platform for regular operation of valve at WTP-IV of GRWW**; Estimated Amount : ₹ **2,66,730/-**; Earnest Money : ₹ **5,400/-**; Period of Completion : **07 Days.**
(2) NIT No. : KMC/WS/GRWW/PH-I/eT-02/2023-24
Name of work : **Repairing of leakage on 1500mm dia M.S. common manifold pipe within the chamber of P/No - 1 opposite to CWPS PH-I pump house including jacketing the same with necessary dewatering and lighting arrangement under GRWW**; Estimated Amount : ₹ **1,88,221/-**; Earnest Money : ₹ **3,800/-**; Period of Completion : **03 Days.**
(3) NIT No. : KMC/WS/GRWW/PH-I/eT-05/2023-24
Name of work : **Installation and commissioning the new metallic Glow Sign Board frame made by G.I. Sheet al sheet & ACP board including provision of lighting luminaries with wiring at main gate No.-1 of GRWW**; Estimated Amount : ₹ **1,67,537/-**; Earnest Money : ₹ **3,400/-**; Period of Completion : **05 Days.**
(4) NIT No. : KMC/WS/GRWW/PH-I/eT-03/2023-24
Name of work : **Supply & Installation of new feeder pillar box including laying of cable with fitting, fixing of MCCB, MCB & Changeover switch for distribution of LT Power to Police Barrack with other electrical works within clear water campus of GRWW**; Estimated Amount : ₹ **2,27,540/-**; Earnest Money : ₹ **4,600/-**; Period of Completion : **10 Days**; Last date and time of receipt of tender (Online) : **05.08.2023 at 2 pm (For Sl. No. 1 to 4)**; Last date and time of opening of tender (Online) : **07.08.2023 at 2 pm (For Sl. No. 1 to 4)**; The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

451/23-24

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

নাথিং লঞ্চ করেছে ফোন (২)

নাথিং আজ তাদের উচ্চ প্রত্যাশিত দ্বিতীয় প্রজন্মের ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন, ফোন (২) এর ঘোষণা করেছে। স্মার্টফোনের ব্যবহারকে আরও সচেতন করার জন্য প্রকৌশলী, ফোন (২) পিছনে নতুন গ্লাইফ ইন্টারফেস প্রবর্তন করেছে, যা ব্যবহারকারীদের এক নজরে মূল তথ্য অ্যাক্সেস করার মাধ্যমে স্ক্রীন ইন্টারঅ্যাকশন কমাতে সক্ষম করে। এটিতে একটি পুনর্গঠিত নাথিং OS ২.০ বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, জেটি ইউটিলিটিতে রুট এবং বিক্ষিপ্ততা কমানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা একটি দ্রুত এবং মসৃণ অভিজ্ঞতা প্রদান করে যা নাথিং-এর অনন্য নন্দনতত্ত্বকে মূর্ত করে। টপ-অফ-দ্য-লাইন স্ন্যাপড্রাগনএ ৮ Gen ১ মোবাইল প্ল্যাটফর্ম দ্বারা চালিত, ফোন (২) আজ পর্যন্ত নাথিং-এর সবচেয়ে প্রিমিয়াম স্মার্টফোনের অভিজ্ঞতা প্রদান করে, যার মধ্যে রয়েছে ট্রু-টু-লাইফ ফটোগ্রাফির জন্য উন্নত অ্যালগরিদম এবং LTPO সহ একটি অত্যাশ্চর্য ৬.৭-ইঞ্চি OLED ডিসপ্লের সাথে একটি শক্তিশালী ৫০ MP ডুয়াল রিয়ার ক্যামেরা। ফোন (২) সহ, আমরা হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যার ডিজাইন উদ্ভাবনের মাধ্যমে আরও ইচ্ছাকৃত স্মার্টফোন ব্যবহারকে উৎসাহিত করার সাথে সাথে শীর্ষস্থানীয় বৈশিষ্ট্যগুলি সরবরাহ করি। বলেছেন কার্ল পেই, নাথিং এর সিইও এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা। স্মার্টফোন আমাদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, কিন্তু এটি ক্রমবর্ধমানভাবে একটি বিভ্রান্তিকর শক্তিতে পরিণত হয়েছে, যা আমাদেরকে কম উপস্থিত এবং কম সৃজনশীল করে তুলেছে। **আইকনিক ডিজাইন** ঃ নাথিং তার প্রথম প্রজন্মের স্মার্টফোন, ফোন (১) এর একটি পরিমার্জিত সংস্করণ সরবরাহ করে বিশদে মনোযোগ সহকারে ফোন (২) কে সূক্ষ্মভাবে ইঞ্জিনিযার করেছে। ফোন (২) বর্ধিত নান্দনিকতা প্রদর্শন করে, এবং এটিতে হারমোনাইসড ও সিমেট্রিক্যাল ডিসাইন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিটি উপাদানের আকার, রঙ, অবস্থান এবং টেক্সচারকে সাবধানে বিবেচনা করে অর্জন করা হয়েছে। উপরন্তু, ডিভাইসটি একটি ১ মিমি পাতলা মিডফ্রেম এবং একটি পিলোড গ্লাস ব্যাক সহ আরও এর্গোনমিক হ্যান্ডস-অন অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

পৃথিবীতে আছড়ে পড়বে ভয়াবহ সৌর ঝড়!

আর বছর দুয়েকের মধ্যেই পৃথিবীতে আছড়ে পড়তে চলেছে ভয়াবহ সৌর ঝড়। বিজ্ঞানীরা এমনই সংবাদ শোনাচ্ছেন। আর তার ফলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারে সারা পৃথিবীর ইন্টারনেট সংযোগ! যাকে বলা হচ্ছে ইন্টারনেট অ্যাপক্যালিপস'। ২০২৫ সালেই এই বিপদের মুখে পড়তে পারে পৃথিবী। নেটদুনিয়া ছেয়ে গিয়েছে এমনই গুঞ্জনে। তবে নাসা এখনও এই নিয়ে মন্তব্য না করলেও এই উদ্বেগ যে পুরোটাই কাল্পনিক, তা নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। সৌর ঝড় ঠিক কী? সূর্য লাগাতার পৃথিবীর দিকে তড়িদচুম্বকীয় কণা ছুঁড়ে মারতে থাকে। এর ফলে তৈরি হয় সৌর বাতাস। সেই বাতাসকে পৃথিবী তার মেরু দেশে পাঠিয়ে দেয়। ওই সৌর বাতাসের থেকে কোনও বড় ক্ষতির মুখে পড়তে হয় না আমাদের গ্রহকে। কিন্তু একশো বছরে একবার সৌর বাতাস থেকে সৃষ্টি হয় সাংঘাতিক সৌরঝড়ের। গবেষকদের আশঙ্কা, এর ধাক্কায় বড়সড় ক্ষতি হতে পারে পৃথিবীর। ২০২৫ সালে তেমনই এক ভয়াবহ সৌর ঝড় সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ঘিরেই তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। এমনও বলা হচ্ছে, সেই ঝড় চলতে পারে কয়েক মাস! একে বলা হচ্ছে 'সোলার ম্যাক্সিমাম'। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কম্পিউটার সায়েন্সের অধ্যাপক সংঘীতা আবদু জ্যোতি জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত এমন কোনও মাত্রাতিরিক্ত ঝড়ের মুখোমুখি হইনি আমরা। আমাদের জানা নেই আমাদের পরিকাঠামো এর মোকাবিলা করবে কী করে? উল্লেখ্য, এর আগে ১৮৫৯ ও ১৯৮৯ সালে প্রবল সৌর ঝড়ের মুখে পড়েছিল পৃথিবী। প্রথমটির ক্ষেত্রে বহু টেলিগ্রাফ লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পরের ঘটনায় পাওয়ার গ্রিডের সংযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইন্টারনেটের রাজত্ব শুরু হওয়ার পর এমন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়নি। তাই ইন্টারনেট 'অ্যাপোক্যালিপস' নিয়ে আশঙ্কা বেড়েই চলেছে।

নতুন ট্যাবলেট আবিষ্কারের দাবি হার্ভার্ডের বিজ্ঞানীদের

ওষুধ খেলে অসুস্থতা কমে যায়। এটা সকলেই প্রায় জানেন। কিন্তু এবার ওষুধ খেলে কমে যাবে বয়সও। কি করে। এমনটাই দাবি করলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক। তাঁরা জানিয়েছেন, বেশ কয়েক ধরনের ওষুধ একসঙ্গে মিশিয়ে একটি ট্যাবলেট আবিষ্কার করেছেন তাঁরা। এই ওষুধ খেলেই শারীরিক ও মানসিকভাবে বয়স পিছনের দিকে হাঁটতে শুরু করবে। ফলে বার্ধক্যের সমস্যা আর শরীরে থাবা বসাতে পারবে না। গত ১২ জুলাই প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে এই কথা লিখেছেন হার্ভার্ডের বিজ্ঞানীরা। হার্ভার্ডের বিজ্ঞানীরা বললেন, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে মোট ছ'রকমের ওষুধ নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু ওষুধের মাধ্যমে বয়স কমানোর বিষয়টি নিয়ে সাফল্য মেলেনি। শুধুমাত্র জিন থেরাপি দিয়েই বয়স কমানোর উপায় ছিল। তবে এবার কেমিক্যাল ককটেলের তৈরি ওষুধ

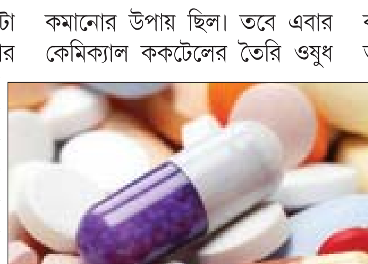

দিয়েই বয়স কমে যাবে। এই ওষুধ খেলেই মানবদেহের বার্ধক্যজনিত সমস্যা কমে গিয়ে উলটো দিকে হাঁটা শুরু করবে বয়স। জানা গিয়েছে, মোট পাঁচ থেকে সাতটি ওষুধ ব্যবহার করা হয়েছে এই ককটেলে। শারীরিক ও মানসিক নানা রোগের প্রতিকার করতেই আলাদাভাবে এই ওষুধগুলি ব্যবহার করা হয়। তবে সব ওষুধকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন হার্ভার্ডের গবেষকরা। এই কাজ করতেই সময় লেগেছে তিন বছর। তারপরেও বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, দেহের কোন অঙ্গে এই ওষুধের প্রয়োগ ঘটানো হবে সেটা খুঁজে বের করা। আপাতত বিজ্ঞানীদের দাবি- স্নায়ু, মস্তিষ্ক, কিডনি ও মাংসপেশিতেই কাজ করবে এই কেমিক্যাল ককটেল ওষুধ। তবে এখনও মানবদেহে এই ওষুধ পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। ইঁদুর ও বাঁদরদের উপর পরীক্ষা করে বেশ ভাল ফল মিলেছে বলেই দাবি হার্ভার্ডের। তাদের জীবনকালের পাশাপাশি দৃষ্টিশক্তিও অনেক বেড়েছে। এই ওষুধ মানবদেহে কেমন কাজ করবে, তা নিয়ে এখনও অনেক প্রশ্ন রয়েছে। আপাতত আগামী বছর মানবদেহে এই ওষুধ প্রয়োগ করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে এই গবেষণা ও ওষুধ নিয়ে আপত্তি রয়েছে হার্ভার্ড-সহ একাধিক বিজ্ঞানীদের মধ্যেই।

মহাকাশে মিলল অতিকায় আয়না'র খোঁজ!

মহাকাশে অতিকায় আয়না'র খোঁজ পেলেন বিজ্ঞানীরা।

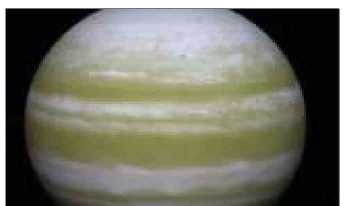

২৬৪ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এক গ্রহ, আবিষ্কার করেছে নাসা। টাইটেনিয়াম ও সিলিকেট দিয়ে তৈরি এই গ্রহের ধাতব মেঘের কারণেই তা দূর থেকে আয়নার মতো ঝকঝক করে। তাই তাকে এই নামেই ডাকা হচ্ছে। ২০২০ সালে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা সুদূর মহাকাশের বুকে ওই গ্রহটির সন্ধান পেয়েছিল। পরে সেটি নিয়ে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইএসএ গ্রহটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরেছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এলটিটি ৯৭৭৯বি নামের ওই গ্রহটি তার সূর্য'কে প্রদক্ষিণ করে মাত্র ১৯ ঘণ্টায়। এই সংক্রান্ত একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স' নামের জার্নালে। ওই গবেষণাপত্রের অন্যতম লেখক অধ্যাপক জেমস জেনকিনস জানাচ্ছেন, সুদূরে অবস্থিত গ্রহটির আকাশের ধাতব মেঘ থেকে টাইটেনিয়ামের বৃষ্টি হয়। পৃথিবীর থেকে ৪.৭ গুণ বড় ওই প্রায় জ্বলন্ত' গ্রহটি সূর্যের থেকে পৃথিবীর দূরত্বের ৬০ গুণ কাছাকাছি অবস্থিত তার নক্ষত্রের। তার আকাশে ভেসে বেড়ায় ধাতব মেঘ। সেই কারণেই সেটি দূর থেকে আয়নার মতো আলো প্রতিফলিত করে। সৌরজগতের বাইরে থাকা গ্রহদের পর্যবেক্ষণ করে ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপকে বুঝে ওটার চেষ্টা করে যান বিজ্ঞানীরা। সেই তালিকায় এবার যোগ হল এই গ্রহটি। তার আশ্চর্য গড়ন দেখে গবেষকরা জানাচ্ছেন, এই চরিত্রের গ্রহ যে হতে পারে এতদিন তা তাঁদের ধারণাতেই ছিল না।

শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, জেনারেল ম্যানেজার, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে শ্রী সুভাষ কুমার, আরজিএফ হেড কনস্টেবল, এসইআর হেডকোয়ার্টার, গার্ডেন রিচ-এ তার অসাধারণ কর্মক্ষমতা এবং সতর্কতার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

উত্তর পূর্ব রেলের ব্লক নেওয়ার কারণে ট্রেনের বাতিলকরণ

গোরক্ষপুর, ১৮ জুলাই ঃ রেলওয়ে প্রশাসনের অনিবার্য কারণে, ০৫৩৭৮ নওতানওয়া- গোরক্ষপুর অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন, ০৫০৩৩ গোরক্ষপুর-বারহনি অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন, ০৫০৩৪ বাধনি-গোরক্ষপুর অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন এবং ০৫০৩৪ অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ০৫৩৭৮ গোরক্ষপুর বিশেষ ট্রেনে চলবে ১৮ জুলাই, ২০২৩। ট্রেন বাতিল রয়ে গেছে। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের বারাণসী ডিভিশনের ভাটনি ইয়ার্ডে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য ব্লক নেওয়ার কারণে ট্রেনের বাতিলকরণ, নিয়ন্ত্রণ, শর্ট টার্মিনেশনশর্ট অরিজিনেশন এবং রুট পরিবর্তন করা হবে। বাতিলকরণ- ১৫১২৯ গোরক্ষপুর-বারানসী সিটি এক্সপ্রেস ২০, ২৪, ২৭, ৩১ জুলাই এবং ০৩ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে গোরক্ষপুর থেকে চালানোর জন্য নির্ধারিত থাকবে।- ১৫১৩০ বারাণসী সিটি- গোরখপুর এক্সপ্রেস ২০, ২৪, ২৭, ৩১ জুলাই এবং ০৩ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে বারাণসী শহর থেকে চলার জন্য নির্ধারিত থাকবে। ০৫১৫৬ গোরক্ষপুর- ছাপরা অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন যা গোরখপুর থেকে ২০, ২৪, ২৭, ৩১ জুলাই এবং ০৩ অগাস্ট ২০২৩ তারিখে চলছে তা বাতিল থাকবে। ০৫১৫৫ ছাপড়া-গোরক্ষপুর অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ২০, ২৪, ২৭, ৩১ জুলাই এবং ০৩ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে ছাপরা থেকে চলাচল করবে।

সাহারা রিফান্ড পোর্টালের সূচনা করলেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে সিআরসিএস-সাহারা রিফান্ড পোর্টাল চালু করেছেন। এই পোর্টালটি সাহারা গ্রুপের ১০ কোটিরও বেশি আমানতকারীদের তাঁদের অর্থ ফেরতে সহায়তা করবে। পোর্টালটি চালু করার পরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, সাহারা গ্রুপের চারটি সমবায় সমিতিতে আটকে থাকা আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সাহারা রিফান্ড পোর্টাল চালু করার মাধ্যমে। প্রাথমিক পর্যায়ে রিফান্ড পোর্টালটি আমানতকারীদের ৫০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বিতরণ করবে। প্রতিটি আমানতকারী প্রথম পর্যায়ে মাত্র ১০ হাজার টাকা পেতে সক্ষম হবেন। রিফান্ডের পুরো প্রক্রিয়া অনলাইনে হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহের মতে, ৪ কোটি আমানতকারী রয়েছে যারা ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত পাওয়ার যোগ্য।

এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন এফএসএসএআই দ্বারা সঠিক স্টেশনের পুরস্কার পেয়েছে

কলকাতা, ১৮ জুলাই ঃ এখানে মেট্রো যাত্রীদের জন্য আরেকটি সুখবর! স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক কলকাতা মেট্রোর স্টেশন চত্বরে পরিবেশিত খাবারগুলিকে মানসম্পন্ন খাবার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটি মেট্রো ভ্রাতৃত্বের সকল স্টেকহোল্ডারদের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত। স্বাস্থ্য ও পরিবার

কল্যাণ মন্ত্রকের অধীনে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা যাত্রীদের উচ্চ মানের, পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করার জন্য এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনটিকে ইট রাইট স্টেশন শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। এফএসএসএআই এই শংসাপত্রটি রেলওয়ে স্টেশনগুলিকে পুরস্কৃত করে যারা এইভাবে যাত্রীদের নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর খাবার সরবরাহের ক্ষেত্রে মানদণ্ড নির্ধারণ করে মানক খাদ্য সঞ্চয়স্থান এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনগুলি মেনে চলে। এফএসএসএআই-এর তালিকাভুক্ত তৃতীয় পক্ষের অডিট এজেন্সি নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি চেক-লিস্ট পরীক্ষা করে যা প্ল্যাটফর্মের সাধারণ এলাকা, মৌলিক পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি, জলের সুবিধা, বর্জ্য নিষ্পত্তি এবং অন্যান্য পরামিতিগুলিকে কভার করে। তারা রেস্তোরাঁফুড কোর্টছোট বিক্রেতা কিয়স্করিটেল আউটলেটবুথের মতো স্টেশনের খাবার বিক্রেতাদেরও পরীক্ষা করে দেখেন যে তারা প্রস্তুতির সময় নিরাপদ রান্না এবং রেলের যাত্রীদের পরিবেশন করার পদ্ধতি অনুসরণ করছে কিনা। এই শংসাপত্রটি সমস্ত ভারতীয়দের জন্য নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর এবং টেকসই খাদ্য নিশ্চিত করতে দেশগুলির খাদ্য ব্যবস্থাকে রূপান্তরিত করার জন্য এফএসএসএআই-এর ইট রাইট ইন্ডিয়া আন্দোলনের অংশ। কঠোর পরামিতিগুলি নিশ্চিত করে যে স্টেশন চত্বরে পরিবেশিত খাবার স্বাস্থ্যকর, স্বাস্থ্যকর এবং তাজা। ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ পর্যন্ত সময়ের জন্য এই শংসাপত্রের সাথে মুকুট, এসপ্ল্যানেড কলকাতা, আসানসোল এবং দুর্গাপুরের পরে পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ রেলস্টেশন হয়ে উঠেছে। সামগ্রিক তালিকায় এসপ্ল্যানেড হল ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কের ২৬তম স্টেশন যাকে এই ধরনের সার্টিফিকেশন দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনটি দেশের দুটি মেট্রো স্টেশনের মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে, নয়ডা সেক্টর-৫১ মেট্রো স্টেশনের পাশে, যেটিকে এখনও পর্যন্ত এই শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, এই শংসাপত্রটি তার যাত্রীদের সর্বোত্তম অনুশীলন এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য মেট্রো রেলওয়ের উদ্যোগের একটি সাক্ষ্য। আগামী দিনে এই ধরনের আরও গৌরব অর্জনের জন্য এটি সমস্ত মেট্রোম্যানকে কাজ করতে উৎসাহিত করবে। শ্রী কৌশিক মিত্র, মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, মেট্রো রেলওয়ে এই শংসাপত্র পাওয়ার জন্য তাদের সহযোগিতা এবং সাহায্যের জন্য কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং পূর্ব রেলওয়ের প্রধান চিফ মেডিকেল ডিরেক্টরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন আদানি

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ঃ হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর দেশজুড়ে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। রাতারাতি ধনীতম ব্যক্তিদের তালিকা থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন গৌতম আদানি। হু হু করে কমতে শুরু করেছিল তাঁর সম্পদের পরিমাণ। এই পরিস্থিতিতে আদানি এন্টারপ্রাইজে'র বার্ষিক সভায় আদানি দাবি করলেন, তাঁর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ মিথ্যে। ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই ওই রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল বলে পালটা অভিযোগ করতেও দেখা গেল তাঁকে। এদিন আদানিকে বলতে শোনা গিয়েছে, ওই রিপোর্টটি ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভুয়ো তথ্য

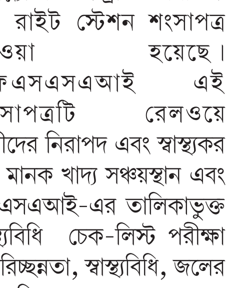

ও মানহানিকর অভিযোগের মিশ্রণ। যার বেশির ভাগটাই ২০০৪ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে। যেগুলি তৎকালীন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। ওই রিপোর্টটি আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার ইচ্ছাকৃত ও ক্ষতিকারক প্রচেষ্টা ছিল। হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টের সবটাই ভিত্তিহীন ও অসৎ উদ্দেশ্যে নির্মিত বলেও দাবি করেন গৌতম। প্রসঙ্গত, গত জানুয়ারি মাসে আদানি গ্রুপকে নিয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করে হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ। ওই রিপোর্টে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শেয়ার বাজারে কারচুপি, অ্যাকাউন্ট ফ্রডের অভিযোগ আনা হয়। যদিও গত মে মাসে আদানি গোষ্ঠীকে ক্লিন চিট দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট।

সেপ্টেম্বরে দিল্লিতে হাসিনা, চালু হবে দু'দেশের যৌথ সুবিধার গুচ্ছ প্রকল্প

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ঃ শেখ হাসিনা এবং নরেন্দ্র মোদীর শাসনামলে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে বলে মনে করে দু'দেশই। সেই সম্পর্কের দৃষ্টান্ত হিসাবেই সদ্যই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন মার্কিন ডলারের পরিবর্তে ভারতীয় রুপিতে শুরু হয়েছে। মাস দুয়েকের মধ্যে দুই দেশের সুসম্পর্কের সরণিতে যুক্ত হতে যাচ্ছে আরও কিছু সুবিধা। সেপ্টেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জি-২০ ভুক্ত দেশগুলির শীর্ষ সম্মেলন। ভারত বর্তমানে ওই গোষ্ঠীর অভিভাবকের আসনে আসীন। বাংলাদেশ জি-২০-র সদস্য না হলেও নরেন্দ্র মোদী দুই দেশের সম্পর্কের মর্যাদা দিতে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকেই বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। হাসিনার ওই সফরের সময় চালু হবে মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট - ২। এছাড়া ৬৫-কিলোমিটার খুলনা- মংলা বন্দর রেলওয়ে এবং আখাউড়া (বাংলাদেশ) এবং আগরতলা (ভারত) রেলওয়ে লিঙ্কেরও উদ্বোধন হবে। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে প্রকল্পগুলির সূচনা করবেন বলে মনে করা হচ্ছে। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রণয় ভার্মা মঙ্গলবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষা করেন। এই সাক্ষাৎকারকে সৌজন্যমূলক বলা হলেও জানা গিয়েছে, দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলির অগ্রগতি নিয়ে কথা হয় দু'জনের। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম বৈঠকের বিষয়ে সাংবাদিকদের জানান। মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট -২ তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের রামপালে। ৬৫ কিলোমিটার দীর্ঘ খুলনা-মংলা বন্দর আখাউড়া (বাংলাদেশ) এবং আগরতলা (ভারত) রেলওয়ে লিঙ্ক প্রকল্পে ভারত সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা আছে। এছাড়া ভারতীয় গ্রিডের মাধ্যমে বাংলাদেশকে নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানির অনুমতিও দিয়েছে ভারত সরকার। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এজন্য মঙ্গলবারের বৈঠকে ভারত সরকাররে ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা করেন ভারত একই ধরনের সহযোগিতা ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানির জন্যও করবে। বাংলাদেশ সরকার সূত্রে জানা গিয়েছে ভারতীয় রুপির পাশাপাশি এরপর বাংলাদেশি টাকাতেও দু-দেশের মধ্যে বাণিজ্য লেনদেন শুরু হবে। চালু হবে রুপি কার্ড এবং টাকা কার্ড। হাসিনা সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছে। 'ভিশন ২০৪১' নামে উন্নয়ন পরিকল্পনাও ঘোষণা করেছে সে দেশের সরকার। কূটনৈতিক মহলের মতে, বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারলে উপকৃত হবে ভারতও। ভারতের হাই কমিশনার বাংলাদেশ সরকারের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। বাংলাদেশ সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, দিল্লির জি-২০ সম্মেলনে ভারত গোটা বিশ্বের পাশাপাশি বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথের আওয়াজ তুলবে বলে ভারতীয় দূতের কাছে আশা প্রকাশ করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

ভূমি রেকর্ডের ডিজিটালাইজেশন দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ঃ রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ঃ ভূমি রেকর্ডের ডিজিটালাইজেশন দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ভূমিসম্মান-২০২৩ পুরস্কার প্রদান করেছেন। ডিজিটাল ইন্ডিয়া ল্যান্ড রেকর্ডস আধুনিকীকরণ কর্মসূচির মূল উপাদানগুলির স্যাচুরেশন অর্জনে দুর্দান্ত কাজ করার জন্য ৯ জন রাজ্য সচিব এবং ৬৮ জন জেলা কালেক্টরকে তাঁদের টিমের সঙ্গে ভূমিসম্মান-২০২৩ পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আরও বলেন, ভূমি রেকর্ডের ডিজিটালাইজেশন স্বচ্ছতাও নিশ্চিত করবে এবং মানুষ সহজেই সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারে। তিনি আরও বলেন, এর মাধ্যমে জমি সংক্রান্ত বিরোধও কমবে। রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেছেন, ডিজিটাল ইন্ডিয়া দেশের জীবনযাত্রার মান উন্নত করছে। তিনি যোগ করেছেন, ভারতের ডিজিটাল অর্থনীতি প্রসারিত হয়েছে এবং এখন বিশ্বের মোট ডিজিটাল লেনদেনের ৪৬ শতাংশ ভারতে হচ্ছে।

আচার্য তুলসী একাডেমী অর্কিডস দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে ডিআইওয়াই প্রদর্শনীর

কলকাতা, ১৮ জুলাই ঃ প্রথম DIY প্রদর্শনী আচার্য তুলসি একাডেমি অর্কিডস দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্কুল দ্বারা ৬ এবং ৭ শ্রেণীর ছাত্রদের ছাত্রীদের দ্বারা আয়োজিত হল। তারা এখন পর্যন্ত তাদের ক্লাসে তৈরি করা শিখেছে এমন বিভিন্ন DIY আইটেম প্রদর্শন করে। পণ্যগুলি হস্তনির্মিত সাবান থেকে শুরু করে হস্তনির্মিত বুকমার্ক থেকে ডেস্ক বর্জ্য বিন থেকে হস্তনির্মিত লোশন পর্যন্ত। সমস্ত আইটেম বিক্রি করা হয়েছিল এবং ছাত্ররা তাদের পণ্যগুলি উচ্চ গ্রেডের ছাত্রদের এবং স্কুলের কর্মীদের কাছে বিক্রি করেছিল। DIY প্রদর্শনীর পাশাপাশি, শিক্ষার্থীরা তাদের FLP (আর্থিক সাক্ষরতা) দক্ষতাও বাড়িয়েছে। তারা দর কষাকষি করছিল, ছাড়, বিল এবং জিএসটি চাইছিল, যা তাদের পাঠ্যক্রমের একটি অংশ। তারা একটি পণ্যের দামকে একে অপরের থেকে আলাদা করে তোলে এবং একই সময়ে, তারা তাদের

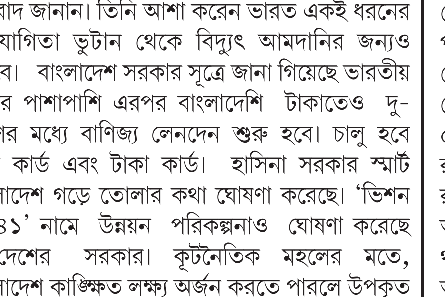

বিক্রয়ের লাভ এবং ক্ষতির মার্জিনও গণনা করেছে। আচার্য তুলসী একাডেমী অর্কিডস দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, নিউটাউনের শিক্ষাবিদদের ভিপি শ্রীমতি পারমিতা মিশ্র বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীদের একটি DIY প্রদর্শনী এবং পণ্যের সাথে দর কষাকষি করতে দেখে গর্ব হয়েছিল, আমিও একজন ক্রেতা ছিলাম এবং সত্যি কথা বলতে আমি খুব গর্বিত বোধ করেছি যখন আমার ছাত্ররা পণ্য এবং দাম এত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করছিল। আমি মনে করি এই ধরনের উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাবলম্বী মনোভাব বৃদ্ধি করবে।

ডিএইচআর-এ জয় রাইড ট্রেন পরিষেবা বাতিল

মালিগাঁও, ১৮ জুলাই ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) সেকশনে নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টিপাতের পরিপ্রেক্ষিতে, কয়েকটি জয় রাইড ট্রেনের পরিষেবা বাতিল থাকবে। সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ৫২৫৯৪, ৫২৫৯৮, ৫২৫৪৪ (স্টীম জয় রাইড) এবং ৫২৫৯৭ (ডিজেল জয় রাইড) ২০ জুলাই থেকে ৩১ আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত ডিএইচআর ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানটি পর্যটকদের দ্বারা সবচেয়ে বেশি ভ্রমণ করা স্থান। এটি ভারতে শ্রেষ্ঠ টয় ট্রেনের অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

শিলঙের পুলিশবাজারে গ্রেফতার ১৫ জন যৌনকর্মী

শিলং, ১৮ জুলাই ঃ শিলঙে পুলিশের অভিযানে ১৫ জন যৌনকর্মী গ্রেফতার হয়েছে। গত রবি এবং সোমবার রাতে খিনডাইলাড (পুলিশবাজার)-এ অভিযান চালিয়েছিল পূর্ব খাসিপাহাড় জেলা পুলিশ। পূর্ব খাসিপাহাড় জেলার পুলিশ সুপার সিলভেস্টার নংটিঙ্গার জানিয়েছেন, পুলিশবাজার এলাকায় কতিপয় মেয়ে গ্রাহক ধরতে তাদের (গ্রাহক) উত্যক্ত করে। এ ধরনের কয়েকটি অভিযোগ পেয়ে গত রবি এবং সোমবার সন্ধ্যারাতে মহিলা পুলিশ কমান্ডো 'মেঘাশক্তি' বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশের দল এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৫ জন যৌনকর্মীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। গ্রেফতারকৃত ১৫ জনের বিরুদ্ধে 'ইমমরাল ট্র্যাফিকিং প্রিভেনশন অ্যাক্ট'- এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে, জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। পুলিশ আধিকারিক আরও জানান, সোমবার সন্ধ্যায় মটফ্রান, পুলিশবাজার, মাউবলি, নংরিম হিলস, লাইটুমখ্রা বাজার, মাওলংঘাট, উরকালিয়ার, আপার শিলং, পলো, মাওবাহ, ঝালুপাড়া ও আপার মাওপ্রেম সহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোট ১১২ লিটার আইএমএফএল ও ৭৪০ লিটার অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

Name Change
I, SANJAY KUMAR BOTHRA (old name) S/O RAM LAL BOTHRA Presently residing at 170, Deshbandhu Road, Rampurhat, Birbhum- 731224 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SANJAY BOTHRA, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 18/07/2023. SANJAY KUMAR BOTHRA and SANJAY BOTHRA both are same and one identical person.

Name Change
I, AFTAB ALAM (old name) S/O MD RAZZAK Presently residing at Bhawanipur, Ward No-5, near SBI, Kharagpur (M), West Midnapore-721301, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD AFTAB ALAM, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/07/2023. AFTAB ALAM and MD AFTAB ALAM both are same and one identical person.

Name Change
I, MD EBRAHIM CHOWDHURY (old name) S/O KRISHNA MONDAL Presently residing at NEAR AKATA SANGHA PS-DUTTA PUKUR, NORTH 24 PGS-743248 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SUBHO MONDAL, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/07/2023. MD EBRAHIM CHOWDHURY and SUBHO MONDAL both are same and one identical person.

Name Change
I, MD SAIFUDDIN CHOWDHURY (old name) S/O ANIL MONDAL Presently residing at GAZIPUR, GHONZA, PS-GAIGHATA, NORTH 24 PGS-743249 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) KRISHNA MONDAL, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 18/07/2023. MD SAIFUDDIN CHOWDHURY and KRISHNA MONDAL both are same and one identical person.

Name Change
I, JAHANARA CHOWDHURY (old name) W/O KRISHNA MONDAL Presently residing at GAZIPUR, GHONZA, PS-GAIGHATA, NORTH 24 PGS-743249 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) PRATIKA MONDAL, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 18/07/2023. JAHANARA CHOWDHURY and PRATIKA MONDAL both are same and one identical person.

Name Change
I, DALIYA BOSE Presently residing at Premises No- 232G, 84/4, Raja Rammohan Roy Road, PS- Haridevpur, Kolkata-700008 West Bengal, India, do hereby solemnly affirm & declaring my daughters actual name KAUSHIKI BOSE instead of KAUSHIKI SINHA, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 17/07/2023. KAUSHIKI SINHA and KAUSHIKI BOSE both are same and one identical person.

Name Change
I, ABUHASSAN THANDER (old name) C/O LATE MEHER Presently residing at Santospur, Thander Para, PO-Maheshtala, PS-Maheshtala, Pin-700142 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ABU HOSEN THANDER, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 18/07/2023. ABUHASSAN THANDER and ABU HOSEN THANDER both are same and one identical person.

Name Change
I, TAPEN SHEK (old name) S/O SIRAJUL SEKH Presently residing at Ghugia, Anandaganj, Chakdah, Nadia, Pin-741222 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) TAPEN SEKH, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 18/07/2023. TAPEN SHEK and TAPEN SEKH both are same and one identical person.

Name Change
I, KUSHAL AGARWALA (old name) S/O MAHESH KUMAR AGARWALA Presently residing at FD-277, Sector-3, Salt Lake, Bidhannagar, North 24 Pgs, PO-IB Market, PS- Bidhannagar South, Pin-700106 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) KUSHAL AGARWAL, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 18/07/2023. KUSHAL AGARWALA and KUSHAL AGARWAL both are same and one identical person.

Name Change
I, RITUPARNO GHOSH (old name) D/O SATYAJIT GHOSH Presently residing at 23, Lake Terrace, Santoshpur, PO- Santoshpur, PS-Survey Park, Kolkata-700075 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RITUPARNA GHOSH, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 18/07/2023. RITUPARNO GHOSH and RITUPARNA GHOSH both are same and one identical person.

Name Change
I, PARVEEN AKHTER (old name) D/O SK ABDUS SATTAR Presently residing at 29/A/3, GOLAM JILANI KHAN ROAD, P.S – TILJALA, KOLKATA- 700039 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) PARVEEN BEGAM, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 18/07/2023. PARVEEN AKHTER and PARVEEN BEGAM both are same and one identical person.

Name Change
I, ARPITA PAUL (old name) D/O KASHINATH HAZRA Presently residing at 95/2, P K SAHA LANE, BARANAGAR, BARRACKPORE, PIN-700036 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ARPITA HAZRA, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 18/07/2023. ARPITA PAUL and ARPITA HAZRA both are same and one identical person.

Name Change
I ASLAM KHAN S/O KASIM ASLAM R/O 19, ALIPORE ROAD, PS - ALIPORE, Kolkata, 700027, West Bengal.Shall henceforth be known as MD ASLAM KHAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2023. MD ASLAM KHAN AND ASLAM KHAN all are same and identical person.

Name Change
I REHANA BEGUN W/ O SAIKH UKIL BAKSH R/O VILL-GOBDANGAR, ASWATHAPUR, EAST MEDINIPUR - 721446, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS REHANA BEGAM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/03/2023. REHANA BEGAM AND REHANA BEGUN ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

ভোটের ফল ঘোষণার ৭ দিন পরে উদ্ধার তিনটি ব্যালট বাক্স, ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংসদ খগেন মুর্মু

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত ভোটের এক সপ্তাহ বাদে উদ্ধার হল সিল করা ব্যালট বাক্স। ঘটনা গাজোল ব্লকের স্টং রুম ও গণনা কেন্দ্র করা হয়েছিল গাজোল এইচ এন এম হাইস্কুলে। ঘটনা সামনে আসার পরই পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে উদ্ধার করে ব্যালট বাক্সগুলি। ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন গাজোলের বিজেপি বিধায়ক সহ কর্মী সমর্থকরা। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। গোটা ঘটনায় শাসক দল তৃণমূলের সঙ্গে গাজোলের বিডিও ও পুলিশের প্রত্যক্ষ আঁতাতের অভিযোগ তোলেন তিনি। অবিলম্বে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে গাজোলের পথে নামেন বিজেপি নেতাকর্মীরা। যদিও বিজেপির তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। গাজোলের তৃণমূল ব্লক সভাপতি তথা বিজয়ী জেলা পরিষদ সদস্য দীনেশ টুডু জানান, পায়ের তলায় জমি না থাকাতেই তৃণমূলকে বদনাম করার জন্য পরিকল্পিতভাবে এসব কান্ড ঘটাচ্ছে বিজেপি। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রায় ১০ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পরে গাজোলের একটি স্কুলের তালাবন্দি ক্লাসরুম থেকে উদ্ধার হল তিনটি প্রশাসনের সীল মারা ব্যালট বাক্স। মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনা জানাজানি হতেই তুমুল রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গাজোল ব্লক এলাকায়। পুলিশ ও প্রশাসনের উদাসীনতার অভিযোগ তুলেছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। তৃণমূল কারচুপি করে গাজোলের ওই ৮৩ নম্বর বুথে জয়ী হয়েছে বলেও অভিযোগ বিজেপির। পাল্টা তৃণমূলের মালদা জেলা পরিষদের গাজোল এলাকার নির্বাচিত প্রার্থী দীনেশ টুডুর অভিযোগ, বিজেপি হতাশায় ভুগছে। ওরাই ব্যালট বাক্স লুঠ করার পর ওই স্কুলের ক্লাসরুমে রেখে দিয়ে গেছে। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগকে ঘিরে সরগরম হয়ে উঠেছে গাজোল এলাকা। পুলিশ ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গাজোল ব্লকের হাজীনাকু মহম্মদীয়া হাইস্কুলের একটি ক্লাস রুম থেকেই শীল প্যাক করা ওই তিনটি ব্যালট বাক্স উদ্ধার হয়েছে। যদিও ওই স্কুলের ৮৩ নম্বর বুথে ব্যালট বাক্স লুঠ হওয়ার অভিযোগে ৯ জুলাই পুনঃনির্বাচন হয়েছিল। আর এই ঘটনার পরের এদিন মঙ্গলবারে তিনটি ব্যালট বাক্স উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গাজোল থানার পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা। গাজোল হাজিনাকু মহম্মদীয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ননীগোপাল বর্মন জানিয়েছেন, নির্বাচন মিটে যাওয়ার পর ব্লক প্রশাসনের নির্বাচনী এজেন্সির লোকেরা গত কয়েকদিন ধরে স্কুলের তদারকি চালাচ্ছিল। তাদের কোনো খুঁটিনাটি জিনিস পড়ে আছে কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছিল। এরপরেই ব্লক প্রশাসনের অফিস থেকে আসা কর্মীরাই দেখতে পান একটি ক্লাস রুমের ঘরে তালা বন্দি রয়েছে। যদিও সেই ঘরের চাবি আমাদের কাছে ছিল না। সেই ব্লক প্রশাসনের কর্তারা ঘরের তালা ভাঙতেই এই তিনটি ব্যালট বাক্স নজরে আসে। এরকম ঘটনা আগে কোনদিন ঘটেনি। পুরো বিষয়টি প্রশাসন বলতে পারবে। গাজোলের বিজেপি দলের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন জানিয়েছেন, তৃণমূলীরা কিভাবে এবারের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে কারচুপি করেছে, সন্ত্রাস চালিয়েছে তা এদিনের ব্যালট বাক্স উদ্ধারের ঘটনায় প্রমাণ হয়ে গেছে। এদিন ওই ৮৩ নম্বর বুথে ভোটের দিন ব্যালট বাক্স পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে ৮ জুলাই পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়ার পরে দিন ৯ জুলাই আবার পুনঃনির্বাচন হয়। সেখানে বিজেপি পরাজিত হয়েছে। তৃণমূল এইভাবে কারচুপি করেই জয়ী হয়েছে। আমরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে প্রশাসনকে দায়ী করছি। প্রয়োজনে বিষয়টি রাজ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। গাজোলের সংশ্লিষ্ট এলাকার মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূলের নির্বাচিত প্রার্থী দীনেশ টুডু জানিয়েছেন, আসলে বিরোধীদের পায়ের তল থেকে মাটি সরে গিয়েছে। তাই ওরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে এরকম ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে। আমাদের অনুমান বিজেপি মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরির জন্য ব্যালট বাক্স লুঠ করে ওখানে রেখে দিয়ে গেছে। নইলে এরকম ঘটনা ঘটত না। বিজেপির গড় গাজোলে বিরোধীরা হেরে ভূত। তাই এখন উল্টোপাল্টা অভিযোগ করছে। গাজোল ব্লক প্রশাসন জানিয়েছে, আপাতত ওই তিনটি ব্যালট বাক্স বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে তৎপর আরপিএফ এবং রেল আধিকারিকরা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই ঃ রেলের জমি দখল করে বাড়ি বানানোর অভিযোগ। শিলিগুড়িতে টাউন স্টেশনের কাছে বাড়ি ভেঙে জমি দখলমুক্ত করল আরপিএফ। ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে টাউন স্টেশনের কাছে রানা বস্তিতে রেলের জমি দখল করে বাড়ি বানানোর অভিযোগ ওঠে। এরপরই আরপিএফের তরফে মঙ্গলবার বাড়িটি ভেঙে দেওয়া হয়। যদিও অভিযানের সময় দখলকারী সেখানে ছিল না। এর আগেও এই জমিটি দখলের অভিযোগ উঠেছিল। এদিন স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মাঝেমধ্যেই রেলের জমিতে কিছু জমি মাফিয়া অন্যদের নিয়ে এসে বসিয়ে দিচ্ছে। বিষয়টি আরপিএফকে জানানো হয়েছে।

রামপুরহাট পুলিশের মানবিক মুখ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৮ জুলাই ঃ রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্রের উদ্যোগে রামপুরহাট রেলওয়ে স্টেশন এলাকার প্রায় পঞ্চাশ জন ভবঘুরে সহ অনাথশিশুদের মধ্যাহ্ন ভোজন করানোর আয়োজন করে রামপুরহাট থানা। সাধারণত ভিক্ষে করেই এই সমস্ত ভবঘুরে ও অনাথ শিশুদের পেট চলে। মঙ্গলবার এই সমস্ত ভবঘুরে ও অনাথ শিশুদের পেট পুরে খাওয়ার ব্যবস্থা করে পুলিশ। খাবারের মেনুতে ছিল সাদা ভাত, ডাল, আলুপোস্ত ও মুরগির মাংস। করোনাকালেও একই ভূমিকায় দেখা গেছে রামপুরহাট থানার পুলিশকে। তাদের এই মহ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ।

তৃণমূলে যোগ ফরওয়ার্ড ব্লকের জয়ী প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, মেখলিগঞ্জ, ১৮ জুলাই ঃ তৃণমূলে যোগ দিলেন চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতে ফরওয়ার্ড ব্লকের জয়ী প্রার্থী নান্নু রহমান। তার হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী। মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭১ নম্বর বুথের ফরওয়ার্ড ব্লকের জয়ী প্রার্থী নান্নু রহমান তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। এদিন সকালে তিনি মেখলিগঞ্জের তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে আসেন। মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারীর হাত থেকে দলীয় পতাকা নিয়ে তিনি তৃণমূলে যোগদান করেন।

প্রাক্তন বিচারপতি সুধিন্দু মল্লিক প্রয়াত

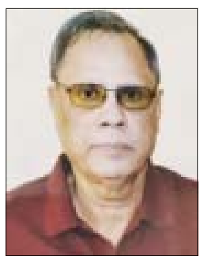

দুরন্ত বার্তা, মঙ্গলকোট, ১৮ জুলাই ঃ প্রাক্তন বিচারপতি সুধেন্দু মল্লিক। পল্লিকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক আইন পড়তে গেলেও শেষ করতে পারেননি। বিচারক হয়েছিলেন পুত্র জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক এবং পৌত্র সুধেন্দু মল্লিক। তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন কলকাতা লেকটাউনে বাস করতেন। ৯০ বছর বার্ধক্য জনিত কারণে প্রয়াত। বিচারপতি ছাড়াও সাহিত্যকর্মে তার খাতি ছিল তিনি বাংলা সাহিত্য একাডেমী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের নাতি। বাড়ি আমার ভাঙন ধরা অজয় নদীর বাঁকে 'মধুকর' কোগ্রাম ট্রাস্টের সদস্য ছিলেন। প্রথম জীবনে সুধেন্দুবাবু কিছুদিন অধ্যাপনা করেছিলেন কাটোয়া কলেজে। সেখানে তাঁর ছাত্র ছিলেন অধ্যাপক অমিতকুমার মল্লিক। অমিতবাবু ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ডিন এবং উপাচার্য। তাঁর সময়েই সুধেন্দু মল্লিক দাদুর স্মৃতিতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে চালু করেছিলেন 'কুমুদরঞ্জন স্মারক বক্তৃতা'। ০৬ জুন, ২০১৭ তারিখে আয়োজিত স্মারক বক্তৃতার বিষয় ছিল 'বাংলা কবিতার জন্ম ও কবিতার সংস্কৃতি'। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন সুধেন্দুবাবু। বক্তা ছিলেন অধ্যাপক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য নিমাইচন্দ্র সাহা এবং সহ-উপাচার্য ষোড়শীমোহন দাঁ। তাঁর মৃত্যুতে মঙ্গলকোট একরত্ন সরালো। মৃত্যু সংবাদে শোকের ছায়া নেমে আসে হাইকোর্ট আইনজিবি মহলে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, [illegible], হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **কাজের নাম:** ০৩ বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য চুক্তি প্রদান। আরও বিস্তারিত বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **ই-অকশন লিজিং মডিউলের** মাধ্যমে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটি দেখুন।

ক্যাটালগ নং: পার্ক-এইচডব্লুএইচ-১৫-আর

ক্রমিক নং, লট নং. / ক্যাটেগরি এবং স্টেশনের নাম: (১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-[illegible] (পার্কিং-টু হুইলার), [illegible] (২) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-[illegible] (পার্কিং-টু হুইলার), [illegible] (৩) … (১৫) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-[illegible] (পার্কিং-থ্রি হুইলার), [illegible]। **অকশন শুরুর তারিখ এবং সময়:** ২৮.০৭.২০২৩ তারিখ সকাল ১১ টা।

ক্যাটালগ নং: পার্ক-এইচডব্লুএইচ-২০-আর

ক্রমিক নং, লট নং. / ক্যাটেগরি এবং স্টেশনের নাম: (১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-[illegible] (পার্কিং-[illegible] হুইলার), [illegible] (২) … (২০) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-[illegible] (পার্কিং-থ্রী হুইলার), [illegible]। **অকশন শুরুর তারিখ এবং সময়:** ৩১.০৭.২০২৩ তারিখ সকাল ১১ টা।

ক্যাটালগ নং: পার্ক-এইচডব্লুএইচ-১৪-আর

ক্রমিক নং, লট নং. / ক্যাটেগরি এবং স্টেশনের নাম: (১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-[illegible] (পার্কিং-টু হুইলার), [illegible] (২) … (১৫) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-[illegible] (পার্কিং-থ্রী হুইলার), [illegible]। **অকশন শুরুর তারিখ এবং সময়:** ০১.০৮.২০২৩ তারিখ সকাল ১১ টা।

HWH-163/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – [illegible]

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

তোর্ষা নদীর ভাঙ্গনে ঘুম উড়েছে শোলাডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৮ জুলাই ঃ উত্তরবঙ্গে লাগাতার বৃষ্টির জেরে বন্যা পরিস্থিতি দেখা দেয় কোচবিহার জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায়। তবে দুদিন থেকে নদীর জল স্তর কমে যাওয়ায় তোর্ষা নদীর ভয়ংকর ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের বলরামপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শোলাডাঙ্গা এলাকায়। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্ব তন্ত্রী জানান তোর্ষা নদীর ভাঙনে তিন ফসলি হাজার হাজার বিঘা কৃষি জমি নদী গর্ভে তলিয়ে গেছে। এবং এখানে যে তিনটি নদীর বাঁধ ছিল সেই বাঁধ তিনটিও গিলে খেয়েছে তোর্ষা নদী। সামনেই রয়েছে বলরামপুর বাজার যেভাবে নদী ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে এতে তারা খুবই আতঙ্কে রযেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা আরো অভিযোগ করেন বারংবার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সেচ দপ্তর ও বিডিও অফিসে জানানোর পরেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আজ সেই খবর শোনা মাত্রই নদী ভাঙ্গন পরিদর্শনে আসেন কোচবিহার জেলাশাসক পবন কাদিয়ান। স্থানীয়রা জানান জেলাশাসক আজ এসে তাদের আশ্বস্ত করলেন দ্রুত সেখানে পাথরের বাঁধ নির্মাণ করে দেওয়া হবে।

বৈকুন্ঠপুর ফরেস্ট ডিভিশনের তরফে পালিত হল বন মহোৎসব উৎসব

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই ঃ সারা রাজ্যের পাশাপাশি বৈকুন্ঠপুর ফরেস্ট ডিভিশনের তরফে পালিত হল বন মহোৎসব উৎসব। বন মহোৎসব উৎসবের অঙ্গ হিসেবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হল ফারাবাড়িতে মঙ্গলবার ওই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান মুখ্য বনপাল উজ্জ্বল ঘোষ, মুখ্য বনপাল রাজেন্দ্র জাখর, ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার অয়ন ঘোষ, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব সহ অন্যান্যরা। এদিন ফাড়াবাড়ি প্রাথমিক স্কুল সংলগ্ন বনাঞ্চলে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে বন মহোৎসব উৎসব পালন করা হয়।

বনমহোৎসব উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন বাগডোগরায়। মঙ্গলবার বাগডোগরা রেঞ্জের অন্তর্গত জঙ্গলি বাবা মন্দির সংলগ্ন বনাঞ্চলে কার্শিয়াং ফরেস্ট ডিভিশনের তরফে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। গত ১৪ জুলাই থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে বনমহোৎসব কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসেবে এদিন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হল। রাজ্য জুড়ে ২৫ লক্ষ চারা গাছরোপন করা হবে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিসিএফ সমীর গজমের, ডিএফও কার্শিয়াং হরিকৃষণ পিজে, এডিএফও ভূপেন বিশ্বকর্মা, বাগডোগরা বনবিভাগের রেঞ্জার সমীরণ রাজ সহ বাগডোগরা কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, বাগডোগরা পুলিশ, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থী সহ সেনার আধিকারিকরা। সিসিএফ সমীর গজমের জানান, গোটা রাজ্যে আজকের দিনে ২৫ লক্ষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন হচ্ছে। সকলের সহযোগিতায় এই কর্মসূচি করা হচ্ছে।

পূর্ব রেলওয়ের কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ গ্রিনকো গোল্ড রেটিং পেয়েছে

কলকাতা, ১৮ জুলাই ঃ পূর্ব রেলওয়ের কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপ সম্প্রতি প্রশাসনিক ভবনের জন্য গ্রিনকো গোল্ড রেটিং এবং আইজিবিসি প্ল্যাটিনাম রেটিং পেয়েছে। সবুজ অনুসরণ করা কোম্পানিগুলির জন্য নতুন চালক হয়ে উঠেছে যা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা এবং বৈশ্বিক শ্রেষ্ঠত্বের সন্ধান করছে। গ্রীনকো হল একটি রেটিং সিস্টেম, ভারতীয় শিল্পগুলিকে তাদের পরিবেশগত কার্যকারিতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে যাতে প্রাকৃতিক এবং আর্থিক সম্পদ উভয়ই সাশ্রয় করা যায় তার সুবিধার্থে কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি দ্বারা একটি উদ্যোগ। কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপ পরিবেশের প্রতি অসাধারণ কাজ করেছে এবং শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, জেনারেল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ের নির্দেশনায় এবং সমস্ত অফিসার সহ সংশ্লিষ্ট দলের প্রচেষ্টায় গ্রিনকো গোল্ড পেয়েছে।এই রেটিং পাওয়ার জন্য, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ তার উপলব্ধ ছাদের উপরের অংশের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য শক্তির প্রচারের জন্য সৌর শক্তি ব্যবহার করার জন্য নিবিড় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং মোট ২৩০০ গষ্প প্ল্যান্ট ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে ২০২৩-২৪ সাল পর্যন্ত ৩২০৪৫৪ কিলো ওযাট সৌর শক্তি উপন্ন করা হয়েছে। জুন ২০২৩. বর্তমানে কর্মশালার দিনের প্রায় ৩৯ খরচ উৎপাদিত নবায়নযোগ্য শক্তি দিয়ে পূরণ করা হয়। আরও, রুফটপ সোলার প্ল্যান্টের ১৫৫০ কিলো ওযাট ক্ষমতার জন্য কাজ চলছে যা শীঘ্রই চালু করা হবে। এই পদক্ষেপগুলি সম্প্রতি কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপের জন্য গ্রিনকো গোল্ড রেটিং এবং প্রশাসনিক ভবনের জন্য আইজিবিসি প্ল্যাটিনাম রেটিং অর্জনে বড় ভূমিকা পালন করেছে। কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ ২০৩০ সালের মধ্যে লক্ষ্যযুক্ত নেট জিরোর জাতীয় মিশনের সাথে মিল রেখে ক্যারন নির্গমন কমাতে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।ওয়ার্কশপের গভীর গিরিখাত সহ একটি সবুজ বেল্ট রয়েছে যা ওয়ার্কশপের জলের টেবিলের পাশাপাশি আশেপাশের এলাকাকে বাড়িয়ে দেয়। কর্মশালায় বর্জ্য পদার্থ নিষ্পত্তির নিয়ম রয়েছে যাতে ল্যান্ডফিলে কোনো বর্জ্য পাঠানো না হয়। কর্মশালার দলটি আশেপাশের ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ টেকসইতা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিও করেছে।

নদীয়ায় গঙ্গার ধার থেকে বৈধ ব্যালট পেপার উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য, শুরুর শাসক বিরোধী রাজনৈতিক তরজা

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৮ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই শাসকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে সোচ্চার হতে দেখা গিয়েছিল বিরোধীদের, পরে যা বিডিও ও পুলিশ প্রশাসনের একাংশের বিরুদ্ধেও শাসকের হয়ে কাজ করার অভিযোগও তোলে বিরোধীরা। এমনকি নির্বাচনের ফল ঘোষণা দিন শুরু থেকেই বিভিন্ন এলাকায় বিডিও সহ আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়েও উঠেছিলো একাধিক প্রশ্ন, এমনকি কয়েক জন বিডিও কে আদালতেও গিয়ে নির্বাচন সংক্রান্ত মামলায় হাজির হয়ে তথ্য দিতে হয়েছে। এমতাবস্থায় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বৈধ ব্যালট পেপার কোথাও রাস্তার ধারে, কোথাও গণনা কেন্দ্রের বাইরে তো কোথাও জঙ্গল থেকে উদ্ধারের ঘটনাও সামনে এসেছে। এবার নির্বাচনের ফল ঘোষণার আটদিন পর মঙ্গলবার নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ মাথাভাঙ্গা নদীর ধার থেকে ফের উদ্ধার হয় একাধিক বৈধ ব্যালট পেপার । যা ঘিরে ইতিমধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। জানা যায় এদিন নদীর ধারে বাথরুম করতে গিয়ে এক শিশু প্রথমে দেখতে পায় । সেই শিশু পাসের দোকানের মালিক কে গিয়ে খবর দেয় । সেই খবর জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিজেপির কর্মীরা এবং স্থানীয়রা । স্থানীয়দের প্রশ্ন ফল ঘোষণার এতদিন পর কিভাবে নদীর ধারে এলো এইরকম বৈধ ব্যালট পেপাট, যেখানে বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বারের ভোট রয়েছে, রয়েছে সিপিএমেরও ভোট,, রয়েছে বিজেপির গ্রামের পঞ্চায়েতের ভোট। স্থানীয়দের দাবি শাসকদলের নেতাদের ভোটে জয়ী করবার জন্যেই এই কাজ করা হয়েছে বিডিও সহ প্রশাসনের একাংশ, ফলত ওই কেন্দ্রে পুনরায় নির্বাচনের দাবি তোলে বিজেপি নেতৃত্ব। পাশাপাশি তৃণমূলের ব্লক সহকারী সভাপতি জানান মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, রাজ্য সরকারকে কালিমালিপ্ত করার জন্য বিরোধীরা এই ব্যালট ছাপিয়ে পরিবেশ অশান্ত করার চেষ্টা করছে। সব মিলিয়ে এদিনের এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায়, এটাই প্রমাণ পঞ্চায়েত নির্বাচন ও ফল ঘোষণা শেষ হলেও রাজনৈতিক উত্তাপ এখনো এলাকায় যে বর্তমান তা বলাই বাহুল্য।

অরণ্য সপ্তাহে উৎসবের মেজাজে মহা বৃক্ষরোপন, দুর্গাপুর-কাঁকসা-আউশগ্রামে ৭০ হাজার চারাগাছ লাগালো বন দফতর

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৮ জুলাই ঃ পরিবেশ দূষণ ! তার সঙ্গে বসন্তের ঝরা পাতায় আগুনের লেলিহান শিখায় গ্রাস করে বনানী। আর তাতেই পুড়ে খাক হচ্ছে কয়েক'শ হেক্টর বনভুমি। দহনজ্বালা নষ্ট হচ্ছে সবুজ অরণ্য, তার সঙ্গে নষ্ট হচ্ছে জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্র। আগুনের ভয়ে সিটিয়ে বন্যপ্রাণ। সবুজায়ন বৃদ্ধিতে এবার উৎসবের মেজাজে মেগা বৃক্ষরোপণ করল দুর্গাপুর ও পানাগড় বনবিভাগ। দুর্গাপুর, কাঁকসা ও আউশগ্রামে লাগানো হল প্রায় ৭০ হাজার চারাগাছ। কাঁকসা, আউশগ্রামের জঙ্গলমহল। শাল, পিয়াল, মহুয়া ছাড়াও নানাধরনের গাছ গাছড়ার সমাহার। গত ২০২০-২১ সালে করোনা আবহের লকডাউনে পরিবেশে দুষণ অনেকটাই কমেছিল। তার ফলে বহু বিলুপ্তিপ্রায় জীবজন্তুর প্রকাশ্যে দেখা মিলছে। প্রাণ ফিরে পেয়েছে জঙ্গলের জীব বৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র। জঙ্গলের আশেপাশে নেকড়ে, অজগর, ময়ূর, হুড়োল, সজারুসহ নানান পশুপক্ষী অবাধে বিচরন করতে শুরু করছে। বনকর্মীদের কড়া নজরদারিতে জঙ্গলে অগ্নিকান্ড অনেকটাই কমেছে। চলতি বছর কাঁকসায় নিল গাই'য়ের অবাধ বিচরণ করতে দেখা গেছে। কাঁকসার দেউল জঙ্গলে হরিণ, ময়ূর, ময়না, টিয়া সহ বিভিন্ন পশুপক্ষির আবাসস্থল। সংরক্ষিত বনাঞ্চল। ওই বনাঞ্চলকে ঘিরে পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে। নতুন করে কাঁকসার শিবপুর থেকে দেউল ট্রেকিং চালু হয়েছে। তবে বর্ষায় ট্রেকিং বন্ধ থাকে ওই জঙ্গলে। জঙ্গলের নির্জনতা ছেড়ে লোকালয়ে ময়ুর আসায় খুশী পরিবেশ প্রেমীরা। পাশাপাশি মানুষের মধ্যে নিষ্ঠুরতা কমেছে। পশুপাখিকে এখন আর কেউ আঘাত করে না। গ্রামে বাড়ির উঠনে ঘুরলে আনন্দ উপভোগ করে। বিলুপ্তিপ্রায় নেকড়ে, হায়নার অবাধ বিচরণ দেখা যাচ্ছে লাউদোহা ও খনি এলাকা পান্ডবেশ্বরে। গত কয়েক মাস ধরে হায়না ও ধূসর নেকড়ে বাঘ নজরে পড়ছে এলাকাবাসীর । সেই মতো জঙ্গলে নজরদারি শুরু হয়েছে। কাঁকসা, গোপালপুর, মলানদীঘি ও পাণ্ডবেশ্বরে পরিত্যাক্ত খনি এলাকায় বন সৃজনের ফলে জঙ্গলের ঘনত্ব অস্বাভাবিক বেড়েছে। ওইসব জঙ্গলে হায়না ঘুরতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা। পাশাপাশি লাউদোহার মাধাইগঞ্জ এলাকায় নজরে পড়ে ধূসর নেকড়ে বাঘ। দুর্গাপুর লাগোয়া বনাঞ্চলে হায়না ও বিলুপ্তপ্রায় ধূসর নেকড়ে বাঘের দেখা মেলায় খুশি বনদফতর। আবার কাঁকসা ও আউশগ্রামের জঙ্গল লাগোয়া গ্রামে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে ময়ূর। দুর্গাপুর রেঞ্জের বনাঞ্চলে উপযুক্ত ও অনুকুল পরিবেশের কারনে হেড়োল, শেয়াল, বনবিড়াল, গন্ধগোকুল, খরগোশ, সজারু, ময়ূর ও বিভিন্ন প্রজাতির সাপ, পাখি সহ বিভিন্ন ছোটো ছোটো প্রাণী রয়েছে। পূর্ব বর্ধমান ডিভিশনের পানাগড়, দুর্গাপুর রেঞ্জে গত ৫ বছরে বনাঞ্চল বৃদ্ধি করতে প্রায় ১০০০ হেক্টর জমিতে জঙ্গল তৈরী করা হয়েছে। ফলে জঙ্গলের ঘনত্ব বাড়ায় নানান বিলুপ্তিপ্রায় জীবজন্তু আবারও ফিরে এসেছে। এছাড়াও ওই মাংসাশী প্রাণীদের জন্য উপযুক্ত খাদ্য জঙ্গলে মজুত থাকায় তাদের অনুকুল পরিবেশ হয়ে উঠেছে। মঙ্গলবার বনাঞ্চল বৃদ্ধি লক্ষ্যে চলতি বছর রাজ্যজুড়ে ২৫ লক্ষ চারাগাছ রোপনের উদ্যোগ নেয় রাজ্য বন দফতর। যার মধ্যে মঙ্গলবার দুর্গাপুর ও পানাগড় রেঞ্জ ৭০ হাজার বৃক্ষরোপন করে। দুর্গাপুর রেঞ্জে ৩২ হাজার বৃক্ষরোপণ করা হয়। দুর্গাপুর রেঞ্জের আড়া ও গোপালপুর বিটে প্রায় ১২ হাজার বৃক্ষরোপণ করা হয়। এদিনের মেগা বৃক্ষরোপণ ছিল আড়া বিটের বড়ডোবা গ্রামসংলগ্ন এলাকায়। সেখানে স্কুল ও কলেজ পড়ুয়াদের নিয়ে প্রায় ১১ হাজার চারাগাছ লাগানো হয়। উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর রেঞ্জার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, আড়া ও গোপালপুর বিট আধিকারিক কিশলয় মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও এদিন রাজকুসুম গরাই সরস্বতী উচ্চ বিদ্যালয়, তপোবন হাউসিং ও জয় বালাজী কারাখানা চত্বরে প্রায় দেড় হাজার চারাগাছ লাগানো হয়। একইসঙ্গে পানাগড় রেঞ্জের কসবা, আদুরিয়া, খান্ডারী এলাকায় ৩৫ হেক্টর জমিতে ৪৬ হাজার ২৫০ চারাগাছ লাগানো হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পানাগড় রেঞ্জার সুভাষ পাল। এদিন গোপালপুর বিট আধিকারিক কিশলয় মুখোপাধ্যায় জানান, গত ১০ - ১২ বছরে বন সৃজনের পাশাপাশি বন সংরক্ষন ভালো হয়েছে। রক্ষনাবেক্ষনে সক্রিয় বনকর্মীরা। মানুষের মধ্যে নিষ্ঠুরতা অনেক কমেছে। জঙ্গলে চোরা শিকারিদের উপদ্রব অনেকটাই কমেছে। ফলে ওইসব অনেক বন্য জন্তু আবারও ফিরে এসেছে। মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে। জঙ্গলে আগুন লাগানো থেকে বিরত থাকতে হবে। জঙ্গলে গাছ না কাটলেও প্রচুর গাছ জন্ম নেয়, সেগুলো বড় হয়। তাতে জঙ্গলের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। এবছর মেগা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল। অরণ্য সপ্তাহব্যাপী এখনও বৃক্ষরোপণ করা হবে।

টানা প্রবল ও ভারি বৃষ্টির জেরে বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গ

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৮ জুলাই ঃ গত কয়েকদিন ধরে টানা প্রবল ও ভারি বৃষ্টির জেরে বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গ। আর সেই কারণে নদী তীরবর্তী বাসিন্দাদের রাতের ঘুম উড়েছে চিন্তায়। এমনই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে। উল্লেখ্য, গঙ্গারামপুর শহরের বুক চিরে বয়ে চলেছে অতি প্রাচীন পুনর্ভবা নদী। আর গত কয়েক দিনের টানা বৃষ্টির জেরে পূর্ণভবা নদীর জল ফুলে ফেঁপে উঠেছে যে কারণে, গঙ্গারামপুর পৌরসভার নদী তীরবর্তী পাঁচটি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের রাতের ঘুম উড়েছে আতঙ্কে। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির কথা কার্যত তাদের স্মৃতিতে উস্কে দিচ্ছে। আর সেই কারণেই গঙ্গারামপুর শহরের নদী তীরবর্তী বাসিন্দারা আতঙ্কে রয়েছেন বিভীষিকার মধ্য দিয়ে রাত্রি যাপন করছেন।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **E. E. (E)/Ltg./Z-I/Br.-III, KMC** invites E-tender online percentage Bid system for the following works:

(1) NIT No.: LTG/26/WD-14/BR-III/Z-1/23-24
Name of Work: **Repairing of bustee lighting system at M. P. Road Bustee, C.E. Road Bustee & other Bustees in Word No.-14.** Estimated Amount: ₹ **1,49,046.71**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period of completion: **30 Days.**

(2) NIT No.: LTG/194/WD-35/BR-III/Z-1/23-24
Name of Work: **Installation of lighting arrangements at B.T. Road (Khalpole Bridge) under Word No.-35.** Estimated Amount: ₹ **3,94,766.16**. Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of completion: **30 Days.**

(3) NIT No.: LTG/187/COM/BR-III/Z-1/23-24
Name of Work: **Operation & Maintenance of electrical installation in all Cummunity Hall's under BR-III, KMC.** Estimated Amount: ₹ **2,62,968.00**. Earnest Money: ₹ **5,400.00**. Period of completion: **30 Days.** Last date and time of submission of Bid: **28.07.2023 (12 Noon)** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **17.07.2023 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1) and **18.07.2023 (12 Noon)** (For Sl. No. 2 & 3) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **E. E. (E)/Ltg./Z-IV, KMC** invites tender online, two part Bid system for the following work:
NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/146/23-24
Name of Work: **Repairing lighting installation at Khas Mahal, Kudh Ghat, Saha Para Play Ground Park in Word No.-114, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **2,86,416.12**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of completion: **20 Days.** Last date and time of completion of Bid: **28.07.2023 upto 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **19.07.2023 from 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **E. E. (E)/Ltg./Z-V./G.R.U., KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/RS/23-24/20
Name of Work: **Installation of energy efficient light fittings with pole at Murry Road, Dr. A. K. Road, Jugi Para and others in Ward No.-138, Br.-XV.** Estimated Amount: ₹ **4,96,474.83**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**.
(2) NIT No.: KMC/LTG/RS/23-24/06 (2nd Call)
Name of Work: **Improvement of street lighting system by LED fittings at Jugi Para, Murry Road and others in Ward No.-138.** Estimated Amount: ₹ **1,88,502.28**. Earnest Money: ₹ **3,800.00**.
(3) NIT No.: KMC/LTG/RS/23-24/21
Name of Work: **Repairing and Renovation work of street lighting system at S. A. Farooquie Road, Thander Para and others in Ward No.-139, Br.-XV.** Estimated Amount: ₹ **2,78,630.37**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**.
(4) NIT No.: KMC/LTG/RS/23-24/22
Name of Work: **Improvement and Installation of street lighting system at Bagani Building, Fotha Para, Satghara Road etc. in Ward No.-140, Br.-XV.** Estimated Amount: ₹ **4,99,656.05**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**.
(5) NIT No.: KMC/LTG/RS/23-24/23
Name of Work: **Improvement of existing non LED street lighting system with energy efficient light at different areas of Ward No.-139, Br.-XV.** Estimated Amount: ₹ **4,94,806.76**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of completion: **30 Days** (For Sl. No. 1 to 5). Last Date and Time of submission of Bids: **01.08.2023 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from **21.07.2023 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 5) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 5).

The **D.G. (E), KMC** invites tender online percentage rate two bid systems for the following works :
(1) NIT No.: LTG/65/WD-26/BR-IV/Z-II/23-24
Name of the Work: **Renovation of street lighting system at 9/1, Beadon Square and other places in Ward No.-26.** Estimated Amount: ₹ **1,99,675.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid (Online): **27.07.2023 upto 3 p.m.**
(2) NIT No.: LTG/61/WD-24/BR-IV/Z-II/23-24
Name of the Work: **Improvement of street lighting system with new poles and LED light fittings in Ward No.-24 under Br.-IV, KMC.** Estimated Amount: ₹ **4,98,941.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid (Online): **31.07.2023 upto 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **18.07.2023 (4 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2)
(3) NIT No.: KMC/DG(E)/LTG/CMO/54/23-24
Name of the Work: **Comprehensive AMC of water purifier cum cooler machines installed at different places of CMO building.** Estimated Amount: **Open Quotation**. Earnest Money: ₹ **6,700.00.** Period of Completion: **365 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **31.07.2023 (2 p.m.)**. The bid forms and other details are available on and from **21.07.2023 (2 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in** (453/23-24)

ওয়েস্ট ইন্ডিজে যাচ্ছেন নির্বাচক প্রধান আগরকর

বিরাট-রোহিতের টি২০ ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা

মুম্বই, ১৮ জুলাইঃ ভারতের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর চলাকালীনই সে দেশে যাচ্ছেন বিসিসিআইয়ের প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর। সেখানে ভারতীয় দলের কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন তিনি। কথা হতে পারে দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মার সঙ্গেও। এক দিনের বিশ্বকাপের রূপরেখা তৈরির জন্য এই আলোচনা। সেই সঙ্গে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অধিনায়ক রোহিত ও বিরাট কোহলির ভবিষ্যৎ নিয়েও সেখানে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন দ্রাবিড়-আগরকর। বিসিসিআইয়ের এক আধিকারিক সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেছেন, ''এখন ওয়েস্ট ইন্ডিজে দলের সঙ্গে রয়েছেন জাতীয় নির্বাচক সলিল আঙ্কোলা। কিন্তু টেস্ট সিরিজের পরে তিনি ফিরে আসবেন। সাদা বলের ক্রিকেট শুরু হওয়ার আগে সেখানে যাবেন আগরকর।'' ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাচক হওয়ার পরে দল ও সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি আগরকরের। তিনি আর দেরি করতে চাইছেন না। অক্টোবরের ৫ তারিখ থেকে দেশের মাটিতে এক দিনের বিশ্বকাপ। তার রূপরেখা এখন থেকেই তৈরি করে রাখতে চাইছেন। বোর্ড সূত্রে খবর, বিশ্বকাপের আগে ২০ জনের একটি দল তৈরি করে রাখতে চাইছেন নির্বাচকেরা। তার পর সেখান থেকে ১৫ বা ১৬ জনকে বেছে নেওয়া হবে। ক্রিকেটারেরা এই মুহূর্তে কেমন শারীরিক অবস্থায় রয়েছেন, বিশ্বকাপের আগে কার কতটা বিশ্রাম প্রয়োজন সেই বিষয়ে আলোচনা করা

হবে। ইতিমধ্যেই ভারতের আয়ারল্যান্ড সফরে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে দ্রাবিড়-সহ পুরো কোচিং দলকে। বদলে কোচ হিসাবে যাবেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। আগামী দিনে কোনও ক্রিকেটারের ক্ষেত্রেও বিশ্রাম প্রয়োজন কি না তা নিয়ে আলোচনা হবে। আলোচনা হওয়ার কথা পেসার যশপ্রীত বুমরার ভবিষ্যৎ নিয়ে। নেটে বল করছেন তিনি। কিন্তু এখনও তাঁকে মাঠে নামার ছাড়পত্র দেয়নি বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির চিকিৎসকেরা। তাই তাঁকে কবে মাঠে ফেরানো হবে সেই বিষয়ে কোচের সঙ্গে নির্বাচক প্রধানের আলোচনা হওয়ার কথা। ভারতের আরও দুই চোটে থাকা ক্রিকেটার শ্রেয়স আয়ার ও ঋষভ পন্থের নামও উঠবে সেখানে। সেই আলোচনায় থাকতে পারেন অধিনায়ক রোহিতও। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যা নিয়ে আলোচন হতে পারে, সেটি হল রোহিত ও বিরাটের টি-টোয়েন্টি ভবিষ্যৎ। গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকে ছোট ফরম্যাটে ভারতীয় দলে দেখা যায়নি তাঁদের। একের পর এক সিরিজে নেতৃত্ব দিচ্ছেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজেও হার্দিকই অধিনায়ক। এশিয়ান গেমসে ভারতের যে দলকে পাঠানো হয়েছে সেখানে সব তরুণ ক্রিকেটার। রোহিত, কোহলিকে জানিয়ে দেওয়া হতে পারে শুধু টেস্ট ও এক দিনের ক্রিকেটের উপর নজর দিতে। হার্দিককে পাকাপাকি ভাবে টি-টোয়েন্টির অধিনায়ক করে দেওয়া হতে পারে।

বাজেট বেড়ে ৩৫ হাজার কোটি! কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন থেকে সরে দাঁড়াল অস্ট্রেলিয়া

সিডনি, ১৮ জুলাইঃ ২০২৬ সালের কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজন থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য ভিক্টোরিয়া। এই গেমসের পেছনে যে খরচ হবে, সেটি করতে নিজেদের অপারগতার কথা জানিয়ে আজ মঙ্গলবার এই ঘোষণা করেছেন ভিক্টোরিয়ার প্রিমিয়ার ড্যানিয়েল অ্যান্ড্রুস। তাঁর ঘোষণার পর স্বাভাবিকভাবেই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে কমনওয়েলথ গেমসের পরবর্তী আসরের ভাগ্য। এদিকে ভিক্টোরিয়ার সরে যাওয়ার ঘোষণায় 'চরম হতাশা' প্রকাশ করেছে কমনওয়েলথ গেমস ফেডারেশন। অ্যান্ড্রুস আজ বলেছেন, কমনওয়েলথ গেমসের জন্য আনুমানিক ২০০ কোটি অস্ট্রেলিয়ান ডলার (প্রায় ১৩৬ কোটি ইউএস ডলার) খরচ হবে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হলেও আসলে লাগবে ৭০০ কোটি অস্ট্রেলিয়ান ডলার, যেটিকে তিনি বলেছেন 'সত্যিকার অর্থেই অতিরিক্ত'। আজ এক সংবাদ সম্মেলনে অ্যান্ড্রুস বলেন, ''আমি অনেক কঠিন ঘোষণা করেছি, এই কাজে থাকার সময় অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে এটি তেমন কিছু নয়। সত্যি বলতে, একটা খেলার ইভেন্টের জন্য ৭০০ কোটি খরচ-আমরা সেটি করব না।'' কেন করবেন না, সে ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ''আমি হাসপাতাল ও স্কুল থেকে টাকা নিয়ে এমন একটা ইভেন্ট আয়োজন করব না, যেটিতে গত বছর যা ধারণা করা হয়েছিল, তার তিন গুণ ব্যয় হবে। ২০২৬ সালে ভিক্টোরিয়ায় এ গেমস হবে না। আমরা কমনওয়েলথ গেমস কর্তৃপক্ষকে চুক্তি বাতিলের জন্য আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছি।'' ২০টি খেলার ২৬টি ডিসিপ্লিনের কমওয়েলথ গেমস হওয়ার কথা ছিল ভিক্টোরিয়ার পাঁচটি অঞ্চলে-জিলং, ব্যালারাট, বেন্ডিগো, জিপসল্যান্ড ও শেপারটনে। এর প্রতিটিতে থাকার কথা ছিল অ্যাথলেটদের থাকার 'ভিলেজ'। অ্যান্ড্রুস বলেছেন, তাঁর দল এই অঞ্চলগুলোকে কমিয়ে, এমনকি শুধু ভিক্টোরিয়ার রাজধানী মেলবোর্নে আনার কথাও ভেবেছে। তবে কোনোটিই কার্যকর হবে বলে মনে হয়নি তাঁদের। গেমস আয়োজনের পরিবর্তে বরং ভিক্টোরিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জন্য প্রায় ২০০ কোটি

অস্ট্রেলিয়ান ডলার সহায়তা প্যাকেজের ঘোষণা করেছেন অ্যান্ড্রুস। অবশ্য কমনওয়েলথ গেমসের সঙ্গে চুক্তি বাতিলে কত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, সে বিষয়ে মুখ খোলেননি ভিক্টোরিয়া রাজ্যের প্রধান। তবে বলেছেন, কমনওয়েলথ গেমস ফেডারেশনের সঙ্গে তাঁদের 'বন্ধুত্বপূর্ণ' আলোচনা হয়েছে। যদিও ফেডারেশন তাদের চরম হতাশার কথা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে। তারা বলেছে, ''আমরা হতাশ। কারণ, মাত্র আট ঘণ্টার নোটিশ দেওয়া হয়েছে আমাদের। সরকারের পক্ষ থেকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে যৌথভাবে অর্থলগ্নি করা যায় কি না, সেটিও বিবেচনায় আনা হয়নি।'' তাহলে সমাধান কী? ২০২৬ সালের কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের স্বত্ব ভিক্টোরিয়াকে দেওয়া হয় মাত্র ১৪ মাস আগে। গেমসের ফেডারেশন বলছে, এর পর থেকে ভিক্টোরিয়া আরও খেলা যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমনকি একটি অঞ্চল বাড়িয়েছে, ভেন্যুর পরিকল্পনাও বদলে ফেলেছে। এর ফলে অতিরিক্ত যে ব্যয়, সেগুলোর বেশির ভাগই কমনওয়েলথ গেমস ফেডারেশন ও কমনওয়েলথ গেমস অস্ট্রেলিয়ার পরামর্শ অগ্রাহ্য করে করা হয়েছে বলে দাবি ফেডারেশনটির। তারা বলেছে, ২০২৬ সালের গেমস আয়োজনের ব্যাপারে বরাবরই তাদেরকে আশ্বস্ত করে এসেছে ভিক্টোরিয়া। ভিক্টোরিয়ার এভাবে সরে আসার কারণে স্বাভাবিকভাবেই গেমসের ভবিষ্যৎ ঝুলে গেছে। সাম্প্রতিক অতীতে এ গেমস আয়োজনের ব্যাপারে দেশগুলো আগ্রহও হারিয়ে ফেলছে। অবশ্য ফেডারেশনের দাবি, তারা কমনওয়েলথের ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া আন্দোলনের স্বার্থে ২০২৬ সালের গেমস আয়োজনের সমাধান খুঁজতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সাধারণত কমনওয়েলথের ৫৪টি দেশের প্রায় ৪ হাজার অ্যাথলেট এ গেমসে অংশ নেন। ২০২২ সালে কমনওয়েলথ গেমসের সর্বশেষ আসর হয়েছিল ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে। তবে বার্মিংহামও আয়োজক হিসেবে নির্ধারিত হয়েছিল শেষ সময়ে এসে। হেরাল্ড সান জানিয়েছে, কমনওয়েলথ গেমস অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি বেন হিউস্টনই ভিক্টোরিয়ার এ সিদ্ধান্তের কথা জেনেছেন আজ সকালে। এ সিদ্ধান্তকে 'চরম হতাশার' উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, ''আমরা ২০২৬ সালের গেমসের ওপর এর প্রভাব বুঝতে কমনওয়েলথ গেমস ফেডারেশনের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি।'' এদিকে ভিক্টোরিয়া রাজ্যের বিরোধী দলীয় নেতা অ্যান্ড্রুসের সিদ্ধান্তকে 'চরম অপমান' বলে উল্লেখ করে বলেছেন, এটি বৈশ্বিক ইভেন্টের নেতৃত্ব দানকারী হিসেবে ভিক্টোরিয়ার খ্যাতিতে চরম আঘাত করবে।

ফের নজরকাড়া পারফরম্যান্স, লিগে মহমেডানের জয়ের হ্যাটট্রিক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুলাইঃ কলকাতা লিগে প্রিমিয়ার ডিভিশনের খেলা শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন। লিগে এখনও অবধি অন্যতম ধারাবাহিক দল মহমেডান স্পোর্টিং। ঘরের মাঠে ম্যাচ। সমর্থকরা গ্যালারিতে। এমন পরিস্থিতিতে ধারাবাহিকতা না দেখানোটাই হয়তো অবাক করার মতো। এ বারের লিগে তিন ম্যাচ খেলে তিনটিতেই জয়। এ দিন পাঠচক্রকে ৪-০ ব্যবধানে হারাল সাদা-কালো ব্রিগেড। প্রথম দু-ম্যাচেই মহমেডানের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন ডেভিড লালহানসাঙ্গা। এ দিনও অন্যথা হল না। প্রথম ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছিলেন। গত ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে জয়সূচক একমাত্র গোল ডেভিডের। এ দিন পাঠচক্রের বিরুদ্ধে ম্যাচের ২৬ মিনিটে মহমেডানকে এগিয়ে দেন ডেভিডই। এ বারের লিগে ইতিমধ্যেই পাঁচ গোল হয়ে গেল তাঁর। পাঠচক্রের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে ১-০ এগিয়ে ছিল মহমেডান। দ্বিতীয়ার্ধে আরও তিন গোল। ম্যাচের ৬১ মিনিটে মহমেডানের পক্ষে স্কোর লাইন ২-০ করেন বিকাশ সিং। লিগে প্রথম ম্যাচে হ্যাটট্রিক করা বেনেস্টন ব্যারেটো গত ম্যাচে গোলের খাতা খুলতে পারেননি। এ দিন দলের জয়ে তৃতীয় গোলটি করেন তিনি। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে সুজিত সিংয়ের অনবদ্য গোলে ৪-০ ব্যবধানে জয় মহমেডানের।

ব্যারেটো একটি গোল এবং একটি অ্যাসিস্টে ম্যাচের সেরা। লিগের অন্য ম্যাচে ২-০ ব্যবধানে জিতল ডায়মন্ডহারবার এফসি। ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্যাচের ১৫ মিনিটে গোল রাহুল পাসওয়ানের। ৩৩ মিনিটে স্কোর লাইন ২-০ করেন সৌরভ ভানওয়ালা। অন্য দিকে, ইউনাইটেড স্পোর্টসকে ১-০ ব্যবধানে হারায় সাদার্ন সমিতি। তাদের জয়ে একমাত্র গোল সৌগত হাঁসদার। সজন সাহানির একমাত্র গোলে টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে হারাল পিয়ারলেস ক্লাব। এরিয়ানের বিরুদ্ধে ২-১ ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিল ক্যালকাটা কাস্টমস ক্লাবে। তাদের হয়ে গোল দুটি করেন সুরজি হাঁসদা ও বিষ্ণু। এরিয়ানের একমাত্র গোল সৈকত সরকারের।

জসপ্রীত বুমরা ব্যাক! ফিটনেস নিয়ে বড় আপডেট দিলেন নিজেই

মুম্বই, ১৮ জুলাইঃ প্রায় এক বছর হতে চলল। ক্রিকেটের বাইরে জসপ্রীত বুমরা। এ বার ঘরের মাঠে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। তারকা বোলারকে পাওয়া নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। কিন্তু আশার আলো দেখা যাচ্ছে কিছুটা। গত বছর তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বুমরাকে নিয়ে ভুগতে হয়েছে। সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এ বার তেমন কিছু করতে নারাজ টিম ম্যানেজমেন্ট। তবে বুমরার পোস্ট করা ভিডিয়ো কিছুটা হলেও ভারতীয় ক্রিকেটে আশার আলো। গত বছর সেপ্টেম্বর থেকে ক্রিকেটের বাইরে বুমরা। চোট সারিয়ে ফিরতে না ফিরতেই নতুন করে চোট পেয়েছিলেন। যে কারণে গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তারকা পেসারকে ছাড়াই নামতে হয়েছিল ভারতকে। বুমরা না থাকায় বড় রকমের সমস্যায় পড়েছে টিম ইন্ডিয়া। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পাশাপাশি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালেও পাওয়া যায়নি। এ বার ওয়ান ডে বিশ্বকাপের আগে সেই একই চিন্তা। বুমরার চোট এতটাই গুরুতর ছিল যে, অস্ত্রোপচার করাতে হয়। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব চলছে তারও। এরই মাঝে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন বুমরা। ভারতীয় ক্রিকেট টিমকে ট্যাগ করে যেন ফেরার বার্তাও দিতে চেয়েছেন। বোলিং করছেন বুমরা। ব্যাকগ্রাউন্ডে গান চলছে, কামিং হোম। তাহলে কি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার বার্তাই দিচ্ছেন বুমরা? এমনটাই অনুমান করা যেতে পারে। বিশ্বকাপের আগে রয়েছে এশিয়া কাপ। এ বার ওয়ান ডে বিশ্বকাপ থাকায় এশিয়া কাপও হবে ৫০ ওভারের ফরম্যাটে। তবে এশিয়া কাপে বুমরাকে ফেরানোর তাড়াহুড়ো না করার সম্ভাবনাই বেশি। হাতে অনেকটা সময় রয়েছে যদিও। ভারতের নজরে মূলত বিশ্বকাপ। ২০১১ সালে ঘরের মাঠে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। এরপর ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও জয়। সেটাই শেষ আইসিসি ট্রফি ভারতের। আইসিসির গত বেশ কয়েকটি ইভেন্টে সেমিফাইনাল কিংবা ফাইনাল অবধি পৌঁছেও ট্রফি জেতা যায়নি। বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করেই তাই বুমরার ফেরার প্রত্যাশায় ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীরাও।

ব্রিজভূষণকে দু'দিনের অন্তর্বর্তী জামিন

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাইঃ ভারতীয় কুস্তি সংস্থার সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংহকে ৪৮ ঘণ্টার অন্তর্বর্তী জামিন দিল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। ২৫ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে এই জামিন পেয়েছেন ব্রিজভূষণ। বৃহস্পতিবার আবার মামলার শুনানি হবে। সেই শুনানিতেই ঠিক হবে যে ব্রিজভূষণের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করা হবে কি না। মঙ্গলবার কুস্তিকর্তাকে দুপুর আড়াইটেয় হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল দিল্লির আদালত। সেই মতো নির্দিষ্ট সময়েই আদালতে গিয়ে পৌঁছন ব্রিজভূষণ। কুস্তিকর্তা হওয়ার পাশাপাশি তিনি বিজেপি সাংসদও। তার ফলে আগে থেকে আদালত চত্বরে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছিল। শুনানির শুরুতেই আগাম জামিনের আবেদন করেন ব্রিজভূষণের আইনজীবীরা। তাঁরা জানান, তদন্তের স্বার্থে ব্রিজভূষণ সব রকমের সহযোগিতা করেছেন। কোথাও পালিয়েও যাননি। তাই তাঁকে আগাম জামিন দেওয়া হোক। জামিনের বিরোধিতা করেনি দিল্লি পুলিশ। কিন্তু তাঁদের আইনজীবী জানান, কয়েকটি শর্ত মানতে হবে ব্রিজভূষণকে। এই সময়ের মধ্যে দিল্লি ছেড়ে কোথাও যেতে পারবেন না তিনি। অভিযোগকারী ও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা বা তাঁদের ভয় দেখানো যাবে না। এই শর্ত মানতে রাজি হয়ে যান ব্রিজভূষণ। তার পরেই দু'দিনের অন্তর্বর্তী জামিন দেন বিচারক।

'আমার কোনও বন্ধু সেভাবে নেই, মন খুলে কথা বলতে পারি না'

একাকীত্বে ভুগছেন পৃথ্বী?

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাইঃ টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটসম্যান পৃথ্বী শ দাবি করেছেন যে তিনি এখন একা থাকাতে ভালোবাসেন। ভারতের এই ওপেনার জানিয়েছেন তিনি একাই খেতে যান, একাই খেলা এবং একাই সিনেমা দেখতে পছন্দ করেন। যখনই সে কারোর সঙ্গে যান, তখন কিছু না কিছু ঘটে যায়। এমন পরিস্থিতিতে তিনি একা থাকতে পছন্দ করেন পৃথ্বী শ। কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে খেলতে ইংল্যান্ডে যাওয়ার আগে তাঁকে বেশ খুশি দেখাচ্ছিল। তবে দেওধর ট্রফিতে খেলছেন না পৃথ্বী। এই বিষয়ে তিনি বলেছেন, দলে ফেরার জন্য ভালো প্রস্তুতি নিতে চান। শ একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর ঝগড়ার কথাও বলেছিলেন। ক্রিকবাজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পৃথ্বী শ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি কি আত্মদর্শন করেন? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ''আমি কয়েকটি বিষয় নিয়ে ভাবি, কিন্তু যখন আমি আমার রুমে থাকি, আমি খুব বেশি চাপ নিই না। আমি যদি তাড়াতাড়ি আউট হয়ে যাই, আমি আবার ব্যাটিং করতে পারি এমন নয়। তাই আমার ফোকাস আমার পরের ইনিংসে। আমি শুধু আমার রুমে ফিরে গিয়ে আরাম করি, প্লেস্টেশন খেলি-ফিফা, কল অফ ডিউটি বা আনচার্টেড। আমি বাইরে গেলে মানুষ বিরক্ত করবে।'' পৃথ্বী শ আরও যোগ করে বলেছেন, ''সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু না কিছু থাকবে, তাই আমি আজকাল বাইরে যেতে পছন্দ করি না। আমি যখন বাইরে যাই তখন আমি কী করব? আমি যেখানেই যাই, কিছু না কিছু ঘটে (হাসি)। আজকাল, আমি দুপুরের খাবার এবং রাতের খাবারের জন্যও একা যাই। আমি এখন একা থাকতে পছন্দ করি। কয়েকদিন আগে আমি একা একটি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম- ইনসিডিয়াস। বাপ রে বাপ, বিপজ্জনক ফিল্ম ছিল। খুশি হয়েছিল থ্রিডি-তে নেই। আমি একা ছিলাম, কাউকে আমার পাশে বসতেও বলতে পারিনি (হাসি)।'' বন্ধুত্ব প্রসঙ্গে পৃথ্বী শ বলেন, ''আমি বন্ধুত্ব করতে পছন্দ করি না। এই প্রজন্মের সঙ্গে এটাই ঘটছে। আপনি আপনার চিন্তাভাবনা অন্য কারও সঙ্গে শেয়ার করতে পারবেন না। আপনি যদি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি বলব এটা খুবই ভয়ের।'' তিনি আরও বলেন, ''আজ আপনি যেটা চিন্তাভাবনা করবেন, পরের দিন সেটি সোশ্যাল মিডিয়ায় চলে আসে। আমার খুব কম বন্ধু আছে, মাত্র কয়েকজন বন্ধু, এমনকি তাদের সঙ্গে আমি সবকিছু শেয়ার করি না, শুধু কয়েকটি বিষয় বলি।''

রোনাল্ডোর চোখে যুক্তরাষ্ট্রের লিগের চেয়ে সৌদি লিগ 'অনেক ভালো'

ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো ও লিওনেল মেসির সরাসরি লড়াই এখন আর নেই। একই দেশের লিগে তো নয়ই, এক মহাদেশেও আর নেই তারা দুজন। তবু লড়াইয়ের ঝাঁজ ঠিকই ছড়িয়ে দিলেন রোনাল্ডো। মেজর লিগ সকারের দল ইন্টার মায়ামিতে মেসির যোগ দেওয়ার পরপরই পর্তুগিজ মহাতারকা বললেন, যুক্তরাষ্ট্রের ওই লিগের চেয়ে অনেক এগিয়ে সৌদি আরবের লিগ।

রিয়াধ, ১৮ জুলাইঃ ২০২৩ সালের প্রথম দিনটা সৌদি ফুটবলকে নিয়ে গেছে নতুন দিগন্তে। ইউরোপীয় ফুটবলের পাট চুকিয়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো এ বছরের ১ জানুয়ারি আল নাসরে নাম লেখান। রোনাল্ডোকে নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে দেশটির ফুটবলে দিন বদলের হাওয়া লাগে। সৌদি প্রো লিগকে নক্ষত্রপুঞ্জ বানাতে আরও অন্তত ৫০ জন তারকা ফুটবলারকে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করে রেখেছে ক্লাবগুলো। রোনাল্ডোর পর করিম বেনজেমা, এনগোলো কান্তে, রবার্তো ফিরমিনো, এদুয়ার্দো মেন্দি, মার্সেলো ব্রোজোভিচ, কালিদু কুলিবালি, রুবেন নেভেসদের মতো তারকাদের নিয়ে এসে সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে অনেক দূর এগিয়েও গেছে সৌদি আরব। আল ইত্তিফাকের কোচ হয়েছেন লিভারপুল কিংবদন্তি স্টিভেন জেরার্ড। মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি লিওনেল মেসিকেও নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ককে কেনার কথা ছিল আল নাসরের নগর প্রতিদ্বন্দ্বী আল হিলালের। রোনাল্ডোকে বছরে ২০ কোটি ১৮ লাখ ইউরো বেতন দেবে আল নাসর। আল হিলাল মেসিকে এর প্রায় দ্বিগুণ (৪০ কোটি ইউরো) বেতন দিতে চেয়েছিল। মেসি তাতে সাড়া দিলে একবিংশ শতাব্দীর সেরা দুই ফুটবলারকে আবারও একবিন্দুতে মেলাতে পারত সৌদি আরব। তখন প্রো লিগের ঔজ্জ্বল্য আর জনপ্রিয়তা যে বহুগুণে বেড়ে যেত, বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আল হিলালের বিপুল অর্থের ছাতছানিতে সাড়া দেননি মেসি। পিএসজির সঙ্গে ২ বছরের চুক্তি শেষে নাম লিখিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। গতকাল জমকালো আয়োজনে রেকর্ড সাতবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী তারকাকে বরণ করেছে মায়ামি। মেসি মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর

মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) দিকে ফুটবলপ্রেমীদের মনোযোগ তরতরিয়ে বাড়ছে। তবে রোনাল্ডো মনে করেন, এমএলএসের চেয়ে সৌদি প্রো লিগ ভালো। দলবদলের বাজারে বিশ্বস্ত নাম ইতালিয়ান সাংবাদিক ফাব্রিজিও রোমানো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রোনাল্ডোর উদ্ধৃতি দিয়ে এই পোস্ট করেছেন। রোনাল্ডো এমন সময় কথাটি বললেন, যখন তাঁর কেরিয়ারের দীর্ঘ সময়ের প্রতিদ্বন্দ্বী মেসি সবে মার্কিন মুলুকে পা রেখেছেন। শুধু তাই নয়, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ছাড়া ইউরোপের অন্য সব প্রতিযোগিতা মান হারিয়েছে বলেও দাবি করেছেন রোনাল্ডো। ইউরোপীয় ক্লাবে আর কখনো ফিরবেন না, এমন কথাও জোর গলায় বলেছেন। রোনাল্ডোর চাওয়ায় তাঁর দেশ পর্তুগালে প্রথমবার প্রাক্-প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে গেছে আল নাসর। গত রাতে স্প্যানিশ ক্লাব সেল্‌তা ভিগোর কাছে ৫-০ ব্যবধানে হেরে গেছে তাঁর দল। লম্বা ছুটি কাটিয়ে এই ম্যাচ দিয়েই মাঠে ফিরেছেন রোনাল্ডো। ম্যাচ শেষে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে অকপটে অনেক কথা বলেছেন। পর্তুগিজ ফরেয়ার্ডের কথাগুলো নিয়ে একাধিক টুইট করেছেন সাংবাদিক রোমানো। রোনাল্ডো বলেছেন, ''এমএলএসের চেয়ে সৌদি লিগ ভালো। আমি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত, ইউরোপীয় ক্লাবে আর ফিরব না। সেই দরজা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। আমি সৌদি লিগে আসার পথ খুলে দিয়েছি। এখন সব খেলোয়াড় (আমাকে অনুসরণ করে) এখানে আসছে।'' ইউরোপীয় ফুটবলের মান নিয়ে রোনাল্ডোর মূল্যায়ন, ''আমার বয়স এখন ৩৮ বছর। আমার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় ফুটবল মান হারিয়ে ফেলেছে। শুধু একটি প্রতিযোগিতাই তার মান ধরে রেখে নিজেদের সবকিছুর উর্ধ্বে নিয়ে গেছে, সেটা প্রিমিয়ার লিগ। স্প্যানিশ লিগের (লা লিগা) মান ভালো নয়। পর্তুগিজ লিগ ভালো, কিন্তু শীর্ষ পর্যায়ের নয়। আমার মনে হয় জার্মান লিগও (বুন্দেসলিগা) জৌলুশ হারিয়েছে। তাই আমি সৌদি আরবেই খেলতে চাই।'' নতুন মরসুম শুরুর আগে আরও অনেক তারকা ফুটবলার সৌদি ক্লাবগুলোয় নাম লেখাতে পারেন বলে গুঞ্জন চলছে। কয়েকজন হয়তো কিছুদিনের মধ্যে চুক্তিবদ্ধও হবেন। রোনাল্ডোর দাবি, এক বছরের মধ্যে শীর্ষ সারির আরও অনেক ফুটবলার সৌদি প্রো লিগে খেলবেন, ''এক বছরের মধ্যে সৌদি লিগ তুর্কি ও ডাচ্ লিগকে ছাড়িয়ে যাবে। উঁচু মাপের আরও অনেক খেলোয়াড় সৌদিতে আসবে।'' উয়েফা সভাপতি আলেক্সান্দার সেফেরিন কয়েক দিন আগে বলেছিলেন, সৌদি ক্লাবগুলো বুড়ো ফুটবলারদের ইউরোপ থেকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেফেরিনের ওই মন্তব্যের সঙ্গে একমত নন রোনাল্ডো, ''ইউরোপীয় ইউনিয়নের (আসলে উয়েফা) সভাপতি যে কথা বলেছেন, তা ঠিক নয়। সৌদিতে নতুন যারা খেলতে এসেছে, তাদের মধ্যে জোতা-নেভেস তরুণ।''

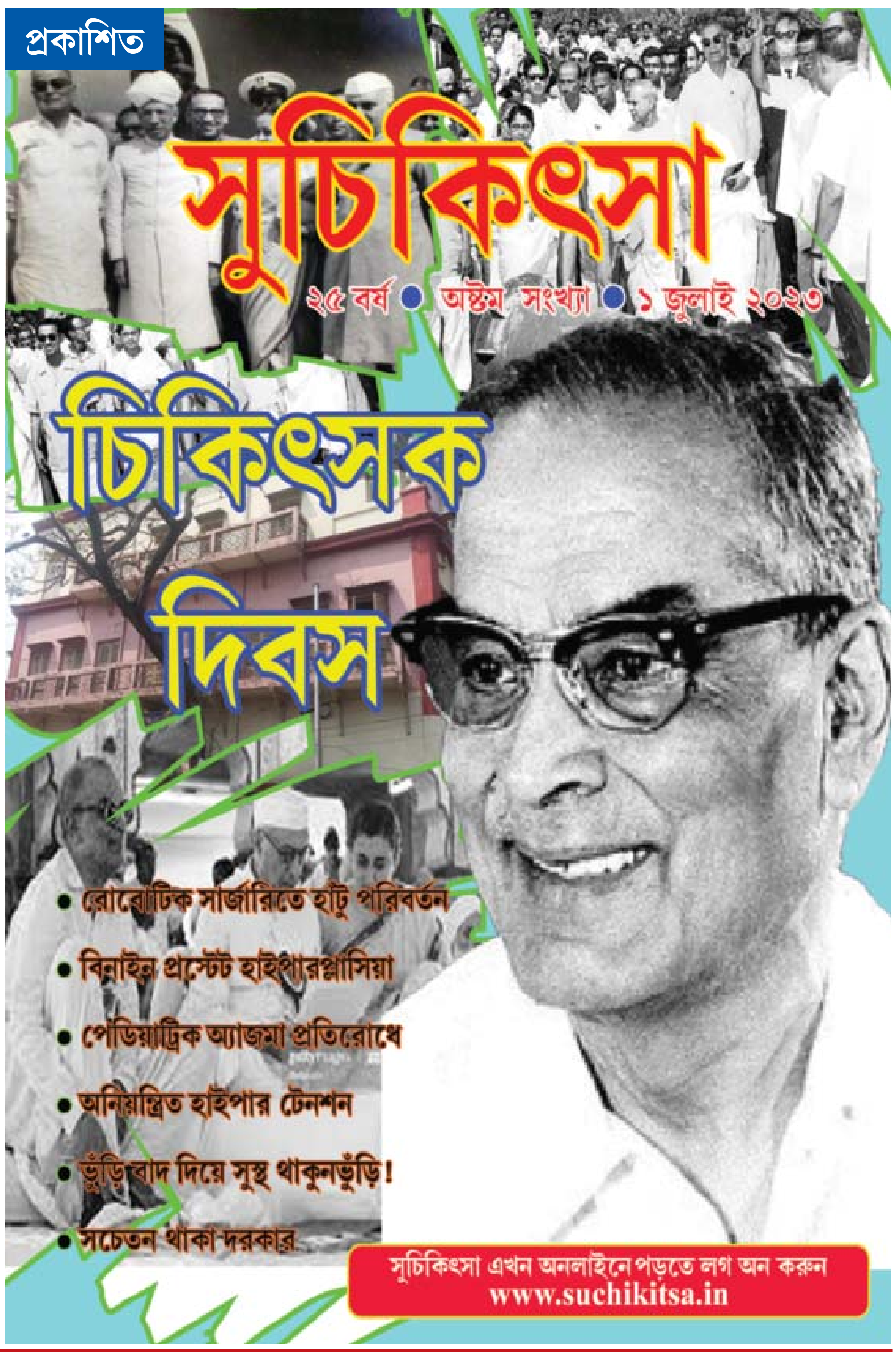

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501